জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ১৪ # ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ # ১৮ মাঘ ১৪৩১

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫

তারুণ্যের উৎসবে মেতেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গন

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ১৪ # ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ # ১৮ মাঘ ১৪৩১

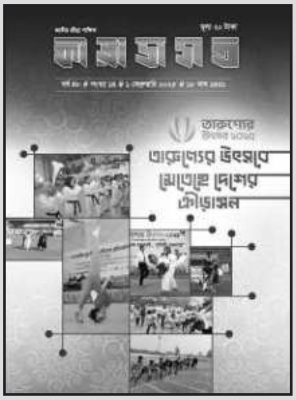

তারুণ্যের উৎসবে মেতেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গন ২৬

তারুণ্যের শক্তি, আবেগ ও উদ্যোগী চেতনায় সমৃদ্ধ এই নতুন বাংলাদেশ প্রস্তুত পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সহযোগিতায়, তারুণ্যের উৎসব ২০২৫-এর লক্ষ্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উদযাপন করা। দেশব্যাপী উদযাপিত তারুণ্যের উৎসব হবে একটি সাংস্কৃতিক ইভেন্ট, যা প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা ও বিনোদনকে অন্তর্ভুক্ত করে সারা বাংলাদেশের সম্প্রদায়গুলোকে একত্রিত করবে।

সূচিপত্র

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানকে টপকে	২
সম্পাদকীয়	৩
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪
টাইগ্রেসদের লক্ষ্যপূরণ হলো না	৬
বাংলাদেশের মেয়েদের স্বপ্নভঙ্গ	৮
জোড়া সেঞ্চুরিতে রেকর্ডের ছড়াছড়ি	১০
বিপিএলে শিরোপার লড়াই	১২
সাকিবকে সরিয়ে চূড়ায় তাসকিন	১৪
প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের প্রথম পর্বে	১৬
বিপিএল ঃ বিশ্ববাসীর অপরূপ মিলন	১৯
এতোটা আশা করেননি আলফাজ	২০
প্রথম জাতীয় যুব জিমন্যাস্টিকসে	২১
ফটোফিচার	২২
হাজারের মাইলফলকে নিগার	২৪
একনজরে রাতুল	২৫
তারুণ্যের উৎসবে মেতেছে দেশের	২৬
ঋতুপর্ণা চাকমাদের খোঁজে বাফুফে	২৮
ক্যাবরেরা-বাটলারেই আস্থা বাফুফের	৩০
বাংলাদেশের সম্ভাবনা কতটুকু?	৩২
ফেডারেশন কাপের শিরোপা উদ্ধারে	৩৪
মোস্তাফিজের উইকেটের সেঞ্চুরি	৩৬
দুই হকি খেলোয়াড়ের যুগলবন্দী	৩৭
বিপিএলে সেঞ্চুরির গল্পকথা	৩৮
শৈল্পিক কসরত দেখিয়ে মন জয়	৪০
একজন দেশপ্রেমিক ক্রীড়া সংগঠকের	৪১
কুইজমালা	৪২
চলে গেলেন বডিবিল্ডিং আইকন মিস্টার	৪৩
তারা ভরা আকাশ	৪৪
এ ছবি কার	৪৫
হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনাই বড়	৪৬
খো খো বিশ্বকাপে হতাশার এক যাত্রা	৪৯
বার্সার ট্রফি জয়ের শতক পূরণ	৫০
হকিতে জুনিয়রদের সাফল্য হোক	৫১
জিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রংপুর বিভাগ	৫২
শব্দজট	৫৩
নারী বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের প্রস্তুতি দ্রুত	৫৪
পাকিস্তান ও দুবাইয়ে খেলবে বাংলাদেশ	৫৫
টেস্ট ক্রিকেটে দ্বি-স্তরের চিন্তা বাস্তবে	৫৬
আরও ৭টি ফেডারেশনের অ্যাডহক	৫৭
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা	৫৮
সিলেটের ক্রীড়াঙ্গন	৬০
ভারতের ক্রিকেটে সংকট-নাটক	৬২
অন্তঃপ্রাণ এক সংগঠক হারাল দাবা	৬৩
ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা	৬৪

চূড়ায় তাসকিন ১৪

দলের অবস্থা যা হোক না কেন, দুর্বার রাজশাহীর বোলার তাসকিন আহমেদ দুর্দান্ত নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন। গ্রুপ পর্বের ১২ ম্যাচে এই ডানহাতি পেসার শিকার করেছেন সব মিলিয়ে ২৫ উইকেট। প্লে-অফে খেলার সুযোগ মিললে সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে।

মোহামেডানই শীর্ষে ১৬

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের প্রথম পর্বের শেষটা ভালো হয়নি মোহামেডানের। টানা ৮ ম্যাচ জিতে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করা দলটি শেষ রাউন্ডে অঘটনের শিকার হয় ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের বিপক্ষে। হারের পরও টেবিলে অবস্থান অপরিবর্তিত তাদের। তবে পার্থক্য কমে আসে পেছনে থাকা দলগুলোর চেয়ে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানকে টপকে সাতে বাংলাদেশ

মো. মনির উদ্দিন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ১-১ এ টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে পাকিস্তান। ঘরের মাঠে পাকিস্তানিরা ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে মুলতানে প্রথম টেস্টে ১২৭ রানে জিতলেও একই মাঠে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে যায় ১২০ রানের ব্যবধানে। সিরিজের ফল নিষ্পত্তি না হওয়ায় বেশ লাভ হয়েছে বাংলাদেশের! কারণ, পাকিস্তান কিংবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই দলের যেকোনো একটা দল যদি ২-০ তে সিরিজ জিততে পারত; সে ক্ষেত্রে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ওই দলের স্থান হতো ৭ নম্বরে এবং এক ধাপ পিছিয়ে আটে নেমে যেত বাংলাদেশ।

শতকরা ৩১.২৫ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত পয়েন্ট তালিকায় শেষ পর্যন্ত সাত নম্বরে থাকা নিশ্চিত হলো বাংলাদেশের। এরপরের দুটি অবস্থানে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (পয়েন্ট ২৮.২১%) ও পাকিস্তান (পয়েন্ট ২৭.৯৮%)। বাস্তবতা যা-ই হোক না কেন, কাগজ-কলমের হিসেবে হলেও পাকিস্তান ও ক্যারিবীয়দের চেয়ে টেস্টে ভালো দল বাংলাদেশ, শুনতেই যেন কেমন লাগে! আইসিসি তৃতীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আর মাত্র একটি সিরিজ বাকি রয়েছে। চলতি ফেব্রুয়ারি মাসেই দুই ম্যাচের ওই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার মোকাবিলা করবে শ্রীলঙ্কা। ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ওই সিরিজটা যদি কোনোভাবে জিততে পারে লঙ্কানরা, তবে পয়েন্ট তালিকার বর্তমান পঞ্চম অবস্থান থেকে দুই ধাপ উঠে আসবে তারা। সিরিজ হারলেও অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে ইতিমধ্যেই ফাইনাল খেলা নিশ্চিত হয়ে গেছে আসরের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অজিদের। অন্যদিকে পয়েন্ট তালিকার এক নম্বরে থেকে প্রথমবার ফাইনাল খেলার টিকিট কেটেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই দুই দলের মধ্যকার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে জুনের ১১ থেকে ১৫ তারিখ, ভেন্যু 'ক্রিকেটের মক্কা' খ্যাত ইংল্যান্ডের লর্ডস।

তিন বছর মেয়াদি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দুই চক্রে (২০১৯-২১ এবং ২০২১-২৩) একেবারে সবার শেষে অর্থাৎ ৯ নম্বরে পড়ে থাকা বাংলাদেশের এবার দুই ধাপ উন্নতি করে সাতে থেকে শেষ করা দারুণ ব্যাপার। ২০২৩-২৫ তৃতীয় চক্রে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ ১২টি টেস্টে খেলে ৮টিতে হারের পাশাপাশি ৪ ম্যাচ জিতেছে, যার ৩টিই প্রতিপক্ষের মাটিতে (পাকিস্তানের সঙ্গে ২ জয় এবং নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১টি করে জয়)। ২ ম্যাচের ৬টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের মধ্যে একটি (পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে) জেতা বাংলাদেশ ড্র করেছে ২টি সিরিজ (নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ১-১ এ) এবং শ্রীলঙ্কা, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অন্য ৩ সিরিজে পরাজিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, দিস্তরের টেস্ট ক্রিকেট চালুর আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে বাংলাদেশ অন্তত জানান দিতে সমর্থ হয়েছে যে তারা সাদা পোশাকের ক্রিকেটে আর আগের মতো নেই, কিছুটা হলেও উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছে।

গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে সর্বশেষ সিরিজ ১-১ এ ড্র করার পর পয়েন্ট টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল আট নম্বরে। তখন এমনও শঙ্কা ছিল পরবর্তীতে নয়ে ছিটকে পড়ার! কিন্তু এরপর বাংলাদেশের জন্য 'সুখবর' নিয়ে আসে পাকিস্তান! ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে পাকিস্তান ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ তো হয়ই, এমনকি করে বসে আরেক কাণ্ড! কেপটাউনে ১০ উইকেটে হারা দ্বিতীয় টেস্টে স্লো বোলিং রেটের কারণে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা তো করা হয়ই, পাশাপাশি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দলটির ৫টি মূল্যবান পয়েন্টও কেটে নেওয়া হয়। ম্যাচে নির্ধারিত সময়ে কাঙ্ক্ষিত ওভার রেটের চেয়ে পাঁচ ওভার পিছিয়ে ছিল শান মাসুদের দল যা নিয়ে আম্পায়াররা ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের কাছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। পাকিস্তান অধিনায়ক দোষ স্বীকার করায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন পড়েনি। উল্লেখ্য, আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ প্লেয়িং কন্ডিশনের ১৬.১১.২ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো দল নির্ধারিত সময়ে কাঙ্ক্ষিত ওভার রেটের চেয়ে এক ওভার কম করলে ১ পয়েন্ট কাটা যাবে এবং খেলোয়াড়দের ৫% জরিমানা হবে। সব মিলিয়ে এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ১৩ পয়েন্ট কাটা গেছে পাকিস্তানের। ওই পয়েন্টগুলো গচ্ছা না দিলে পাকিস্তান শেষ অব্দি অন্তত ৮ নম্বরে থাকতে পারত, তলানিতে পড়ার লজ্জা পেতে হতো না। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে পাকিস্তানের ৫ পয়েন্ট কাটা যাওয়ার সুবাদে সাতে উঠে আসা বাংলাদেশের চূড়ান্তভাবে সেখানেই নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার পেছনেও রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে দ্বিতীয় টেস্টে হেরে যাওয়া পাকিস্তানের ভূমিকা!

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকা...

নং.	দল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র	পয়েন্ট	পয়েন্টের হার
১.	দক্ষিণ আফ্রিকা	১২	৮	৩	১	১০০	৬৯.৪৪%
২.	অস্ট্রেলিয়া	১৭	১১	৪	২	১৩০	৬৩.৭৩%
৩.	ভারত	১৯	৯	৮	২	১১৪	৫০.০০%
৪.	নিউজিল্যান্ড	১৪	৭	৭	০	৮১	৪৮.২১%
৫.	শ্রীলঙ্কা	১১	৫	৬	০	৬০	৪৫.৪৫%
৬.	ইংল্যান্ড	২২	১১	১০	১	১১৪	৪৩.১৮%
৭.	বাংলাদেশ	১২	৪	৮	০	৪৫	৩১.২৫%
৮.	ওয়েঃ ইন্ডিজ	১৩	৩	৮	২	৪৪	২৮.২১%
৯.	পাকিস্তান	১৪	৫	৯	০	৪৭	২৭.৯৮%

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন
এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মুহাম্মদ শাহ্ জামাল
মো. ফরিদুল ইসলাম

সিনেমা প্রজেকশনিষ্ট

বিকাশ তনচংগ্যা

প্রুফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

ক্রীড়াসাহিত্য বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন

ফিরে ফিরে আসে একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের এই দিনে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে জীবন উৎসর্গ করা হয়। সেই দিনটির স্মরণে সাড়ম্বরে প্রতি বছর উদযাপন করা হয় পুরো ফেব্রুয়ারি মাস। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাংলা একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'একুশের গ্রন্থমলা'। আর এই গ্রন্থমেলাকে কেন্দ্র করে প্রকাশনার জগতে রীতিমতো তোলপাড় সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের মন্থর বইয়ের বাজারে দারুণভাবে সাড়া জাগায়। অনিয়মিতরা তো বটেই, প্রতিষ্ঠিত লেখকরাও বইমেলায় নিজেদের বই প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। কত কত লেখক। কত রকম বিচিত্র বই। যদিও অধিকাংশ বই হারিয়ে যায়। তাতে নবীন লেখকরা একদমই হতোদ্যম হন না। গ্রন্থমেলায় দেখা মেলে নতুন নতুন লেখকের। বলা যায়, আমাদের সাহিত্য জগত মূলত আবর্তিত হয় বইমেলাকে কেন্দ্র করে। প্রকাশকরাও তাঁদের বই বিপণনের জন্য প্রধানত এই মেলাকে টার্গেট করেন। যদিও খুব কম লেখকেরই বই গ্রন্থমেলায় প্রত্যাশা অনুযায়ী বিক্রি হয়। তারপরও বই প্রকাশের উদ্যোগ ও উদ্যম কখনো থেমে থাকে না। অনেকেই বই না কিনলেও গ্রন্থমেলার পরিবেশ উপভোগ ও নতুন বইয়ের গন্ধের আকর্ষণে ছুটে যান। যা হোক, বইমেলাকে সামনে রেখে সৃজনশীল যে কর্মযজ্ঞ, আমাদের জাতীয় জীবনে তার একটা প্রভাব রয়ে যায়।

কিন্তু অদ্ভুত এক কারণে বইমেলা ক্রীড়াঙ্গনকে খুব বেশি উদ্দীপ্ত করতে পারে না। মেলায় ক্রীড়া বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের হার অত্যন্ত ক্ষীণ। কেন যেন খেলাধুলাকে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের অংশ মনে করা হয় না। এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, তার ফলে ক্রীড়াসাহিত্য ও ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণা মূলধারার সাহিত্যের সম্পূরক হয়ে উঠতে পারেনি। যে কারণে ক্রীড়া প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশকদের যথেষ্ট কার্পণ্য দেখা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনও পাওয়া যায় না। প্রকৃতঅর্থেই আমাদের ক্রীড়াসাহিত্য ও ক্রীড়া গবেষণার ভাণ্ডার মোটেও সমৃদ্ধ নয়। বিষয়টিকে স্বাভাবিক মনে করার কারণ নেই। ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে এ দেশের মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনার কমতি নেই। তাহলে ক্রীড়া বিষয়ক গ্রন্থের প্রতি কেন আগ্রহ থাকবে না? আসলে মানসম্মত ক্রীড়াসাহিত্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত না থাকায় সেভাবে পাঠক সৃষ্টি হচ্ছে না। ক্রীড়ালেখক ও ক্রীড়া সাংবাদিকরা এগিয়ে না আসায় ক্রীড়া প্রকাশনার বাজারে অপূর্ণতা রয়ে গেছে। অবশ্য প্রকাশকরা যদি আগ্রহ বোধ না করেন, তাহলে বই লেখার তাগিদ আসবে কোথা থেকে? লেখক ও প্রকাশক একে অপরের পরিপূরক। নানান ঘরানার, নানান মেজাজের বই যদি প্রকাশিত হতে পারে, তাহলে ক্রীড়া প্রকাশনায় কেন অনাগ্রহ থাকবে? বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

খেলাধুলাকে এগিয়ে নিতে হলে ক্রীড়া সংক্রান্ত প্রকাশনার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। ক্রীড়াবান্ধব ও ক্রীড়ামনস্ক জাতি গড়ে তুলতে ক্রীড়াসাহিত্য ও ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। খেলাধুলা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, সুস্থ ও সুন্দর জীবনবোধ গড়ে তোলার জন্য তাদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। তারা ক্রীড়াসাহিত্য ও ক্রীড়া সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণায় কার্যকর অবদান রাখতে পারে। খেলাধুলার জগত যত বিস্তৃত হচ্ছে, ক্রীড়া প্রকাশনার গুরুত্বও তত বাড়ছে। আমাদেরও এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।
e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

যুব ক্রিকেটাররা পারলে জাতীয় দল কেন পারবে না?

বাংলাদেশের ক্রিকেটে বড় সাফল্য এনেছেন যুব ক্রিকেটাররাই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল যা করতে পারেনি, অনূর্ধ্ব-১৯ যুবদল সেই অসাধ্য সাধন করেছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে বড় অর্জন ছিল পাকিস্তানের মাটিতে স্বাগতিকদের হোয়াইটওয়াশ করা। বছরের শেষ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে জয় বাংলাদেশের টেস্টে ক্রিকেটের অর্জনকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটেও ভালো খেলেছে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ গ্রুপপর্ব পেরিয়ে পরের রাউন্ডে খেলার সুযোগ পায়। বছরের একবারে শেষের দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলতে গিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাদের হোয়াইটওয়াশ করে, যা টেস্টের ন্যায় টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের অর্জনকেও ভারী করে। আর ওয়ানডেতে বিগত বছরে বাংলাদেশ নিজেকে তেমন মেলে ধরতে পারেনি। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল যখন দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয়ে ব্যস্ত, সেখানে বাংলাদেশ যুব দল বৃহত্তর টুর্নামেন্ট শিরোপা জয় করেছে।

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে শুধু ক্রিকেট নয়, যেকোনো ইভেন্টের সেরা সাফল্য ২০২০ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে শিরোপা জয়। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল এখন পর্যন্ত যেকোনো ফরম্যাটের বিশ্বকাপে ফাইনালে খেলতে পারেনি। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দৌড় ছিল ২০১৫ বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত। সেই বিশ্বকাপেই বাংলাদেশ প্রথমবার বিশ্বকাপ নক আউট পর্বে খেলেছিল। আইসিসি কর্তৃক আয়োজিত কোনো টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাফল্য ছিল ২০১৭ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেমিফাইনালে খেলা। অন্যদিকে বাংলাদেশ যুব দল ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যেকোনো পর্যায়ের বৈশ্বিক ক্রীড়ায় বাংলাদেশের এটাই প্রথম শিরোপা লাভ। এর আগেও ২০১৬ সালে বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে খেলেছিল। বিশ্বকাপ নয়, এশিয়া কাপে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের চেয়ে সফল বাংলাদেশ যুব দল। বাংলাদেশ প্রথমবার এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলেছে ২০১২ সালের একাদশ এশিয়া কাপে। এরপরও বাংলাদেশ দুইবার এশিয়া কাপের ফাইনালে খেলেছে। মোট তিনবার এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলেও বাংলাদেশ একবারও শিরোপা ছুঁতে পারেনি। এশিয়া কাপে তীরে এসে তরি ডোবা যেন বাংলাদেশের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশ যুব এশিয়া কাপে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে প্রথমবার এই টুর্নামেন্ট জয় আর ২০২৪ সালে ভারতকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার এশিয়া সেরা হয়।

যুব দলের খেলা ক্রিকেটাররা পরবর্তী সময়ে জাতীয় দলে খেলবে, এমন প্রত্যাশা নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আইসিসি টুর্নামেন্টে আয়োজন করে। বাংলাদেশ যুব দলের খেলা অনেক ক্রিকেটারই পরবর্তী সময়ে জাতীয় দলে খেলেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি যুব দলের খেলা ক্রিকেটার জাতীয় দলের খেলার সুযোগ পেয়েছে। যুব ক্রিকেটাররা অনেকগুলো আন্তর্জাতিক শিরোপা এনে দেশের ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তী সময়ে তারা জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করে দেশের ক্রিকেটকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত যুব ক্রিকেটাররাই আইসিসি কর্তৃক আয়োজিত বৃহৎ কোন টুর্নামেন্টের শিরোপা আনতে পেরেছে। যুব ক্রিকেটারদের ন্যায় জাতীয় দলের ক্রিকেটাররাও উঁচু করে ধরবে আইসিসির কোনো ট্রফি, এমনটাই প্রত্যাশা বাংলাদেশ জাতীয় দলের কাছে।

তোহা বকর
প্রবাহ ভবন (টি এন্ড টি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত)
উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/ বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

কোচিংয়ে নতুন অধ্যায় শুরু জামাল ভূঁইয়ার

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া, যিনি দীর্ঘদিন ধরে দেশের ফুটবলকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন, এবার নতুন পথে পা রাখতে যাচ্ছেন। ফুটবল খেলার পাশাপাশি কোচিং লাইসেন্স কোর্স করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই তারকা মিডফিল্ডার। জামাল নিশ্চিত করেছেন যে, তাঁর খেলোয়াড়ি জীবন এখনো শেষ হয়নি, তবে তিনি এখন থেকেই কোচিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ফুটবল তারকা, যিনি খেলোয়াড়ি জীবনে অসাধারণ সফলতা অর্জন করেছেন। জাতীয় দল এবং ক্লাব ফুটবলে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও খেলার প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁকে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে আলাদা জায়গা দিয়েছে। বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় দল আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে। মাঠে তাঁর নিবেদন, তাঁর নেতৃত্বগুণ এবং মাঠের বাইরে প্রফেশনালিজম তাঁকে দেশের ফুটবল অঙ্গনে এক অন্যতম আইকন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জামাল জানিয়েছেন, তিনি শুধু খেলার মাঠেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না, তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে কোচিং। কোচিং লাইসেন্স কোর্স করবেন এবং ফুটবল কোচ হিসেবে নতুন এক অধ্যায় শুরু করবেন। তিনি শিগগিরই আন্তর্জাতিক মানের কোচিং লাইসেন্স কোর্সে ভর্তি হতে যাচ্ছেন। এই কোর্স তাঁকে কোচ হিসেবে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদান করবে, যা তাঁকে ফুটবল কোচ হিসেবে সফল হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে। জামাল ভূঁইয়ার কোচিংয়ের প্রতি আগ্রহ তাঁর ফুটবল জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করবে। তাঁর এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের ফুটবল আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। জামালের মতো একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের কোচিংয়ে আসা দেশের ফুটবলের জন্য এক বিশাল শক্তি হতে পারে। তাঁর কোচিং ক্যারিয়ার নিশ্চয়ই দেশের ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। ফুটবল মাঠে তাঁর অবদান যেমন স্মরণীয় থাকবে, তেমনি কোচ হিসেবে তাঁর পথচলা দেশের ফুটবল ইতিহাসে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

সাফায়েত আহম্মেদ রাব্বি
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৪২১

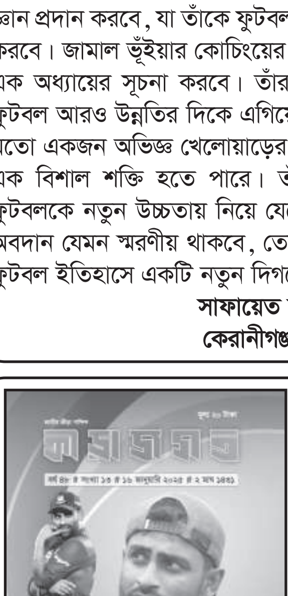

১৬ জানুয়ারি ২০২৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ

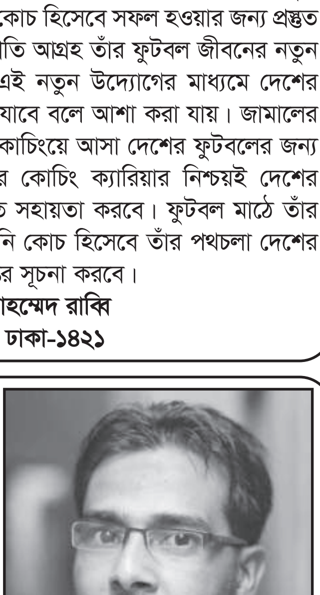

৪৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক
মোহাম্মদ রাসেদুল আলম (রাসেল)

বিপিএলে স্থিতিশীলতা নেই কেন?

'উপরে ফিটফাট, ভেতরে সদরঘাট'-প্রচলিত একটি প্রবাদ। সাধারণভাবে বাহ্যিক চাকচিক্যময়তা আর ভেতরের অগোছালো, অব্যবস্থাপনা বা অনিয়মকে বোঝানো হয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) নিয়ে যেন এটি চিরন্তন ও অপ্রিয় সত্য। ফ্রাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি অতিক্রম করেছে ১৩ বছর। গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে একাদশ বিপিএল। জনপ্রিয় এই টুর্নামেন্টের নিত্য সঙ্গী বিতর্ক। আর্থিক নীতিমালা না থাকায় দলগুলোর ভেতর থাকছে না ভারসাম্য। যার ফলে এক যুগেরও বেশি পেরিয়ে এসেও ফ্রাঞ্চাইজি এই টুর্নামেন্টে থাকছে না স্থিতিশীলতা ও প্রত্যাশিত গ্রহণযোগ্যতা। বিশ্বের সব ফ্রাঞ্চাইজি লিগে দীর্ঘ মেয়াদে মালিকানা দেওয়া হলেও একেবারে ব্যতিক্রম বিপিএল। দলগুলোর নাম ও মালিকানা পরিবর্তনের পরিবর্তন যেন কেবল মিউজিক্যাল চেয়ারের সঙ্গেই তুলনীয়। নাম বদলের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা। এবারের বিপিএলেও দলটি নতুন নামে আবির্ভূত হয়েছে। ঢাকার নামে সর্বাধিক সাতবার এসেছে পরিবর্তন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিলেট ভিন্ন ভিন্ন ছয় মালিকানায় খেলেছে। তাদের নামে পরিবর্তন এসেছে ছয়বার। এ ছাড়া রাজশাহী চারবার নাম পরিবর্তন করেছে। ঠিক একইভাবে চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশালের তিনবার করে পাল্টেছে মালিকানা ও নাম। কুমিল্লা ও রংপুরের দুইবার করে এসেছে নামের পরিবর্তন। অন্যদিকে এই বিপিএলেও হয়েছে নতুন নাম ও মালিকানায় দুই দলের আত্মপ্রকাশ।

খেলোয়াড়দের পাওনা বকেয়া, ম্যাচ পাতানোর কেলেঙ্কারি, নানা অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনায় বারবার সমালোচনার মুখে পড়েছে বিপিএল। ফ্রাঞ্চাইজি ব্যবসায়িক তত্ত্ব অনুপস্থিত। অনেকে না বুঝেই বিপিএলের দল চালানোর অতীত ইতিহাস রয়েছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাও কোন দলের নেপথ্যে ছিল। ১০টি বিপিএল পেরিয়ে গেলেও আর্থিক মডেল যেমন দাঁড়ায়নি, ঠিক তেমনি খেলোয়াড় তৈরির সংস্কৃতিও অনুপস্থিত। বেশির ভাগ দলেরই নিজস্ব অবকাঠামো নেই। টুর্নামেন্টের মাস দেড়েক সময়ের বাইরে থাকে না কার্যক্রম। প্রতিভা অন্বেষণের উদ্যোগ না থাকাটা বিপিএলের জন্য বেশ হতাশাজনক। টুর্নামেন্টে বারবার চলেছে ভাঙা-গড়ার খেলা, খেলোয়াড়দেরও ঠিকানা বদলেছে বারবার। বিপিএলে পেশাদারত্বের ছাপে রয়েছে অভাব। ড্রাফটের বাইরে খেলোয়াড়দের সরাসরি চুক্তির ব্যবস্থা রাখা অনেকটা মাছের বাজারে দামাদামির মতোই। বিপিএলের পর অনেক ফ্রাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট চালু হয়ে সেগুলো বিভিন্ন দিক থেকে বিপিএলকে অতিক্রম করেছে। শীর্ষ কিংবা মাঝারি মানের ক্রিকেটারদের পছন্দের অগ্রাধিকার থাকে বিপিএলে। অন্যদিকে একই সময়ে একাধিক লিগ চলার কারণে বাংলাদেশে আসতে নামীদামি ক্রিকেটাররা আগ্রহ দেখান না। বেহাল ১০-এর কারণে বৈশ্বিক দর্শককুলেও টুর্নামেন্টটি খুব একটা দেখার আগ্রহ নেই। ব্যবস্থাপনার অভাবে বিপিএল কোনো ব্র্যান্ড হয়ে উঠতে পারেনি। বিদেশি ক্রিকেটারদের কাছেও হয়ে উঠতে পারেনি আকর্ষণীয় টুর্নামেন্ট। বিপিএলের দলগুলোর গড়ে উঠেনি কোনো পরিচিতি ও মার্কেট ভ্যালু, হয়নি কোনো সমর্থক গোষ্ঠী। বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নতুন বিসিবির তত্ত্বাবধানে বিপিএল নিয়ে অনেকেই আশাবাদী। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে আমেজ আনতে বিসিবির আয়োজনে রাখা হয়েছে অনেক পরিবর্তন। ১১টি বিপিএল-এর ৮টি দল ৩০ নাম ধারণ করে অংশ নিয়েছে। দলগুলোতে নামের বৈচিত্র্য থাকলেও টুর্নামেন্টটিতে থাকতে হবে সার্থকতা। সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে দেশের ক্রিকেটারদের পাশাপাশি বিদেশি ক্রিকেটারদেরও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছাতে হবে। সবকিছুর উর্ধ্বে বিপিএলের উদ্দেশ্য হতে হবে যেন বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেটের উন্নতি করতে পারে। শুধু নিয়মিতভাবে বিপিএল আয়োজনই নয়, বরং জাতীয় ক্রিকেটের স্বার্থে বিপিএলকে করতে হবে সঠিক ও স্বার্থক।

তোহা বকর, প্রবাহ ভবন (টি এন্ড টি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া।

৪৮ বর্ষ ১২ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক
খাদিজাতুল কোবরা (তারিন)

তামিম ইকবালের বাংলাদেশ অধ্যায় শেষ

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সফল সেরা ব্যাটসম্যান এবং বাঁহাতি ওপেনার তামিম ইকবাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ৯ জানুয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। এই ঘোষণা দেশের ক্রিকেট অঙ্গনসহ ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। তামিম ইকবাল, যিনি বাংলাদেশের ক্রিকেটে 'রানমেশিন' নামে পরিচিত, তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে। নিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই ভারতীয় বোলিং আক্রমণকে তছনছ করে দিয়ে জাতীয় দলে জায়গা পাকাপোক্ত করেন। টেস্ট, ওডিআই এবং টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট মিলিয়ে তামিম বাংলাদেশ দলের হয়ে ১৫ হাজারের অধিক আন্তর্জাতিক রান সংগ্রহ করেছেন। তামিম ইকবালের অবসর ঘোষণাটি এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, যখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড চ্যাম্পিয়নস লিগ ২০২৫ এর জন্য দল ঘোষণা করবে। তাঁর অবসরের কারণ হিসেবে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের ওপর ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার জন্য সহজ ছিল না। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয়। কিন্তু সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়ার'। তামিম ইকবালের ক্যারিয়ার শুধুই পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর সাহসী ব্যাটিং পারফরম্যান্স, দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের সেরাটা দেওয়ার মানসিকতা তাকে আলাদা করেছে। তামিম ছিলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটসম্যান, যিনি ওয়ানডেতে ৮০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্স বাংলাদেশের ক্রিকেটকে অনেক অনেক জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তামিম ইকবালের অবসর বাংলাদেশের ক্রিকেটে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। তাঁর অভাব পূরণ করতে নতুন প্রজন্মের ওপেনারদের সামনে বড় দায়িত্ব পড়বে। তবে তামিম তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন একটি অনুপ্রেরণার গল্প, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। অদূর ভবিষ্যতে কোনো এক সময় তামিম ইকবাল হয়তো ব্যাট-প্যাড গুটিয়ে রাখবেন, কিন্তু তাঁর নাম চিরদিন থেকে যাবে বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায়। ক্রিকেটপ্রেমীরা বিশ্বাস করে, অবসরের পরও তামিম ইকবাল কোনো না কোনোভাবে এ দেশের ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। তামিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য রইল শুভকামনা।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

ক্রিকেট ও আমরা

সম্প্রতি ভারতের কাছে বাংলাদেশের পরাজয় হলো। খেলায় হারজিত আছে থাকবে। দুইভাবে পরাজিত হয়ে। বিনা যুদ্ধে অসহায় আত্মসমর্পণ। বাঘ-মহিষে তুমুল লড়াই করে হতাশার পরাজয়। সাবেক প্রশিক্ষক হাথুরুসিংরে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সিনিয়র জুনিয়রদের দ্বন্দ্ব, প্রতিটি সিরিজে আলোচনা কম-বেশি থাকবেই এটাই ছিল তাঁর মূলনীতি। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি তিনটি ভিন্ন ফরম্যাটে খেলা। খেলোয়াড়দের মাঝে তিনি সেভাবে উপস্থাপনা করতে পারেননি। খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিল না টিম স্পিরিট, জয়ের নেশা প্রতিপক্ষের রণকৌশল মোকাবিলা করা। দীর্ঘদিন পর নিউজিল্যান্ডের কাছে ডাবল ধোলাই হলো ভারত। আইসিসি ট্রফি জয়ের পর বাংলাদেশের এক নম্বর জনপ্রিয় খেলা হয়ে ওঠে ক্রিকেট। একবার ঘরোয়া ক্রিকেটে খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন জনৈক কর্মকর্তা হেলিকপ্টার যোগে মাঠে প্রবেশ করেন। আরেকবার বিপিএল চলাকালীন জনৈক কর্মকর্তা সাইড লাইনে বসে প্রকাশ্যে ধুমপান করে। পাকিস্তান আমল হতে আমরা ক্রিকেটে কম-বেশি পরিচিত। এমন দুঃসাহসী কোনো কর্মকর্তাই দেখাননি। অথচ প্রতিটি মিডিয়ায় এই দুই বিষয়ে সমালোচনা করেছিল। একজন খেলোয়াড় যত বড় মাপের খেলোয়াড় হোক না কেন মাঠে এসে স্ট্যাম্প উঠিয়ে ফেলতে পারে না, আম্পায়ারদের সাথেও অশোভন আচরণ করতে পারেন না। একজন খেলোয়াড় কি বছরের পর বছর খেলেই যাবে? নতুনরা কি সুযোগ পাবে না?

মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক
ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।

টাইগ্রেসদের লক্ষ্যপূরণ হলো না

মো. মাহবুবুর রশিদ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথমবার ম্যাচ জয়ের স্বাদ পেলেও ওয়ানডে সিরিজ হেরে যাওয়ায় সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের

ওয়ানডে সিরিজ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। উদ্দেশ্য ছিল আগামী বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। কিন্তু অল্পের জন্য টাইগ্রেসদের স্বপ্নপূরণ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে ক্যারিবীয় মেয়েরা। প্রথম ম্যাচে বাজেভাবে হারার পর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে এনেছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। কিন্তু 'ফাইনালে' পরিণত হওয়া তৃতীয় ম্যাচে তারা পাত্তাই পায়নি। সিরিজ হারের কারণে আগামী নারী বিশ্বকাপের মূল পর্বে নাম লেখাতে বাছাইপর্বের বৈতরণী পেরুতে হবে বাংলাদেশকে। মূলত ব্যাটারদের ব্যর্থতার কারণেই বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বোলারদের অসাধারণ দৃঢ়তার সুবাদেই দ্বিতীয় ম্যাচে এসেছে একমাত্র জয়টি। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দলের বিপক্ষে এই প্রথম জয়ের মুখ দেখেছে টাইগ্রেসরা। সেই 'সান্ত্বনা' নিয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে কতটা কি করতে পেরেছে বাংলাদেশের মেয়েরা, তা নিশ্চয় এতদিনে সবার জানা হয়ে গেছে।

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি উভয় সিরিজের ভেন্যু ছিল সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্ক। প্রথম ওয়ানডেতে টসে জিতে বাংলাদেশ নারী দলকে শুরুতে ব্যাটিংয়ে পাঠায় স্বাগতিকরা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোর কারণে পুরো পঞ্চাশ ওভার খেলতে পারলেও ৯ উইকেটে ১৯৮ রানের বেশি করতে পারেনি সফরকারীরা। ওয়ানডাউনে নামা শারমিন আক্তার (৭০ বলে ৪২), ওপেনার মুর্শিদা খাতুন (৫৩ বলে ৪০) ও সোবহানা মোস্তারি (৫০ বলে ৩৫); তিনজনই উইকেটে সেট হয়েও যেমন ইনিংস বড় করতে পারেননি, তেমনি একটু মেরে খেলে দলীয় ইনিংসে গতিও আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। ৩৮ বলে ২৯ রান করা স্বর্ণা আক্তার তবু চেষ্টা করেছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার দিন্দ্রা ডটিন ৪০ রান খরচে ৩টি এবং পেসার আলিয়াহ এলাইনে ও অফস্পিনার হেইলি ম্যাথিউজ ২টি করে উইকেট পান। জবাবে বাংলাদেশের বোলারদের অনায়াসে মোকাবিলা করে ৯ উইকেট ও ১৮.২ ওভার হাতে রেখে হেসেখেলেই জয়ের বন্দরে নোঙ্গর করে ক্যারিবীয় নারী দল। উদ্বোধনী জুটিতে ১৬৩ রান তুলে ম্যাচটা একতরফা বানিয়ে ফেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওপেনার। কুইয়ানা জোসেফ ৭০ রানে আউট হলেও হেইলি ম্যাথিউজ অপরাজিত ছিলেন ১০৪ রানে। বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র উইকেটটি নেন লেগ স্পিনার রাবেয়া খান।

প্রথম ম্যাচে ১৯৮ রানের পুঁজি নিয়েও যেখানে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশের বোলাররা, সেই একই মাঠে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১৮৪ রানের সম্বল নিয়ে আর কি-ইবা করতে পারবে তারা? ইনিংস বিরতিতে যারা হতাশ হয়ে আর খেলা দেখার দরকার মনে করেননি, তারা সকালে উঠে নিগার সুলতানাদের জয় দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন। আসলে বাংলাদেশের বোলার-ফিল্ডাররা সম্মিলিতভাবে ঝলসে উঠে তবেই অসম্ভবকে সম্ভব করে ছিনিয়ে এনেছেন জয়। ১৮৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ১ উইকেটে ৩৯ রানের পর আর সেভাবে জেতার সম্ভাবনাই জাগাতে পারেনি ক্যারিবীয় মেয়েরা। ১১ রানে ওপেনিং জুটি ভাঙ্গার পর দ্বিতীয় উইকেটে ২৮ রান, পরবর্তীতে বাংলাদেশের বোলাররা স্বাগতিকদের বলার মতো আর কোনো পার্টনারশিপ গড়তে না দিয়ে অলআউট করে দেয় ১২৪ রানে। তখনো অক্ষত থেকে যায় ১৫ ওভার! সর্বোচ্চ ২৮ রান আসে উইকেটকিপার ব্যাটার সেমাইন ক্যাম্পবেলের ব্যাট থেকে, দশ নম্বরে নামা চেরি-অ্যান ফ্রেজার অপরাজিত ছিলেন ১৮ রানে, ওপেনার হেইলি ম্যাথিউজ করেন ১৬, পেসার আলিয়াহ এলাইনে ১৫ এবং ক্রিসমা রামহারাক ১৩। বাংলাদেশের প্রত্যেক বোলারই ভালো বল করেছেন। পেসার মারুফা আক্তার ও দুই লেগ স্পিনার রাবেয়া খান ও ফাহিমা খাতুন; তিনজনই তুলে নেন ২টি করে উইকেট। সবচেয়ে সফল ছিলেন নাহিদা আক্তার। বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ বাঁহাতি স্পিনার ১০ ওভারে ৩১ রান দিয়ে ৩ উইকেট শিকারের সুবাদে পান প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। এর আগে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ৪৮.১ ওভারে ১৮৪ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। একপ্রান্ত আগলে রেখে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। টাইগ্রেস অধিনায়কের ১২০ বলের ধৈর্যশীল ইনিংসে ছিল ৫টি বাউন্ডারি। চতুর্থ উইকেটে নিগার ও সোবহানা মোস্তারির (২৩) ৬৬ বলে ৫১ রানের জুটিতে চাপ

বাংলাদেশকে জিতিয়ে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পান বাঁ-হাতি স্পিনার নাহিদা আক্তার

সামলানোর ভিত খুঁজে পায় বাংলাদেশ। স্বর্ণা আক্তার (২১), ফারজানা হক (১৮), মুর্শিদা খাতুন (১২) ও শারমিন আক্তারের (১১) ছোট ছোট ইনিংসগুলো বাংলাদেশকে লড়াইয়ের পুঁজি এনে দিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। অফস্পিনার ক্রিসমা রামহারাক ৪টি এবং পেসার আলিয়াহ এলাইনে ৩টি উইকেট দখল করেন। ৬০ রানের দাপুটে জয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখে বাংলাদেশের মেয়েরা।

ম্যাচটা জিতলেই সরাসরি বিশ্বকাপে, এমন সমীকরণে খেলতে নেমে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়ে ১ উইকেটে ৬৮ রান তুলে বড় সংগ্রহের ইঙ্গিত দিয়েছিল বাংলাদেশ নারী দল। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটিতেই ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে বাজে প্রদর্শনী মেলে ধরলেন নিগার সুলতানারা। হঠাৎ করে তালগোলপাকানো ব্যাটিংয়ে নেমে আসে চরম বিপর্যয়, ৫০ রানে পতন ঘটে শেষ ৯ উইকেটের। ১০৭/৪ থেকে ১১৮/১০-এর মধ্যে ১১ রান যোগ করতেই 'নাই' হয়ে যায় শেষ ৬ উইকেট! বাংলাদেশের শেষ ৬ ব্যাটারের মধ্যে তিনজনই মেরেছেন 'ডাক', শেষ ৫ ব্যাটার মিলে করেছেন সাকুল্যে ১ রান! সব মিলিয়ে দুই অংকের কোটায় যেতে পেরেছেন কেবল ৪ জন- শারমিন আক্তার (৩৭), সোবহানা মোস্তারি (২৫), ফারজানা হক (২২) ও নিগার সুলতানা (১১)। বাংলাদেশের ব্যাটিং ব্যর্থতার খতিয়ান সমৃদ্ধ করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন ক্যারিবীয় অফস্পিনার ক্রিসমা রামহারাক (৬.৫-০-১২-৪) ও বাঁহাতি স্পিনার জাইদা জেমস (৭-২-১৫-২)। ১১৯ রানের মামুলি টার্গেট চেজ করতে নেমে জয় নিশ্চিত করতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে খেলতে হয় ২৭.৩ ওভার এবং হারাতে হয় ২ উইকেট। কুইয়ানা জোসেফ ৩৯ ও হেইলি ম্যাথিউজ ২২ রানে আউটের পর সেমাইন ক্যাম্পবেল ও দিন্দ্রা ডটিন অপরাজিত ছিলেন যথাক্রমে ২৫ ও ৩৩ রানে। মারুফা আক্তার ও নাহিদা আক্তার ১টি করেন উইকেট নেন।

এক নজরে ৩টি ওয়ানডের ফল...

- **প্রথম ওডিআই :** বাংলাদেশ ১৯৮/৯ (৫০), ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০২/১ (৩১.৪), ফল- ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দল ৯ উইকেটে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- হেইলি ম্যাথিউজ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
- **দ্বিতীয় ওডিআই :** বাংলাদেশ ১৮৪/১০ (৪৮.৫), ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১২৪/১০ (৩৫), ফল- বাংলাদেশ নারী দল ৬০ রানে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- নাহিদা আক্তার (বাংলাদেশ)
- **তৃতীয় ওডিআই :** বাংলাদেশ ১১৮/১০ (৪৩.৫), ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১২২/২ (২৭.৩), ফল- ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দল ৮ উইকেটে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- ক্রিসমা রামহারাক (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

* তিনটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হয়েছে সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে

অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন, বাংলাদেশ সপ্তম

সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার টিকিট কাটার খুব কাছাকাছি গিয়েও স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল বাংলাদেশি মেয়েদের। ২৪ ম্যাচে ৮ জয় ও ১১ হারে (টাই ১, ফলহীন ৪) ২১ পয়েন্ট নিয়ে শেষ পর্যন্ত সপ্তম স্থান পেয়ে টাইগ্রেসরা শেষ করলো এবারের উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ। নিউজিল্যান্ডের পয়েন্টও বাংলাদেশের সমান ২১, কিন্তু নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় ষষ্ঠ হয়েছে কিউই মেয়েরা। অন্যদিকে এবার নিয়ে টানা তৃতীয়বার (২০১৪-২০১৬, ২০১৭-২০২০, ২০২২-২-০২৫) মেয়েদের আইসিসি চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে অস্ট্রেলিয়া।

এ বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ৮ দলকে নিয়ে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ত্রয়োদশ আসর। যেখানে স্বাগতিক ভারতসহ সম্প্রতি শেষ হওয়া তৃতীয় আইসিসি উইমেন'স চ্যাম্পিয়নশিপের শীর্ষ ছয়টি দল সরাসরি খেলবে। বিশ্বকাপের টিকিট কাটা দলগুলো হলো- অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড। ওই তালিকায় অল্পের জন্য নাম লেখাতে ব্যর্থ হলো টাইগ্রেসরা। তবে নিগার সুলতানাদের সুযোগ পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। বিশ্বকাপের আগে ভারতেই অনুষ্ঠিত হবে ৬ দলের বাছাইপর্ব, যেখান থেকে সেরা ২টি দল মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। ছয় দলের ওই বাছাইপর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও থাইল্যান্ডের মেয়েদের মোকাবেলা করতে হবে বাংলাদেশকে।

নারী চ্যাম্পিয়নশিপে দলগুলোর চূড়ান্ত অবস্থান...

১. **অস্ট্রেলিয়া :** ম্যাচ ২৪, জয় ১৮, হার ৩, ফলহীন ৩, পয়েন্ট ৩৯, নেট রানরেট ২.১৩০

২. **ভারত :** ম্যাচ ২৪, জয় ১৮, হার ৫, টাই ১, পয়েন্ট ৩৭, নেট রানরেট ১.০৫৮

৩. **ইংল্যান্ড :** ম্যাচ ২৪, জয় ১৫, হার ৭, ফলহীন ২, পয়েন্ট ৩২, নেট রানরেট ১.৪৩৬

৪. **দক্ষিণ আফ্রিকা :** ম্যাচ ২৪, জয় ১২, হার ১১, ফলহীন ১, পয়েন্ট ২৫, নেট রানরেট ০.২৩০

৫. **শ্রীলঙ্কা :** ম্যাচ ২৪, জয় ৯, হার ১১, ফলহীন ৪, পয়েন্ট ২২, নেট রানরেট -০.১০৭

৬. **নিউজিল্যান্ড :** ম্যাচ ২৪, জয় ৯, হার ১২, ফলহীন ৩, পয়েন্ট ২১, নেট রানরেট ০.১২৯

৭. **বাংলাদেশ :** ম্যাচ ২৪, জয় ৮, হার ১১, টাই ১, ফলহীন ৪, পয়েন্ট ২১, নেট রানরেট -০.৬৭৮

৮. **ওয়েস্ট ইন্ডিজ :** ম্যাচ ২৪, জয় ৮, হার ১৪, ফলহীন ২, পয়েন্ট ১৮, নেট রানরেট -১.১২৬

৯. **পাকিস্তান :** ম্যাচ ২৪, জয় ৮, হার ১৫, ফলহীন ১, পয়েন্ট ১৭, নেট রানরেট -০.৬১৩

১০. **আয়ারল্যান্ড :** ম্যাচ ২৪, জয় ৩, হার ১৯, ফলহীন ২, পয়েন্ট ৮, নেট রানরেট -২.১৯৩

অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির ৬৮ রান দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের লড়াইয়ের পুঁজি গড়তে বড় ভূমিকা রেখেছে

মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার সিক্স থেকেই বিদায় নিয়েছে জুনিয়র টাইগ্রেসরা...

বাংলাদেশের মেয়েদের স্বপ্নভঙ্গ

মো. রেজাউল হক

ভালো কিছুর আশায় অনূর্ধ্ব-১৯ উইমেন্স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশের মেয়েরা। সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্যের কথা না জানালেও দলের প্রধান কোচ সারওয়ার ইমরান ও অধিনায়ক সুমাইয়া আক্তারের চোখ ছিল নকআউট পর্বে খেলার দিকে। কিন্তু মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ১৬ দলের এবারের আসরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের। গ্রুপ পর্বের গণ্ডি পেরিয়ে সুপার সিক্সে উঠতে পারলেও সেখানেই থেমে যায় মিশন। ফলে শেষ চারে খেলা হলো না জুনিয়র টাইগ্রেসদের। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত টুর্নামেন্টের প্রথম আসরেও নেট রান রেটের খাড়ায় পড়ে সুপার সিক্সের গণ্ডিতে আটকে গিয়েছিল বাংলাদেশ।

বোলাররা তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন ভালো কিছু করতে। কিন্তু ব্যাটিংই ভুগিয়েছে বাংলাদেশকে। মূলত ব্যাটারদের চরম ব্যর্থতার কারণেই লক্ষ্যপূরণ হয়নি জুনিয়র টাইগ্রেসদের। বড় কোনো দলকে তো হারানো যায়নি, এমনকি ছোট দলগুলোর বিপক্ষে জিততেও রীতিমতো 'জান' বেরিয়ে গেছে। অবশ্য মূল আসরে নামার আগে বাংলাদেশের প্রস্তুতি পর্ব বেশ ভালোই হয়েছিল। ডিসেম্বরে এশিয়া কাপের ফাইনালে খেলেছিল তারা। এরপর শ্রীলঙ্কা সফরে স্বাগতিকদের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর উপর্যুপরি জয়ে চার ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ড্র রাখতে সমর্থ হয়েছিল বাংলাদেশের মেয়েরা। পরবর্তীতে বিশ্বকাপের অফিসিয়াল প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশি মেয়েরা আবারও শ্রীলঙ্কাকে হারায় এবং দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে 'টাই' করার পর সুপার ওভারে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে। কিন্তু বিশ্বকাপের 'আসল লড়াইয়ে' মোটেই সুবিধা করতে পারেনি জুনিয়র টাইগ্রেসরা।

প্রতিপক্ষ দুর্বল নেপালের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ফেবারিট ছিল বাংলাদেশের মেয়েরাই। সুমাইয়া আক্তারের দলের জয়টা এসেছে ৫ উইকেটে। কিন্তু মাত্র ৫৩ রান তাড়া করতে নেমে ১৩.২ ওভার পর্যন্ত খেলে যেভাবে ৫ উইকেট হারাতে হয়েছে, তখনই স্পষ্ট হয়েছিল শক্তিশালী দলের বিপক্ষে কেমন করবেন বাংলাদেশের ব্যাটাররা। সকাল সঠিকভাবেই দিনের পূর্বাভাস দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। মালয়েশিয়ার বাঙ্গি ক্রিকেট ওভালে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং বেছে নেয় বাংলাদেশ। ইনিংসের শুরু থেকেই বোলাররা উইকেট তুলে নিতে শুরু করলে ৩০ রানেই নেপাল হারায় ৫ উইকেট। এর মধ্যে একটি ছিল অধিনায়ক পূজা মাহোতার, নেপালকে বিশ্বকাপ পর্যন্ত নিয়ে আসার পেছনে যাঁর ছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকা। নেপালের এই মূল ব্যাটার ব্যক্তিগত ২ রানে হন রান আউট। শেষ পর্যন্ত ১৮.২ ওভার খেলতে পারলেও বাংলাদেশের বোলার-ফিল্ডারদের দাপটে ৫২ রানেই আটকে যায় নেপালের ইনিংস। ওপেনার সানা প্রভিন (১৯) ও সীমানা কেসি (১০) ছাড়া দলটির আর কোনো ব্যাটার দুই অংকের কোটায় যেতে পারেননি। বাংলাদেশের হয়ে ২টি উইকেট নেন জান্নাতুল মাওয়া এবং ১টি করে নিশিতা আক্তার, ফাহমিদা ছোঁয়া ও মোসাম্মত আনিসা। চেজ করতে নেমে শুরুতে বাংলাদেশকেও বেশ বেগ পেতে হয়। ১১ রানের মধ্যেই ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া দলকে উদ্ধারে এগিয়ে আসে সাদিয়া ইসলাম (২৪ বলে ১৬) ও অধিনায়ক সুমাইয়া আক্তারের (২৪ বলে ১২) মধ্যকার চতুর্থ উইকেটে ২১ রানের জুটি। নয় রানের ব্যবধানে দু'জনই আউট হলেও এরপর দলকে জয়ের বন্দরে ভেড়ান আফিয়া আসিমা ও জান্নাতুল মাওয়া। ৪০ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয়ে রাঙানো শুভ সূচনা করে জুনিয়র টাইগ্রেসরা।

মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের গত আসরে অস্ট্রেলিয়াকে ৭ উইকেটে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এবার পারেনি টাইগ্রেসরা, অবশ্য অল্প পুঁজি নিয়েও বোলারদের কল্যাণে কাঁপিয়ে দিতে সমর্থ্য হয়েছে অজি মেয়েদের। দ্বিতীয় ম্যাচে টসে হেরে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ ওপেনিংয়ে ১৬ রান তোলার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে সাকুল্যে করতে পারে ৯ উইকেটে ৯১ রান। সাতে নামা আফিয়া আসিমা রানআউট হওয়ার আগে ৩৪ বলে করেন সর্বোচ্চ ২৯ রান। এ ছাড়া ১৩ রান আসে সুমাইয়া আক্তারের ব্যাট থেকে। এই দু'জন ছাড়া অন্য সব ব্যাটারই আউট হন এক অঙ্কের কোঠায়। অস্ট্রেলিয়ার কেইমহি ব্রে, ইলিনর লারোসা ও টিগান উইলিয়ামসন ২টি করে উইকেট পান। রান তাড়ায় দুই ওপেনারের কাছ থেকে ও ওভারের মধ্যেই ২৬ রান পেয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ৯ বলে ২ চার ১ ছয়ে ১৪ রান করা ইনেস ম্যাকিওনের রানআউটে অস্ট্রেলিয়ার রানের গতি কমে এলেও ওই ১ উইকেটেই ৫০ রানে পৌঁছে যায় দলটি। এরপর জান্নাতুল মাওয়া কেটি পেলেকে (১৬) ক্যাচ আউট করলে ম্যাচে ফিরতে শুরু করে বাংলাদেশ। ৫০/১ থেকে ৬৭/৬, মাঝে ১৬ রান যোগ করতেই আরও ৫ উইকেট হারিয়ে কাঁপতে শুরু করে অজি মেয়েরা। সাতে নামা এলা ব্রিসকো একপ্রান্ত আগলে রেখে দলকে এগিয়ে নিলেও ৮৬ রানে অষ্টম উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। শেষ দুই ওভারে ২ উইকেট হাতে নিয়ে ৫ রান দরকার ছিল তাদের। ফাহমিদা ছোঁয়ার করা ১৯তম ওভারে আসে ৪ রান এবং শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে এক রান নিয়ে ২ উইকেটের কষ্টসাধ্য জয় নিশ্চিত করে অজি মেয়েরা। অধিনায়ক লুসি হ্যামিল্টন করেন সর্বাধিক ৩০ রান এবং এলা ব্রিসকো অপরাজিত ছিলেন ১১ রানে। বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন জান্নাতুল মাওয়া, ৪ ওভারে ১৫ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট।

গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ১৭ রানে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পর 'ডি' গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে সুপার সিক্সের টিকিট কাটে বাংলাদেশ। সুমাইয়া আক্তার (অপরাজিত ২৮), আফিয়া আসিমা (২১), জুয়াইরিয়া ফেরদৌস (২০) ও ফাহমিদা ছোঁয়ার (১৪) ছোট ছোট সম্মিলিত অবদানে ৯ উইকেটে ১২০ রানের চ্যালেঞ্জিং টোটাল সেট করে জুনিয়র টাইগ্রেসরা। ২টি করে শিকার ধরেন স্কটল্যান্ডের নাইমা শেখ ও মাইসিয়ে মাসেইরা। ১২১ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে প্রথম ৪ ওভারে বিনা উইকেটে ১৯ রান তুলে ফেললেও এরপর চার বলের ব্যবধানে দুই ওপেনারকে হারিয়ে

মূলত ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের চরম ব্যর্থতার কারণেই দলের লক্ষ্যপূরণ হয়নি

বিপদে পড়ে স্কটল্যান্ড। ইমা ওয়ালসিংহামকে (১১) আউট করেন আনিসা আক্তার, পিপা কেলি (৮) হন রানআউট। তৃতীয় উইকেটে ৫০ রানের জুটি গড়ে দলকে টেনে তোলেন পিপা স্প্রাউল (৪৩) ও অধিনায়ক নিয়াম মুইর (২২)। হাবিবা ইসলামের বলে নিয়াম যখন ব্যক্তিগত ২২ রানে ফেরেন, তখন স্কটল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল ৩২ বলে ৫৩ রান। এই জুটি ভাঙার পর বল-রানের সমীকরণ মেলানোর কোনো সম্ভাবনাই তৈরি করতে না পেরে স্কটিশ মেয়েরা থেমে যায় ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৩ রানে। বাংলাদেশের লেগ স্পিনার আনিসা আক্তার সুবহা ২৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে দলের জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান রেখে পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার।

সুপার সিক্সের নিয়মটা ছিল একটু অন্যরকম। এই পর্বের ১ নম্বর গ্রুপ তৈরি হয় গ্রুপ পর্বের 'এ' ও 'ডি' গ্রুপের সেরা ৬ দল নিয়ে। আর ২ নম্বর গ্রুপে রাখা হয় 'বি' ও 'সি' গ্রুপের শীর্ষ ৬ দলকে। ফরম্যাট অনুযায়ী, একই গ্রুপে থাকা দলগুলো সুপার সিক্সে একে অন্যের মুখোমুখি হবে না। আবার গ্রুপ পর্বের চ্যাম্পিয়ন অন্য গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে খেলবে না। তেমনি রানার্সআপরাও একে অন্যের মোকাবিলা করবে না। তা ছাড়া সুপার সিক্সে হিসেবের মধ্যে আসবে গ্রুপ পর্বে খেলা ম্যাচের পয়েন্টও। সে ক্ষেত্রে সুপার সিক্সে ওঠা দলগুলোর বিপক্ষে পাওয়া পয়েন্টই কেবল যোগ হবে। এই হিসেবে ২ পয়েন্ট (স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া) নিয়ে সুপার সিক্সে উঠা বাংলাদেশ এই পর্বে প্রতিপক্ষ হিসেবে পায় ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এমনকি উভয় ম্যাচ জিতলেও সেমিফাইনাল নিশ্চিত ছিল না সুমাইয়াদের। কারণ, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া উভয় দলই ৪ পয়েন্ট করে নিয়ে সুপার সিক্সে উঠে।

ফলে সুপার সিক্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ৮ উইকেটে বিধ্বস্ত হয়ে ওখানেই বেজে যায় বাংলাদেশের মেয়েদের বিদায়ঘন্টা! কুয়ালালামপুরের বায়ুইমাস ওভালে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে 'টুকটুক করে' ৮ উইকেটে ৬৪ রান তোলা জুনিয়র টাইগ্রেসদের ইনিংস টপকাতে ভারতীয় মেয়েদের লেগেছে স্রেফ ৭.১ ওভার, হারাতে হয় ২ উইকেট। বৈষ্ণবি শর্মার (৩/১৫) তোপ সামলে সুমাইয়া আক্তার (২১) ও জান্নাতুল মাওয়া (১৪) ছাড়া আর কেউ ডাবল ডিজিট ছুঁতে পারেননি। ওদিকে আগের দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭ উইকেটে সহজেই হারায় অস্ট্রেলিয়া। ১ নম্বর গ্রুপ থেকে ভারতীয় ও অজি মেয়েদের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ-উইন্ডিজ ম্যাচটি পরিণত হয় কেবলই নিয়মরক্ষার। বৃষ্টিতে ১৩ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ক্যারিবীয় মেয়েদেরকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দুর্দান্তভাবে শেষ করে আনন্দ আর আক্ষেপ নিয়ে দেশে ফিরেছে জুনিয়র টাইগ্রেসরা।

টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের মেয়েদের ম্যাচগুলোর ফল...

- **প্রথম ম্যাচ :** নেপাল ৫২/১০ (১৮.২), বাংলাদেশ ৫৩/৫ (১৩.২), ফল- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ৫ উইকেটে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- জান্নাতুল মাওয়া (বাংলাদেশ)
- **দ্বিতীয় ম্যাচ :** বাংলাদেশ ৯১/৯ (২০), অস্ট্রেলিয়া ৯২/৮ (১৯.২), ফল- অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ২ উইকেটে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- লুসি হ্যামিল্টন (অস্ট্রেলিয়া)
- **তৃতীয় ম্যাচ :** বাংলাদেশ ১২০/৯ (২০), স্কটল্যান্ড ১০৩/৮ (২০), ফল- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ১৭ রানে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- আনিসা আক্তার সুবহা (বাংলাদেশ)
- **সুপার সিক্স :** বাংলাদেশ ৬৪/৮ (২০), ভারত ৬৬/২ (৭.১), ফল- ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ৮ উইকেটে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- বৈষ্ণবি শর্মা (ভারত)
- **সুপার সিক্স :** ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫৪/৬ (১৩), বাংলাদেশ ৫৫/০ (৮.৫), ফল- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ১০ উইকেটে জয়ী, প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- নিশিতা আক্তার নিশি (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের বোলাররা তবু যথাসাধ্য ভালো করার চেষ্টা করেছেন

জোড়া সেঞ্চুরিতে রেকর্ডের ছড়াছড়ি

মো. মুলতানুর রহমান

লিটন দাস ও তানজিদ তামিমের জোড়া সেঞ্চুরিতে রেকর্ডের পাতায় রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটেছে!

দুপুরে ঘোষিত বাংলাদেশের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে জায়গা পাননি লিটন কুমার দাস। দেশের ক্রিকেটে দিনভর এর পক্ষে-বিপক্ষে চলছিল আলোচনা-সমালোচনা। দিন গড়িয়ে রাতে সেই আলোচনায় ভিন্ন স্রোতের দোলা দেন এই অভিজ্ঞ বাঁহাতি ওপেনার। ওয়ানডে দলে জায়গা হারানোর কয়েক ঘণ্টা পরই বিপিএলে উপহার দেন দুর্দান্ত এক ইনিংস। ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুর্বার রাজশাহীর বিপক্ষে লিটন করেন অপরাজিত ১২৫ রান। তাঁর ৫৫ বলের ইনিংসে ছিল ১০টি বাউন্ডারি ও ৯টি ছক্কার মার। আগের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৮৫ রান টপকে টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি করার জন্য কী দিনটাই না বেছে নিয়েছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। টানা ছয় ম্যাচে পরাজয়ের বৃত্ত ভেঙে ঢাকা ক্যাপিটালসকে এবারের আসরে প্রথমবার জিতিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কারও ওঠে লিটন দাসের হাতে। অবশ্য কম যাননি তাঁর সঙ্গী তানজিদ হাসান তামিমও। বাঁহাতি এই তরুণ ওপেনারের ব্যাট থেকে আসে ৬৪ বলে ১০৮ রানের বিস্ফোরক একটি ইনিংস যা তাঁর টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় শতক। সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করে লিটন-তানজিদ মিলে ওপেনিং জুটিতে তোলেন ২৪১ রান এবং নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ঢাকা সংগ্রহ করে ২৫৪/১। দুই ওপেনারের সেঞ্চুরি ও ঢাকার রান-বন্যায় রীতিমতো ভেসে যায় রেকর্ডের পাতা! লিটন-তানজিদের কীর্তিতে বিপিএলে নতুন কিছু অর্জনের দেখা মিলল, পাশাপাশি হয়েছে একাধিক রেকর্ডও।

সর্বোচ্চ রানের জুটি

লিটন দাস ও তানজিদ তামিম রাজশাহীর বোলারদের তুলাধুনা করে ১১৭ বলে উদ্বোধনী জুটিতে তোলেন ২৪১ রান। বিপিএলের ইতিহাসে ওপেনিং তো বটেই, এমনকি সব মিলিয়েই এটি সর্বাধিক রানের পার্টনারশিপ। এর আগে ২০১৭ আসরে রংপুর রাইডার্সের হয়ে ঢাকা ডায়নামাইটসের বিপক্ষে মিরপুরে দ্বিতীয় উইকেটে সর্বাধিক ২০১ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল (৬৯ বলে অপরাজিত ১৪৬) ও নিউজিল্যান্ডের ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (৪৩ বলে অপরাজিত ৫১)। বিপিএলে উদ্বোধনী জুটিতে আগের সর্বোচ্চ ছিল সেই ২০১৩ আসরে খুলনা রয়্যাল বেঙ্গলসের শাহরিয়ার নাফীস (১০২) ও লু ভিনসেন্টের (৮৯*) ১৯৭, দুরন্ত রাজশাহীর বিপক্ষে খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে। সব মিলিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতেই এর চেয়ে বড় জুটি আছে কেবল একটি, সেটি অবশ্য আন্তর্জাতিক ম্যাচে। গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি হংকংয়ের মিশন রোড গ্রাউন্ডে চীনের বিপক্ষে জাপানের দুই ওপেনার লাচলান ইয়ামামোটো-লেক (৬৮ বলে অপরাজিত ১৩৪) ও কেন্ডেল কাডোয়াকি-ফ্লেমিং (৫৩ বলে অপরাজিত ১০৯) মিলে জড়ো করেছিলেন হার না মানা ২৫৮ রান।

দলীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহ

লিটন ও তানজিদের তাণ্ডবে দুর্বার রাজশাহীর বিপক্ষে ঢাকা ক্যাপিটালস স্কোরবোর্ডে জমা করে ১ উইকেটে ২৫৪ রান। বিপিএলে এটিই দলীয় সর্বোচ্চ ইনিংসের নতুন রেকর্ড, টুর্নামেন্টের ইতিহাসে আড়াইশ' ছাড়ানো স্কোরও এই প্রথম। এর আগে সর্বোচ্চ ২৩৯ রান দেখা গিয়েছিল দুবার। ২০১৯ আসরে চিটাগং ভাইকিংসের বিপক্ষে চট্টগ্রামে ৪ উইকেটে ২৩৯ রান করেছিল রংপুর রাইডার্স। এ ছাড়া গত আসরে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে একই মাঠে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের সংগ্রহ ছিল ৩ উইকেটে ২৩৯ রান। ঢাকা ক্যাপিটালসের ২৫৪ রান সিলেটের মাঠেও সর্বোচ্চ, বিপিএলের সেরা দলীয় সংগ্রহের পরের ৯টিই চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে।

দ্রুততম সেঞ্চুরি

লিটন শতক পূর্ণ করতে লাগিয়েছেন ৪৪ বল। বিপিএলে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের এটিই দ্রুততম সেঞ্চুরি। ২০১৯ আসরের ফাইনালে মিরপুরে ঢাকা ডায়নামাইটসের বিপক্ষে ৫০ বলে সেঞ্চুরি ছুঁয়ে আগের রেকর্ডের মালিক ছিলেন সেবার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানদের হয়ে খেলা তামিম ইকবাল (শেষ পর্যন্ত ৬১ বলে অপরাজিত ছিলেন ১৪১ রানে)। অবশ্য স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান পারভেজ হোসেন ইমন। ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপে এই তরুণ বাঁহাতি ওপেনার ফরচুন বরিশালের হয়ে মিনিস্টার রাজশাহীর বিপক্ষে মিরপুরে ৪২ বলে ১০০ রানে অপরাজিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বিপিএলে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ৪০ বলে। বরিশাল বার্নার্সের হয়ে খেলা পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান আহমেদ শেহজাদ ২০১২ আসরের সেমি-ফাইনালে মিরপুরে দুরন্ত রাজশাহীর বিপক্ষে ৪৯ বলে অপরাজিত ১১৩ রানের ইনিংস খেলার পথে ওই রেকর্ড গড়েছিলেন, সেটি অক্ষত আছে এখনো।

জোড়া সেঞ্চুরি নবমবার

লিটন দাস (অপরাজিত ১২৫) ও তানজিদ তামিম (১০৮)- স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে এই নিয়ে ৯ বার এক ইনিংসে দুই সেঞ্চুরিয়ানের দেখা মিলল। তবে দুই বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানের একইসঙ্গে শতকের

ঘটনা এবারই প্রথম, বিপিএলে দ্বিতীয়। এর আগে অন্য ৮ বার ইনিংসে জোড়া সেঞ্চুরির উদাহরণ যথাক্রমে- গ্লুস্টারশায়ারের কেভিন ও' ব্রায়েন ১১৯ ও হামিশ মার্শাল ১০২ (বিপক্ষ মিডলসেক্স, উক্সব্রিজ, ২৬ জুন ২০১১), রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরাট কোহলি ১০৯ ও এবিডি ভিলিয়ার্স অপরাজি ১২৯ (বিপক্ষ গুজরাট লায়ন্স, বেঙ্গালুরু, ১৪ মে ২০১৬), রংপুর রাইডার্সের অ্যালেক্স হেলস ১০০ ও রাইলি রুশো অপরাজিত ১০০ (বিপক্ষ চিটাগং ভাইকিংস, চট্টগ্রাম, ২৫ জানুয়ারি ২০১৯), সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জনি বেয়ারস্টো ১১৪ ও ডেভিড ওয়ার্নার অপরাজিত ১০০ (বিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, ৩১ মার্চ ২০১৯), চেক প্রজাতন্ত্রের সাবাউন দাভিজি অপরাজিত ১১৫ ও ডিলান স্টেইন ১০৬ (বিপক্ষ বুলগেরিয়া, মার্সা স্পোর্টস ক্লাব মাঠ, ১২ মে ২০২২), জাপানের লাচলান ইয়ামামোটো-লেক অপরাজিত ১৩৪ ও কেন্ডেল কাডোয়াকি-ফ্লেমিং অপরাজিত ১০৯ (বিপক্ষ চীন, হংকং, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪),

গুজরাট

সাই ১০৩ ও শুভমান গিল ১০৪

লিটন কুমার দাস

(বিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংস, আহমেদাবাদ, ১০ মে ২০২৪) এবং ভারতের সঞ্জু স্যামসন অপরাজিত ১০৯ ও তিলক ভার্মা অপরাজিত ১২০ (বিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৫ নভেম্বর ২০২৪)। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের মাটিতে এই প্রথম দুই ওপেনারই সেঞ্চুরি পেলেন। সব দেশ মিলিয়ে ষষ্ঠ ঘটনা এটি।

তামিমের পর তানজিদ

বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে এতদিন কেবল তামিম ইকবালের ছিল একাধিক সেঞ্চুরি। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এ পর্যন্ত ৪টি শতক হাঁকিয়েছেন সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জানানো এই অভিজ্ঞ বাঁহাতি ওপেনার। ২০১৯ বিপিএলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে ঢাকা ডায়নামাইটসের বিপক্ষে মিরপুরে ১৪১* ও ২০২২ আসরে মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকার হয়ে সিলেট সানরাইজার্সের বিপক্ষে চট্টগ্রামে অপরাজিত ১১১ রান করা তামিমের অন্য ২টি সেঞ্চুরির একটি হলো আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের একমাত্র শতক। ভারতে অনুষ্ঠিত ২০১৬ বিশ্বকাপে ওমানের বিপক্ষে তিনি খেলেছিলেন ৬৩ বলে অপরাজিত ১০৩ রানের অবিস্মরণীয় ইনিংস। এর আগে ২০১৩ সালে বিজয় দিবস টি-টোয়েন্টিতে ইউসিবি-বিসিবি একাদশের হয়ে তামিম মিরপুরে মোহামেডানের বিপক্ষে করেছিলেন প্রথম সেঞ্চুরি (৬৪ বলে ১৩০)। নিজের আইডল তামিম ইকবালের মতো এবার একাধিক সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন তানজিদ হাসান তামিম। ইতিপূর্বে এই তরুণ ওপেনার শতক হাঁকিয়েছিলেন গত বিপিএলে, চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে চট্টগ্রামে করেছিলেন ৬৫ বলে ১১৬ রান।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লিটনের

লিটন দাসের ১২৫ রানের ইনিংসটি বিপিএলের ইতিহাসে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস, সব মিলিয়ে চতুর্থ সেরা। তার ওপরে আছেন কেবল তামিম ইকবাল। বাঁহাতি এই অভিজ্ঞ ওপেনার ২০১৯ সালের ফাইনালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে ডায়নামাইটসের বিপক্ষে ৬১ বলে অপরাজিত ১৪১ রান করেছিলেন। সবার ওপরে ক্রিস গেইল। এক সময়ের এই 'ক্যারিবীয় দানব' ২০১৭ আসরে রংপুর রাইডার্সের হয়ে ঢাকা ডায়নামাইটসের বিপক্ষে মিরপুরে খেলেছেন সর্বোচ্চ ১৪৬ রানের ইনিংস। বিপিএলে গেইলের একাই রয়েছে ৪টি সেঞ্চুরি।

এত বড় জয়-পরাজয়

ঢাকা ক্যাপিটালসের ২৫৪ রানের জবাব দিতে নেমে ১৫.২ ওভারে মাত্র ১০৫ রানেই গুটিয়ে যায় দুর্বার রাজশাহীর ইনিংস। ফলে হারে হারে জেরবার ঢাকা ঘুরে দাঁড়িয়ে তুলে নেয় ১৪৯ রানের বিশাল জয়। বিপিএলে ইতিপূর্বে রানের হিসেবে এত বড় ব্যবধানে জয়-পরাজয় নিস্পত্তি হয়নি। ২০১৩ আসরে সিলেট রয়্যালসের বিপক্ষে মিরপুরে চিটাগং কিংসের ১১৯ রানের জয় ছিল আগের রেকর্ড।

তানজিদ হাসান তামিম

ফরচুন বরিশাল

রংপুর রাইডার্স

দুর্বার রাজশাহী

চিটাগং কিংস

বিপিএলে শিরোপার লড়াই

মো. মাহবুবুর রশিদ

দেখতে দেখতে একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছে বিপিএল। বাংলাদেশের একমাত্র এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের নাটকীয়তার শেষ অঙ্কে থাকছে কেবলই শিরোপার লড়াই। ৩০ ডিসেম্বর মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাড়ি জমিয়ে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম ঘুরে আবারো সূচনার মঞ্চে ফিরে বাজতে শুরু করেছে সমাপ্তির রাগিনী সুর। একাদশ বিপিএলের পর্দা নামার দৃশ্য অবতারণার আগে বরাবরের মতো ঘুরেফিরে আসছে একটাই প্রশ্ন- ৭ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল শেষে কোন দলের হাতে উঠবে শিরোপা? টুর্নামেন্টে নতুন চ্যাম্পিয়নের দেখা মিলবে নাকি শেষ হাসি হাসবে পুরোনো কেউ!

সেই প্রথম থেকেই বলা হচ্ছিল, এবারের বিপিএল হবে অন্যরকম। তা অন্যরকমই হচ্ছে বটে, তবে তা মোটেই ইতিবাচক অর্থে নয়! এবার খেলার চেয়ে 'ধুলা'ই যেন বেশি, আলোচনা ছাপিয়ে সরগরম সমালোচনা। নানা অসঙ্গতি আর অব্যবস্থাপনার কারণে একাদশ বিপিএল এসেছে এবং আসছে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে। টুর্নামেন্টের গায়ে লেগেছে কলঙ্ক, বিতর্ক আর তামাশার ছোপ ছোপ দাগ! তবে সব কিছু ছাপিয়ে গেছে 'পেমেন্ট সমস্যা'। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক সময়মতো প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির যে গা-ছাড়া ভাবের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা টুর্নামেন্টের ভবিষ্যতের জন্য মোটেই সুখকর নয়। টাকা-পয়সা ইস্যুতে অনুশীলন বয়কট থেকে শুরু করে সমস্যা এতটাই গভীরে শেকড় গেঁড়েছে যে, দুর্বার রাজশাহী তো রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে একটা ম্যাচ খেলেছে বিদেশি খেলোয়াড় ছাড়াই! অথচ টুর্নামেন্টের বাইলজ অনুযায়ী যে কোনো দলের একাদশে সর্বাধিক চারজন বিদেশি খেলোয়াড় খেলানোর নিয়ম রয়েছে, কমপক্ষে দু'জন মাঠে নামানো বাধ্যতামুলক। কিন্তু রাজশাহীর বিদেশি খেলোয়াড়রা সময়মতো অর্থ না পেয়ে মাঠে না আসায় বিসিবির 'বিশেষ অনুমতি' নিয়ে দেশি একাদশ সাজিয়ে খেলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি, যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে নজীরবিহীন ঘটনা।

অবশ্য কেবল নেতিবাচক ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে এবার মাঠে ব্যাট-বলের লড়াইটা কিন্তু জমেছে বেশ যা প্রশংসনীয়। দলীয় ও ব্যক্তিগত দারুণ সব ইনিংসের দেখা মিলেছে। এর মূল কারণ, আগের যে কোনো আসরের চেয়ে এবার ভালো উইকেটে খেলা হয়েছে। ফলে মিরপুরে প্রথম পর্ব, সিলেট পর্ব ও চট্টগ্রাম পর্বে দেখা গেছে মোটামুটি রান-উৎসব। সুবাদে হয়েছে বেশ কিছু রেকর্ডও। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, এরইমধ্যে এবার ২০০ ছোঁয়া দলীয় ইনিংস দেখা গেছে সর্বাধিক ১১টি। এর আগে ২০১৯-২০ বিপিএলে দুইশ' উর্ধ্ব ৮টি ইনিংসের রেকর্ড ছিল। এ ছাড়া এবার ৭টি সেঞ্চুরি এসেছে ব্যাটসম্যানদের ব্যাট থেকে। এর আগে এক আসরে সর্বোচ্চ ৬ সেঞ্চুরির রেকর্ড হয়েছিল ২০১৯ বিপিএলে। টুর্নামেন্ট শেষে উভয়ক্ষেত্রে সংখ্যাটা আরও বাড়ার সুযোগ তো রয়েছেই। সেঞ্চুরি ও দলীয় দুইশ'র বাইরে দেখা গেছে কাছাকাছি পর্যায়ের দারুণ কিছু ইনিংসও। বেশিরভাগক্ষেত্রে উইকেট স্পোর্টিং হওয়ায় বোলাররাও দারুণ সব পারফরম্যান্স করছেন। অন্য সব অব্যবস্থাপনার জন্য যেহেতু সমালোচনার ঝড় বইছে, অন্তত এমন প্রাণবন্ত উইকেটে বিপিএল আয়োজনের জন্য হলেও বিসিবির ধন্যবাদ প্রাপ্য।

মিরপুরে শেষ পর্ব শুরুর দুই দিন পর ২৮ জানুয়ারি বিরতির দিনে এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত দুটি দলের প্লে-অফ খেলা নিশ্চিত হয়েছিল। টানা আট জয়ের সুবাদে প্রথম দল হিসেবে শেষ চারে নাম লেখায় রংপুর রাইডার্স, এরপর তাদের সঙ্গী হয় ফরচুন বরিশাল। অন্যদিকে প্রথম দল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়ঘন্টা বেজে যায় সিলেট স্ট্রাইকার্সের। মহা কাকতালীয়

খুলনা টাইগার্স

ঢাকা ক্যাপিটালস

সিলেট স্ট্রাইকার্স

কিছু না ঘটলে বাস্তবতা বিবেচনায় ঢাকা ক্যাপিটালসের বাদ পড়াও ছিল 'প্রায়' নিশ্চিত। 'প্রায়' শব্দটা আসলে ক্রিকেটের গৌরবময় অনিশ্চয়তার প্রতি সম্মান জানিয়ে লেখা। নইলে শেষ দুই ম্যাচ বড় ব্যবধানে জেতার পাশাপাশি অন্য দলগুলোর হার-জিতের যে জটিল সমীকরণের সামনে ছিল ঢাকা ক্যাপিটালস, তাতে সম্ভাবনার চিত্রটা কেবল কাগজ-কলমেরই; যা কোনোভাবেই সত্যি হওয়ার মতো নয়। প্লে-অফের অন্য দুটি জায়গা দখল করার লড়াইয়ে ছিল তিনটা দল। এর মধ্যে দুর্বার রাজশাহী ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে বলতে গেলে শেষ চারে এক পা দিয়েই দিয়েছে এবং অন্য দলগুলোর দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে পরবর্তীতে আরেক পা দেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। চিটাগং কিংস ও খুলনা টাইগার্স, এই দুই দলের মধ্যকার একটা দল প্লে-অফ খেলবে এবং তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য লিগ পর্বের একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত চেয়ে থাকার বিকল্প ছিল না।

শিরোপার সম্ভাব্য গন্তব্যের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই সম্ভবত: বাজি ধরবেন রংপুর রাইডার্সের দিকে। নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বে প্রথম থেকে টানা আট ম্যাচ জিতে প্রায় অপ্রতিরোধ্যরূপ ধারণ করার পর ২০১৭ আসরের চ্যাম্পিয়নরা আচমকা কিছুটা 'খেই' হারিয়ে হেরে বসে পরপর দুই ম্যাচে! তাও আবার দুর্বার রাজশাহীর মতো বিতর্কে ঘেরা ছন্নছাড়া একটা দলের কাছে! একেই বোধহয় বলে সত্যিকার অর্থে 'পঁচা শামুকে পা কাটা' যাওয়া। তা ছাড়া তিন দিনের ব্যবধানে দুটো দলের দু'বার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে টুর্নামেন্টের অদ্ভুত সূচিও কম দায়ী নয়। মজার ব্যাপার হলো, দ্বিতীয় সাক্ষাতে রাজশাহী বরিশালকে হারিয়েছে বিদেশি খেলোয়াড়বিহীন পুরোপুরি দেশি একাদশ নিয়ে! এনামুল হক বিজয়ের কাছ থেকে তাসকিন আহমেদ অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর লিগ পর্বের শেষ তিন ম্যাচে তিন জয় তুলে নিয়ে যেভাবে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দুর্বার রাজশাহী, দলটি প্লে-অফে গেলে নিশ্চিতভাবেই শিরোপা প্রত্যাশী বড় দলগুলোর জন্য মাথা-ব্যথার কারণ হতে পারে।

কাগজে-কলমে যতটা শক্তিধর দল গড়েছে ফরচুন বরিশাল, শুরুর দিকে অতটা দাপট দেখাতে না পারলেও আস্তে আস্তে নিজেদের সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে শুরু করেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে উভয় দ্বৈরথে পরাজিত হওয়া বরিশাল পরবর্তীতে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে ফিরেছে কক্ষপথে। তামিম ইকবালের নেতৃত্বে দলটির বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। দেশি ও বিদেশিদের নিয়ে দারুণ সমৃদ্ধ ফরচুন বরিশাল এবারো শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস না থাকায় এবার রংপুর-বরিশাল ফাইনালের আশা করছেন অনেকেই।

রংপুর রাইডার্স ও ফরচুন বরিশাল বাদে অন্য কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজিই ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে না পারায় সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আলোচনায় সেভাবে জায়গা পাচ্ছে না। চিটাগং কিংসের কথাই ধরা যাক। বন্দর নগরীর ফ্র্যাঞ্চাইজিটি খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে হার দিয়ে শুরু করলেও টানা চার জয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল মসৃণ গতিতে। কিন্তু এরপর যে কি হলো মোহাম্মদ মিঠুনের দলের! পরের চার ম্যাচের তিনটিতেই হেরে প্লে-অফের সহজ পথটা কঠিন বানিয়ে ফেলেছে চট্টগ্রাম। জোড়া জয়ে রাঙানো শুরু এবং তারপর গুনে গুনে চার হারে জেরবার হওয়ার দশায় পড়ে খুলনা টাইগার্স। পরবর্তীতে জয়-পরাজয়-জয়, এভাবে 'রোটেশন' করে এগিয়ে শেষ অব্দি প্লে-অফের টিকিট পাবে তো মেহেদী হাসান মিরাজের দল? কয়েকটি ম্যাচ জেতার মতো অবস্থা থেকে শেষ মুহূর্তে হঠাৎ তালগোলপাকিয়ে হেরেছে খুলনা। বিশেষ করে রান তাড়ায় ফিনিশিংয়ের দুর্বলতা প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে দলটির।

ঢাকা ক্যাপিটালস মাঠের খেলায় হতাশ করলেও মাঠের বাইরে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি খেলোয়াড়দের সময়মতো পারিশ্রমিক প্রদানসহ বিভিন্নক্ষেত্রে দারুণ পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে। প্রথম ছয় ম্যাচেই টানা পরাজয়ের চোরাস্রোতে মূল লড়াই থেকে প্রায় মাঝপথেই 'নাই' হয়ে যায় দলটি। পরবর্তীতে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে চার ম্যাচে তিন জয় তুলে নিয়ে অন্তত কিছুটা হলেও মুখরক্ষা করতে পেরেছে ঢাকা। লিটন দাস ও মোস্তাফিজুর রহমান শুরুর দিকে প্রত্যাশানুযায়ী পারফর্ম করতে না পারার খেসারত দিয়েছে দলটি। ওই দু'জন ছন্দে ফেরার পর ঠিকই জয়ের গন্তব্য খুঁজে পায় থিসারা পেরেরার নেতৃত্বাধীন দল। খালেদ মাহমুদ সুজন যেন তাঁর কোচিং ক্যারিয়ারের অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়েছেন ঢাকা ক্যাপিটালসকে নিয়ে! গতবার দুর্দান্ত ঢাকা যেমন জয়ে শুরুর পর টানা ১১ ম্যাচ হেরে 'দুর্দশাগ্রস্ত ঢাকা' হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে তাঁর কোচিংয়ে, এবারও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়কের নির্দেশনায় ঢাকা ক্যাপিটালস হতাশই করেছে। অন্যদিকে কাগজে-কলমে আগে থেকেই দুর্বল দলের 'তকমা' পাওয়া সিলেট স্ট্রাইকার্স যে হারের হ্যাটট্রিকে শুরুর পর জোড়া জয়ের মুখ দেখেছে, সেটাই আসলে অনেক! এরপর তো পরাজয় আর পরাজয় দলটির নিত্যসঙ্গী এবং প্রথম দল হিসেবে ছিটকে যাওয়ার বিব্রতকর অভিজ্ঞতাও হয়েছে। চোটজর্জর জোড়াতালির দল নিয়ে কোনোক্রমে খেলেছে সিলেট, যেন টুর্নামেন্ট শেষ হলেই বাঁচেন অধিনায়ক আরিফুল হক!

সাকিবকে সরিয়ে চূড়ায় তাসকিন

মো. মাহবুবুর রশিদ

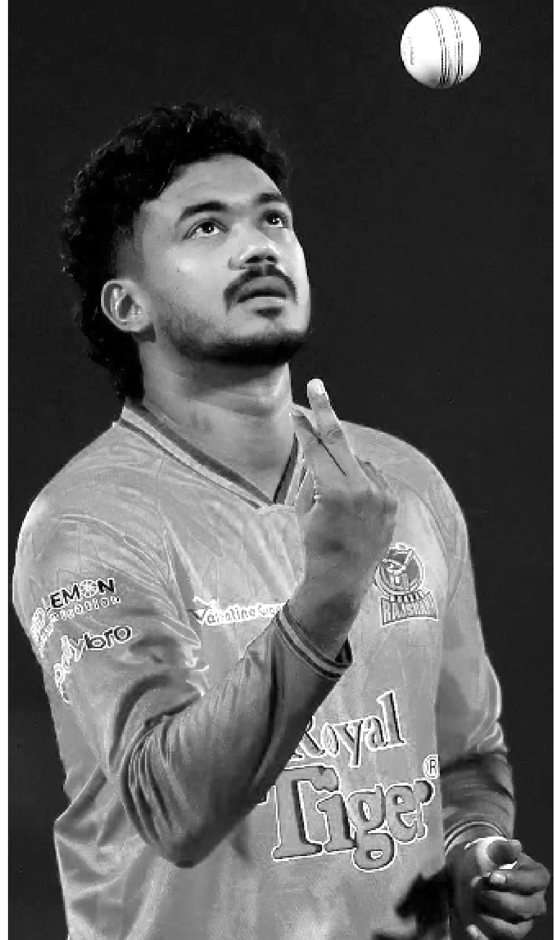

বিপিএলের লিগ পর্বে নিজেদের প্রথম চার ম্যাচের তিনটিতে হারলেও শেষ চার ম্যাচের তিনটিতেই জিতে সব মিলিয়ে ১২ পয়েন্ট পেয়ে প্লে-অফের আশা ভালোমতোই বাঁচিয়ে রেখেছে দুর্বার রাজশাহী। সবার আগে ১২টি ম্যাচ খেলে শেষ করা দলটিকে অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে অন্যদের দিকে তাকিয়ে। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক ইস্যুতে চরম বিতর্কের জন্ম দেওয়া রাজশাহী শেষ পর্যন্ত শেষ চারের টিকিট পেতে ব্যর্থ হলে সেটা হবে তাদের জন্য স্বপ্নভঙ্গের অন্য নাম।

তা দুর্বার রাজশাহীর পরিণতি যা-ই হোক না কেন দলটির বোলার তাসকিন আহমেদ কিন্তু দুর্দান্ত নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন। গ্রুপ পর্বের ১২ ম্যাচে এই ডানহাতি পেসার শিকার করেছেন সব মিলিয়ে ২৫ উইকেট। প্লে-অফে খেলার সুযোগ মিললে সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে, কিন্তু কমার তো আর সুযোগ নেই! এবারের বিপিএলের সর্বাধিখ উইকেট সংগ্রাহক তাসকিন রেকর্ডের পাতা ওলট-পালট করে দিয়ে পুরো বিপিএল ইতিহাসেরই চূড়ায় নিজের নাম লিখিয়েছেন। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে কোনো এক নির্দিষ্ট আসরে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ডে এতদিন ধরে শীর্ষে থাকা সাকিব আল হাসানকে টপকে এক নম্বরে উঠে গেছেন তিনি। চিটাগং কিংসে নাম লেখালেও নানা কারণে দেশে ফিরতে না পারায় এবারের আসর খেলতে না পারা বাঁহাতি এই স্পিন অলরাউন্ডার ২০১৯ বিপিএলে ঢাকা ডায়নামাইটসের হয়ে ১৫ ইনিংসে ২৩ উইকেট দখল করে আগের রেকর্ডের মালিক ছিলেন।

গ্রুপ পর্বে নিজেদের একাদশ ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি হয়েছিল নজীরবিহীনভাবে 'দেশি একাদশ' নিয়ে খেলতে নামা দুর্বার রাজশাহী। মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে নিজের ঝুলিতে ২২ উইকেট নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন তাসকিন আহমেদ। এদিন রাজশাহী অধিনায়ক প্রথম ওভারে আক্রমণে এসে চতুর্থ বলেই রংপুরের ওপেনার যুক্তরাষ্ট্রের স্টিভেন টেইলরকে উইকেটকিপার আকবর আলীর গ্লাভসবন্দী করে আউট করে রংপুরকে ধাক্কা দেওয়ার পাশাপাশি বিপিএলের এক আসরে সর্বোচ্চ ২৩ উইকেট কীর্তিতে ছুঁয়ে ফেলেন সাকিবকে। পরের দুই ওভারে আর কোনো উইকেট না পেলেও নিজের স্পেলের চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে রাকিবুল হাসানকে এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলে দ্বিতীয় উইকেট তুলে নিয়ে ২৪তম উইকেটে ছাড়িয়ে যান সাকিবকে, গড়েন নতুন ইতিহাস। এর পরদিন লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে পেয়েছেন ১ উইকেট, সুবাদে তাসকিনের ঝুলিতে এবার জমা হয়েছে ২৫ উইকেট।

উল্লেখ্য, বিপিএলের এক আসরে ২২ উইকেট নেওয়ার নজির আছে ৬টি। সেখানেও আছে তাসকিনের নাম। ২০১৯ সালে সিলেট সিক্সার্সের হয়ে ১২ ম্যাচে ২২ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। সবার আগে এই কীর্তি গড়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার কেভন কুপার। ২০১৫ সালের আসরে বরিশাল বুলসের হয়ে তিনি ২২ উইকেট পেয়েছিলেন ৯ ম্যাচে। এরপর ২০১৭ সালের বিপিএলে ডায়নামাইটসের হয়ে ১৩ ম্যাচে ২২ উইকেট দখল করেছিলেন সাকিব। ২০১৯ সালের আসরে রংপুর রাইডার্সের হয়ে ১৪ ম্যাচে ২২ উইকেট পেয়েছিলেন মাশরাফি বিন মর্তুজা। একই আসরে ডায়নামাইটসের রুবেল হোসেন ২২ উইকেট শিকার করেছিলেন ১৫ ম্যাচে। আর গত ২০২৪ বিপিএলে দুর্দান্ত ঢাকার হয়ে ১২ ম্যাচে ২২ উইকেট নিয়েছিলেন শরীফুল ইসলাম।

২৯ বছর বয়সী তাসকিন আহমেদ সাধারণ খেলোয়াড় হিসেবেই শুরু করেছিলেন এবারের বিপিএল। ফরচুন বরিশালের বিপক্ষে ৩ উইকেট নিয়ে চলতি মৌসুম শুরু করেন তিনি। পরের ম্যাচে ক্যারিয়ারসেরা

বোলিংয়ে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ১৯ রানে ৭ উইকেট নিয়ে হইচই ফেলে দেন এবং তৃতীয় ম্যাচে চিটাগংয়ের সঙ্গে দখল করেন ২ উইকেট। তিন ম্যাচেই 'এক ডজন' উইকেট ঝুলিতে পুরে নেওয়া তাসকিন এরপর কিছুটা ভাটার টানের দেখা পান। নানা ঘটনার জন্ম দেওয়া দুর্বার রাজশাহী সাফল্য-ব্যর্থতার মিশেলে আট ম্যাচ যাওয়ার পর এনামুল হক বিজয়কে সরিয়ে নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড তুলে দেয় এই পেসারের হাতে। তাসকিনের অধিনায়কত্বে দলটি পরাজয় দিয়ে শুরুর পর ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা তিন ম্যাচ জিতে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

২০১২ সালে বিপিএলের প্রথম আসরে খেলেননি তাসকিন। পরের আসর থেকে নিয়মিতভাবে খেলে এ পর্যন্ত দশ আসরে মোট শিকার করেছেন ১২৭ উইকেট যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সবচেয়ে বেশি ১৪৯ উইকেট নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। তাসকিনের দুর্ভাগ্য যে কখনই সেভাবে ফেবারিট ও শক্তিশালী কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলার সৌভাগ্য হয়নি। যে কারণে শিরোপা জেতার রোমাঞ্চও উপভোগ করতে পারেননি। ২০১৩ আসরে চিটাগং কিংসের হয়ে রানার্সআপ হওয়াই বিপিএলে তাঁর সেরা অর্জন। রেকর্ড গড়ার পর ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে এ ব্যাপারে আক্ষেপ নিয়ে তাসকিন বলছিলেন, ভবিষ্যতে শক্তিশালী কোনো দল যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে তাঁকে নেবে। এবারের বিপিএলে এমন বিধ্বংসীরূপে থাকার পরও কয়েকদিন আগে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) প্লেয়ার্স ড্রাফটে তাসকিনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি, ব্যাপারটা একটু বিস্ময়করই।

বিতর্ক পেছনে ফেলে দুর্বার রাজশাহী শেষ পর্যন্ত প্লে-অফে উঠে গেলে বিশ্ব রেকর্ডের দিকেও 'পাখির

চোখ' করতে পারেন তাসকিন আহমেদ। যদিও কাজটি প্রায় অসম্ভব! স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে কোনো এক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ৩৩ উইকেট শিকারের রেকর্ড আছে। সেই রেকর্ড ভাগাভাগি করে উপভোগ করছেন দুই বোলার। ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের ফ্রেন্ডস প্রভিডেন্ট টি-টোয়েন্টিতে আলফনসো টমাস ১৯ ম্যাচে নিয়েছিলেন ৩৩ উইকেট। ২০২৪ সালে ইংল্যান্ডেরই ভাইটালিটি ব্লাস্টে ডেভিড পেইন ১৭ ম্যাচে ৩৩টি উইকেট নিয়ে আলফনসোর কীর্তি স্পর্শ করেন।

প্রত্যেক বিপিএলে সর্বাধিক উইকেট শিকারিদের তালিকা...

- ২০১২ : ১৭ উইকেট- ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের ইলিয়াস সানি (ইনিংস ১১, গড় ১৪.৮৮) ও দুরন্ত রাজশাহীর মোহাম্মদ সামি (ইনিংস ১১, গড় ১৫.৭৬)
- ২০১৩ : ২০ উইকেট- ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের আলফন্সো থমাস (ইনিংস ১২, গড় ১৪.৯০)
- ২০১৫ : ২২ উইকেট- বরিশাল বুলসের কেভন কুপার (ইনিংস ৯, গড় ৯.৩১)
- ২০১৬ : ২১ উইকেট- ঢাকা ডায়নামাইটসের ডুয়েইন ব্র্যাভো (ইনিংস ১৩, গড় ১৫.৯৫)
- ২০১৭ : ২২ উইকেট- ঢাকা ডায়নামাইটসের সাকিব আল হাসান (ইনিংস ১৩, গড় ১৩.২২)
- ২০১৯ : ২৩ উইকেট- ঢাকা ডায়নামাইটসের সাকিব আল হাসান (ইনিংস ১৫, গড় ১৭.৬৫)
- ২০১৯-২০ : ২০ উইকেট- রংপুর রেঞ্জার্সের মোস্তাফিজুর রহমান (ইনিংস ১২, গড় ১৫.৬০), চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের রুবেল হোসেন (ইনিংস ১৩, গড় ১৭.৬৫) এবং খুলনা টাইগার্সের মোহাম্মদ আমির (ইনিংস ১৩, গড় ১৭.৭৫) ও রবি ফ্রাইলিঙ্ক (ইনিংস ১৪, গড় ১৯.৬০)
- ২০২২ : ১৯ উইকেট- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের মোস্তাফিজুর রহমান (ইনিংস ১১, গড় ১৩.৪৭)
- ২০২৩ : ১৭ উইকেট- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের তানভীর ইসলাম (ইনিংস ১২, গড় ১৭.৫৮) ও রংপুর রাইডার্সের হাসান মাহমুদ (ইনিংস ১৪, গড় ২৪.৮২)
- ২০২৪ : ২২ উইকেট- দুর্দান্ত ঢাকার শরীফুল ইসলাম (ইনিংস ১২, গড় ১৫.৮৬)
- ২০২৫ : ২৫ উইকেট- দুর্বার রাজশাহীর তাসকিন আহমেদ (ইনিংস ১২, গড় ১২.০৪)

বিপিএলের প্রত্যেক আসরে তাসকিনের পারফরম্যান্স...

- ২০২৫ : দুর্বার রাজশাহীর হয়ে ১২ ম্যাচে ১২.০৪ গড়ে ২৫ উইকেট
- ২০২৪ : দুর্দান্ত ঢাকার হয়ে ১২ ম্যাচে ২৮.১৫ গড়ে ১৩ উইকেট
- ২০২৩ : ঢাকা ডমিনেটর্সের হয়ে ৯ ম্যাচে ২০.৬০ গড়ে ১০ উইকেট
- ২০২২ : সিলেট সানরাইজার্সের হয়ে ৪ ম্যাচে ২৪.৪০ গড়ে ৫ উইকেট
- ২০১৯-২০ : রংপুর রেঞ্জার্সের হয়ে ৮ ম্যাচে ২১.৬৩ গড়ে ১১ উইকেট
- ২০১৯ : সিলেট সিক্সার্সের হয়ে ১২ ম্যাচে ১৪.৪৫ গড়ে ২২ উইকেট
- ২০১৭ : চিটাগং ভাইকিংসের হয়ে ১১ ম্যাচে ২৩.৯২ গড়ে ১৪ উইকেট
- ২০১৬ : চিটাগং ভাইকিংসের হয়ে ১১ ম্যাচে ২১.২৬ গড়ে ১৫ উইকেট
- ২০১৫ : চিটাগং ভাইকিংসের হয়ে ৭ ম্যাচে ৫৩.২৫ গড়ে ৪ উইকেট
- ২০১৩ : চিটাগং কিংসের হয়ে ৪ ম্যাচে ১৪.২৫ গড়ে ৮ উইকেট

* তাসকিন বিপিএল খেলা শুরু করেন ২০১৩ সালে দ্বিতীয় আসর থেকে

এবার রেকর্ড গড়ার পথে তাসকিনের অভিযান...

১. প্রতিপক্ষ- ফরচুন বরিশাল, ভেন্যু- মিরপুর, বোলিং ফিগার ৪-০-৩১-৩ (ডট বল ১১, বাউন্ডারি ২, ছক্কা ২)

২. প্রতিপক্ষ- ঢাকা ক্যাপিটালস, ভেন্যু- মিরপুর, বোলিং ফিগার ৪-০-১৯-৭ (ডট বল ১৫, বাউন্ডারি ৩, ছক্কা ০)

৩. প্রতিপক্ষ- চিটাগং কিংস, ভেন্যু- মিরপুর, বোলিং ফিগার ৪-০-২২-২ (ডট বল ১১, বাউন্ডারি ২, ছক্কা ০)

৪. প্রতিপক্ষ- ফরচুন বরিশাল, ভেন্যু- সিলেট, বোলিং ফিগার ৪-০-২৭-০ (ডট বল ১৩, বাউন্ডারি ২, ছক্কা ২)

৫. প্রতিপক্ষ- খুলনা টাইগার্স, ভেন্যু- সিলেট, বোলিং ফিগার ৩.৩-০-৩০-২ (ডট বল ১৩, বাউন্ডারি ৫, ছক্কা ০)

৬. প্রতিপক্ষ- ঢাকা ক্যাপিটালস, ভেন্যু- সিলেট, বোলিং ফিগার ৪-০-২৯-০ (ডট বল ১১, বাউন্ডারি ৩, ছক্কা ১)

৭. প্রতিপক্ষ- সিলেট স্ট্রাইকার্স, ভেন্যু- চট্টগ্রাম, বোলিং ফিগার ৩.৩-০-১৪-২ (ডট বল ১৩, বাউন্ডারি ১, ছক্কা ০)

৮. প্রতিপক্ষ- খুলনা টাইগার্স, ভেন্যু- চট্টগ্রাম, বোলিং ফিগার ৪-০-৩৬-২ (ডট বল ১১, বাউন্ডারি ০, ছক্কা ৪)

৯. প্রতিপক্ষ- চিটাগং কিংস, ভেন্যু- চট্টগ্রাম, বোলিং ফিগার ৪-০-২৩-২ (ডট বল ১১, বাউন্ডারি ২, ছক্কা ০)

১০. প্রতিপক্ষ- রংপুর রাইডার্স, ভেন্যু- চট্টগ্রাম, বোলিং ফিগার ৩.২-০-২০-২ (ডট বল ৮, বাউন্ডারি ২, ছক্কা ০)

১১. প্রতিপক্ষ- রংপুর রাইডার্স, ভেন্যু- মিরপুর, বোলিং ফিগার ৪-০-২৫-২ (ডট বল ১৩, বাউন্ডারি ৪, ছক্কা ০)

১২. প্রতিপক্ষ- সিলেট সিক্সার্স, ভেন্যু- মিরপুর , বোলিং ফিগার ৪-০-২৫-১ (ডট বল ১০, বাউন্ডারি ২, ছক্কা ১)

* সব পরিসংখ্যান এবারের বিপিএলের প্লে-অফ পর্ব শুরুর আগ পর্যন্ত

প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের প্রথম পর্বে মোহামেডানই শীর্ষে

রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের প্রথম পর্বের শেষটা ভালো হয়নি মোহামেডানের। টানা ৮ ম্যাচ জিতে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করা দলটি শেষ রাউন্ডে অঘটনের শিকার হয় ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের বিপক্ষে। হারের পরও টেবিলে অবস্থান অপরিবর্তিত তাদের। তবে পার্থক্য কমে আসে পেছনে থাকা দলগুলোর চেয়ে। জিতলে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের সাথে ১০ পয়েন্টের ব্যবধান রেখে দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে পারতো মোহামেডান। শেষ ম্যাচে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল প্রতিপক্ষ থাকায় দলটির সামনে ছিল সেই সম্ভাবনা। সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেনি তারা।

গত মৌসুমে মোহামেডান রানার্সআপ হলেও চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের সাথে তাদের পার্থক্য ছিল ১০ পয়েন্টের। এক কথায় কিংস কোনো প্রকার চ্যালেঞ্জ ছাড়াই জিতেছিল তাদের পঞ্চম শিরোপা। এবার প্রথম পর্বেই সেই কিংসকে ১০ পয়েন্টে পেছনে ফেলার সুযোগ ছিল মোহামেডানের। সমর্থকরা সেই প্রত্যাশায়ই ছিল। তবে ঘরের মাঠ কুমিল্লার ভাষাশহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে তাদের জয়যাত্রা থামিয়ে দেয় নবাগত ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব। মোহামেডানকে ঠেকিয়ে একটি পয়েন্টের লক্ষ্যেই ছিল ইয়ংমেন্স। তবে ড্রয়ের লক্ষ্য নিয়ে খেলে ম্যাচটি জিতেই যায় তারা। ৬৫ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য ছিল ম্যাচ। ৬৬ মিনিটে গোল করে ইয়ংমেন্সকে লিড এনে দেন দলটির উজবেকিস্তানের মিডফিল্ডার সারদর জোকানভ। সেই লিড ধরে রেখেই ইয়ংমেন্স মোহামেডানকে দেয় এবারের লিগের প্রথম হারের স্বাদ।

২০০৭ সালে যাত্রা করা প্রফেশনাল লিগে এখনো শিরোপার মুখ দেখেনি মোহামেডান। এই প্রথম দলটি শিরোপা জেতার ভালো একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচটা হারায় মোহামেডানের সেই সুযোগে বড় একটা ধাক্কাই লাগে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা আবাহনীর চেয়ে ৪ আর তিনে থাকা কিংসের সাথে মোহামেডানের পার্থক্য ৭ পয়েন্টের।

প্রতিপক্ষদের সাথে ব্যবধান কমলেও মোহামেডানের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা নির্ভর করবে দ্বিতীয় পর্বে তাদের পারফরম্যান্সের ওপর। বিশেষ করে দুই বড় ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস ও আবাহনীর বিপক্ষে ম্যাচে। ওই দুই ম্যাচে নিজেদের অপরাজিত রাখতে পারলে দারুণ একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে মোহামেডানের। অগণিত সাদা-কালো সমর্থকরা সেই প্রত্যাশায়ই বুক বেঁধে আছে। মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপে এগিয়ে থেকেও জিততে পারেনি বসুন্ধরা কিংসের বিপক্ষে। ফেডারেশন কাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে। এখন মোহামেডানের সব মনোযোগ প্রিমিয়ার লিগে। মধ্যবর্তী দলবদলে বিদেশি লাইনআপে পরিবর্তন আনার কথাও ভাবছেন মোহামেডানের কর্মকর্তারা। প্রথম পর্বে এগিয়ে থাকার এই সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায় দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি।

বিদেশি ছাড়া আবাহনীই দুইয়ে

এবার বিদেশি ছাড়া খেলছে আবাহনী। শুরুর দিকে সমর্থকরা হতাশই ছিল। তৃতীয় ম্যাচে মোহামেডানের কাছে হারের পর আবাহনীর শঙ্কাও বেড়েছিল। তবে পরের ম্যাচে বসুন্ধরা কিংসকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় প্রিমিয়ার লিগের সর্বাধিক ৬ বারের চ্যাম্পিয়ন দলটি। পরের ৭ ম্যাচে আর হারেনি। দুই ম্যাচ ড্র করে মোট ৭ পয়েন্ট খোয়ায় আকাশি-নীলরা। ২০ পয়েন্ট নিয়ে আবাহনী প্রথম পর্বে মোহামেডানের চেয়ে চার পয়েন্টে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে। শেষ ম্যাচে ব্রাদার্সের বিপক্ষে ড্র না করলে মোহামেডানের চেয়ে ব্যবধান আরও কমিয়ে আনতে পারতো তারা।

আবাহনী লিগ শুরু করেছিল নবাগত ইয়ংমেন্স ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়ে। দ্বিতীয় ম্যাচে আরেক নবাগত ঢাকা ওয়ান্ডারার্সকে ১-০ গোলে হারিয়ে জয়ের ধারায় থাকলেও পরের ম্যাচেই হেরে যায় মোহামেডানের কাছে ১-০ গোলে। শুরুর দিকের হারের ধাক্কা থেকে আবাহনী ঘুরে দাঁড়িয়েছিল পরের ম্যাচেই বসুন্ধরা কিংসকে ১-০ গোলে হারিয়ে। আবাহনী পঞ্চম ম্যাচে ২-০ গোলে পুলিশ এফসিকে হারালেও পরের ম্যাচে ফর্টিসের বিপক্ষে গোলরক্ষক ড্র করে আবাহনীর হোঁচট খায় সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। চট্টগ্রাম আবাহনী ও রহমতগঞ্জকে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফিরলেও শেষ ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করে ব্রাদার্সের বিপক্ষে।

তিনে চ্যাম্পিয়নরা

শিরোপা জয়ের ডাবল হ্যাটট্রিকের লক্ষ্য ছিল বসুন্ধরা কিংসের। লক্ষ্য পূরণের রাস্তা থেকে পুরোপুরি ছিটকে না পড়লেও প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মিল ঘটানোর সম্ভাবনা থেকে বেশ দূরেই আছে সর্বশেষ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। প্রথম পর্ব শেষে টেবিলের শীর্ষে থাকা মোহামেডানের সাথে তাদের দূরত্ব এখনো ৭ পয়েন্ট। দ্বিতীয় পর্বে এই বড় ব্যবধান দূর করে শিরোপা ধরে রাখা তিন নম্বরে থাকা কিংসের জন্য বিশাল এক চ্যালেঞ্জই। প্রথম পর্বের মতো দ্বিতীয় পর্বেও এভাবে পয়েন্ট হারালে শিরোপা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কাই বড় হবে তাদের।

টানা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন করা স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজনকে বিদায় করে বসুন্ধরা কিংস নতুন মৌসুম শুরু করে রোমানিয়ান কোচ ভ্যালেরি তিতাকে দিয়ে। নতুন

কোচে মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ জিতলেও প্রিমিয়ার লিগে ধুকতে থাকে। দ্বিতীয় ম্যাচে মোহামেডানের বিপক্ষে হারের পর আবাহনীর কাছেও হারে তারা। এর পর ব্রাদার্স ও ফর্টিস এফসির বিপক্ষে ড্র করে হারায় আরো ৪ পয়েন্ট। মোহামেডান ও আবাহনীর সাথে দূরত্বও বাড়তে থাকে চ্যাম্পিয়নদের। প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে তাদের জয় আর ইয়ংমেন্সের কাছে মোহামেডানের হারে ব্যবধানটা কিছু কমে আসে। শীর্ষে থাকা মোহামেডানের চেয়ে ৭ পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে হবে তাদের।

প্রথম পর্বের ৯ ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস জিতেছে ৫টি। দুটি হেরেছে আর দুটি ড্র করেছে। তাদের ১৭ পয়েন্ট এসেছে ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, চট্টগ্রাম আবাহনী, পুলিশ এফসি, ইয়ংমেন্স ক্লাব ও রহমতগঞ্জকে হারিয়ে এবং ব্রাদার্স ও ফর্টিসের বিপক্ষে ড্র করে। দুই বড় ম্যাচেই তারা হেরেছে মোহামেডান ও আবাহনীর কাছে। দ্বিতীয় পর্বে ঘুরে দাঁড়াতে হলে মোহামেডান ও আবাহনীর বিপক্ষে দুই ম্যাচের ফল নিজেদের পক্ষে নিতে হবে।

এবার ভালো করছে রহমতগঞ্জ ও ব্রাদার্স

গত মৌসুমে সবচেয়ে খারাপ ফল করেছিল ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও রহমতগঞ্জ। এর মধ্যে মাত্র ৭ পয়েন্ট নিয়ে অবনমনই হয়েছিল ব্রাদার্সের। বাফুফের কাছে আবেদন করে প্রিমিয়ার লিগে টিকে থাকে তারা। টিকে থেকে কমলা জার্সিধারীরা এবার মাঠে ভালোই লড়াই করছে। গত মৌসুমে টেবিলের নবম স্থানে থেকে কোনোমতে টিকে থাকা রহমতগঞ্জও ভালোভাবেই এগিয়ে চলছে। প্রথম রাউন্ডে দুই দলেরই সংগ্রহ ১৫ পয়েন্ট করে। গোলে টেবিলের চারে রহমতগঞ্জ, পাঁচে ব্রাদার্স।

রহমতগঞ্জ শেষ তিন ম্যাচে মোহামেডান, আবাহনী ও পুলিশের কাছে না হারলে আরও ভালো অবস্থানে থেকে প্রথম পর্ব শেষ করতে পারতো। ব্রাদার্স ইউনিয়ন শেষ দুই ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নষ্ট করেছে। তবে দুটি ম্যাচই কঠিন ছিল তাদের জন্য। মোহামেডানের কাছে হেরে শেষ ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করেছে আবাহনীর বিপক্ষে।

প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে মোহামেডান হেরে যাওয়ায় কোনো দলই অপরাজিত নেই এবার। মোহামেডান সবচেয়ে বেশি ৮ ম্যাচ জিতেছে। ৬ ম্যাচ জিতেছে আবাহনী। পাঁচটি করে ম্যাচ জিতেছে বসুন্ধরা কিংস ও রহমতগঞ্জ। ব্রাদার্স জিতেছে চারটি ম্যাচ। তিনটি করে ম্যাচ জিতেছে পুলিশ ও ইয়ংমেন্স ক্লাব। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ও চট্টগ্রাম আবাহনী একটি করে ম্যাচ জিতে টেবিলের নবম ও দশম স্থানে থেকে প্রথম পর্ব শেষ করেছে।

গোলে এগিয়ে স্থানীয়রা

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম পর্বের ৪৫ ম্যাচে গোল হয়েছে ১৩৫টি। বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে বিদেশিদের দাপট থাকলেও এবারের লিগের প্রথম পর্বে গোলের দিকে এগিয়ে আছেন স্থানীয়রা। ১৩৫ গোলের মধ্যে স্থানীয়রা করেছেন ৭১ গোল এবং বিদেশিরা করেছেন ৬১ গোল। তিনটি গোল হয়েছে আত্মঘাতী।

প্রথম পর্বে হোমের চেয়ে অ্যাওয়ে ম্যাচে বেশি গোল করেছে ক্লাবগুলো। অ্যাওয়ে ম্যাচের গোল ৭১টি এবং হোম ম্যাচের গোল ৬৪টি। পেনাল্টি গোল আছে ৭টি। একটি ডাবল হ্যাটট্রিক হয়েছে। করেছেন রহমতগঞ্জের ঘানাইয়ান স্ট্রাইকার স্যামুয়েল বোয়েটেং।

বোয়েটেং প্রথম পর্বে গোলদাতাদের তালিকায়ও শীর্ষে। ঘানাইয়ান এই স্ট্রাইকার করেছেন ১১ গোল। তাঁর পরই অবস্থান বাংলাদেশ পুলিশ এফসির আল-আমিন। তাঁর গোল ৭টি। ৬টি করে গোল করেছেন মোহামেডানের মালির ফরোয়ার্ড সোলেমান দিয়াবাতে ও ব্রাদার্সের সেনেগালের ফরোয়ার্ড চেক সিনে এবং মোহামেডানের নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড এমানুয়েল সানডে।

কেবল গোল করার দিক দিয়েই নয়, গোলে অ্যাসিস্টেও এগিয়ে স্থানীয় ফুটবলাররা। ৪৫ ম্যাচে স্থানীয়দের অ্যাসিস্ট ৬৯টি ও বিদেশিদের অ্যাসিস্ট ৪২টি। গোলে সহযোগিতার দিকে শীর্ষে রহমতগঞ্জের মিশরের ফুটবলার মোস্তাফা আবদেল খালেক ও বসুন্ধরা কিংসের ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার মিগুয়েল। দুইজনই ৬টি করে গোলের সহযোগিতা করেছেন। মোহামেডানের উজবেকিস্তানের ফুটবলার মোজাফফরভ ৫টি, বসুন্ধরা কিংসের ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও রহমতগঞ্জের তাজউদ্দিন গোলে চারটি করে সহযোগিতা করেছেন।

প্রিমিয়ার লিগের প্রতি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই ম্যাচসেরা পুরস্কার জেতায় বেশি এগিয়ে দেশের দুই জনপ্রিয় ক্লাব মোহামেডান ও আবাহনীর ফুটবলাররা। দুই ক্লাবের খেলোয়াড়রাই পেয়েছেন ৮টি করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। এর পর পাঁচটি করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন বসুন্ধরা কিংস, রহমতগঞ্জ, ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও ফর্টিস এফসির খেলোয়াড়রা। ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব ও পুলিশ এফসির খেলোয়াড়রা সেরা হয়েছেন ৩টি করে ম্যাচে। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের খেলোয়াড়রা ২ ও চট্টগ্রাম আবাহনীর খেলোয়াড় এক ম্যাচে সেরা হয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে বেশি ৫ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন মোহামেডানের মালির ফরোয়ার্ড সোলেমান দিয়াবাতে। বসুন্ধরা কিংসের ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার মিগুয়েল, পুলিশ এফসির আল-আমিন, ব্রাদার্সের সেনেগালের ফুটবলার চেক সিনে ও আবাহনীর

আল আমীন

গোলরক্ষক মিতুল মারমা ৩টি করে ম্যাচসেরা পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রথম পর্বে ৮ টি লালকার্ড ও ১৭৫ টি হলুদকার্ড ব্যবহার হয়েছে। লালকার্ড দেখেছেন ৬ জন ফুটবলার ও ২ জন অফিসিয়াল। দুই জন বিদেশি লালকার্ড দেখেছেন, বাকি ৬টিই দেশিরা দেখেছেন। ১৭৫টি হলুদ কার্ডের মধ্যে স্থানীয়রা দেখেছেন ১৩০টি ও বিদেশিরা দেখেছেন ৪৫টি। হলুদ কার্ডের মধ্যে খেলোয়াড়রা দেখেছেন ১৭১টি ও অফিসিয়ালরা দেখেছেন চারটি। দল হিসেবে বেশি কার্ড পেয়েছে মোহামেডান। দুইটি লাল ও ২৪টি হলুদ কার্ড দেখেছেন এই দলের খেলোয়াড়রা। দ্বিতীয় সর্বাধিক ২৩ টি (২টি লাল ও ২১ টি হলুদ) কার্ড পেয়েছেন আবাহানী।

গোলরক্ষকদের ক্লিন শিটে এগিয়ে আবাহনীর মিতুল মারমা। প্রথম পর্বের ৯ ম্যাচে আবাহনী গোল হজম করেছে মাত্র একটি। মোহামেডানের কাছে আকাশি-নীলরা ১-০ গোলে হেরেছে। ওই এক ম্যাচেই প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডরা ফাঁকি দিতে পেরেছেন জাতীয় দলের এই গোলরক্ষককে। ৭ ম্যাচে মিতুল মারমার নামের পাশে আছে ক্লিন শিট। তিনটি করে ম্যাচে ক্লিন শিট আছে মোহামেডানের তরুণ গোলরক্ষক সাকিব আল হাসান ও ফর্টিসের গোলরক্ষক সারওয়ার জাহানের। দল হিসেবে আবাহনীর পরই ৫টি ক্লিন শিট মোহামেডানের।

স্থানীয়দের মধ্যে গোলদাতাদের শীর্ষে আল-আমিন

জাতীয় দলের ফরোয়ার্ডদের ছাপিয়ে প্রিমিয়ার লিগের প্রথম পর্বে গোল করায় দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশ এফসির মো. আল-আমিন। তিনি ৭ গোল করে স্থানীয়দের মধ্যে শীর্ষে আছেন। গত মৌসুমে শেখ জামালে খেলেছিলেন নীলফামারীর এই তরুণ। লিগে কোনো গোলই ছিল না। এবার প্রথম ৯ ম্যাচেই করেছেন ৭ গোল। তিন ম্যাচেই জোড়া লক্ষভেদ তাঁর।

আল-আমিন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরু করেছিলেন ২০২০-২১ মৌসুমে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের জার্সিতে। তবে শুরুর বছর ভালো ছিল না তাঁর জন্য। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠেছিল। নিষিদ্ধ হয়েছিলেন এক বছর। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে গত মৌসুমে নাম লিখিয়েছিল শেখ জামালে। জাতীয় দলের প্রাথমিক দলেও কখনো ডাক পাননি আল-আমিন। গোল

করে দক্ষতা দেখিয়ে তিনি ক্যাবরেরার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছেন। এখন তাঁর স্বপ্ন দেশের জার্সিতেও গোল করা।

স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে পাঁচটি করে গোল আছে বসুন্ধরা কিংসের রাকিব হোসেন ও রহমতগঞ্জের নাবিব নেওয়াজ জীবনের। ফর্টিসের পিয়াস আহমেদ নোভা, মোহামেডানের সৌরভ দেওয়ান এবং বসুন্ধরা কিংসের তপু বর্মন ও মজিবুর রহমান জনির গোল তিনটি করে।

এক নজরে ফলাফল

প্রথম রাউন্ড

২৯.১১.২০২৪: ব্রাদার্স-২(সিসে, জাকারিয়া) : পুলিশ এফসি-১(মানিক)
২৯.১১.২০২৪: ওয়ান্ডারার্স-০ : মোহামেডান-৬(দিয়াবাতে-২, সানডে, রাকিব, বোয়েটিং, সৌরভ)
২৯.১১.২০২৪: বসুন্ধরা কিংস-৭(জারেদ-২,রাকিব-২,ফাহিম,মিগুয়েল,জনি) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
৩০.১১.২০২৪: রহমতগঞ্জ-৩(ওশেই, তাজ, ফেলিক্স) : ফর্টিস এফসি-১(মনজুরুর)
৩০.১১.২০২৪: ইয়ংমেন্স ক্লাব-০ : আবাহনী-২(এনামুল গাজী, জাফর ইকবাল)

দ্বিতীয় রাউন্ড

০৬.১২.২০২৪: মোহামেডান-১(দিয়াবাতে) : বসুন্ধরা কিংস-০
০৬.১২.২০২৪: চট্টগ্রাম আবাহনী-০ : রহমতগঞ্জ-২(জীবন-২)
০৭.১২.২০২৪: আবাহনী-১(সুমন রেজা) : ওয়ান্ডারার্স-০
০৭.১২.২০২৪: পুলিশ এফসি-৪(আল-আমিন-২,জয়ন্ত,মানিক) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১(তুরায়েভ)
০৭.১২.২০২৪: ফর্টিস এফসি-১(পা ওমর) : ব্রাদার্স-১(জাকারিয়া)

তৃতীয় রাউন্ড

১৩.১২.২০২৪: ইয়ংমেন্স ক্লাব-০ : ফর্টিস এফসি-৩(নোভা-২,ওমর সার)
১৩.১২.২০২৪: ব্রাদার্স-২(চিক সিনে) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
১৪.১২.২০২৪: ওয়ান্ডারার্স-০ : পুলিশ এফসি-৪(আল-আমিন-২,দিপক, কাজেম কিরমানি)
১৪.১২.২০২৪: মোহামেডান-১(দিয়াবাতে): আবাহনী-০
১৪.১২.২০২৪: বসুন্ধরা কিংস-৪(জোনাথন, মিগুয়েল, সোহেল রানা, তপু বর্মন) : রহমতগঞ্জ-১(জীবন)

চতুর্থ রাউন্ড

২০.১২.২০২৪: পুলিশ এফসি-১(আল-আমিন) : মোহামেডান-৩(এমানুয়েল টনি, সানডে, দিয়াবাতে)
২০.১২.২০২৪: আবাহনী-১(সুমন রেজা) : বসুন্ধরা কিংস-০
২১.১২.২০২৪: চট্টগ্রাম আবাহনী-০ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-২(জায়েম, জকমনভ)
২১.১২.২০২৪: ফর্টিস এফসি-১ (ভ্যালেরি) : ওয়ান্ডারার্স-১(সাকিব)
২১.১২.২০২৪: রহমতগঞ্জ-৩ (স্যামুয়েল বোয়েটেং-২, জীবন) : ব্রাদার্স-১ (চেক সেনে)

পঞ্চম রাউন্ড

২৭.১২.২০২৪: ওয়ান্ডারার্স-১ (শাকিল আলী) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০
২৭.১২.২০২৪: মোহামেডান-১ (এমানুয়েল সানডে) : ফর্টিস-০
২৭.১২.২০২৪: বসুন্ধরা কিংস-১ (মজিবর জনি) : ব্রাদার্স-১ (চেক সেনে)
২৮.১২.২০২৪: আবাহনী-২ (আকাশ, ইমন) : পুলিশ এফসি-০
২৮.১২.২০২৪: ইয়ংমেন্স ক্লাব-১ (তুরায়েভ) :রহমতগঞ্জ-৬ (বোয়েটেং-২, রাজন-২, তাজউদ্দিন, জীবন)

ষষ্ঠ রাউন্ড

০৩.০১.২০২৫: ফর্টিস এফসি-০ : আবাহনী-০
০৩.০১.২০২৫: ব্রাদার্স-৩ (মুস্তাফা, চেক সিনে, সাজ্জাদ): ইয়ংমেন্স ক্লাব-০
০৩.০১.২০২৫: পুলিশ এফসি-০ : বসুন্ধরা কিংস-৫(জোনাথন-২, জনি, রাকিব, মিগুয়েল)
০৪.০১.২০২৫: চট্ট.আবাহনী-১ (জিতু) : মোহামেডান-৫(সৌরভ-২, মীনজুর, সানডে, সেলিম রেজা(আত্মঘাতী)
০৪.০১.২০২৫: রহমতগঞ্জ-৬(বোয়েটেং-৬) : ওয়ান্ডারার্স-১(সাইয়েস সামসুদ)

সপ্তম রাউন্ড

১০.০১.২০২৫: বসুন্ধরা কিংস-৪(জোনাথন, ফাহিম, রফিকুল, রাকিব) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১(টুটুল বাদশা-আত্মঘাতী)
১০.০১.২০২৫ : মোহামেডান-৩ () : রহমতগঞ্জ-১(বোয়েটেং)
১০.০১.২০২৫ : ওয়ান্ডারার্স-১(সিফাত) : ব্রাদার্স-৪(ইমন (আত্মঘাতী), মাহবুবুর, কিংসলে, চেক সেনে)
১০.০১.২০২৫ : পুলিশ এফসি-১(মোরশেদুল) : ফর্টিস এফসি-১(নোভা)
১১.০১.২০২৫ : চট্ট.আবাহনী-০ : আবাহনী-৪(ইব্রাহিম-২, এনামুল গাজী, আসাদুল মোল্লা)

অষ্টম রাউন্ড

১৭.০১.২০২৫: চট্ট. আবাহনী-১(ফাহিম) : পুলিশ এফসি-০
১৭.০১.২০২৫: ব্রাদার্স-০ : মোহামেডান-১(সানডে)
১৭.০১.২০২৫: ইয়ংমেন্স ক্লাব-৪(রাফায়েল, কচনেভ, জাকমনভ, তুরায়েভ) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-(সাকিব)
১৮.০১.২০২৫: ফর্টিস এফসি-১(আবদুল্লাহ) : বসুন্ধরা কিংস-১(তপু বর্মন)
১৮.০১.২০২৫: রহমতগঞ্জ-০ : আবাহনী-১(শাকিল)

নবম রাউন্ড

২৪.০১.২০২৫: ঢাকা ওদয়ান্ডারার্স-০ : বসুন্ধরা কিংস-৫(ফার্নান্দেজ, সোহেল রানা, তপু বর্মন, রাকিব, মিগুয়েল)
২৪.০১.২০২৫: মোহামেডান-০ : ইয়ংমেন্স ক্লাব-১(জাকমনভ)
২৪.০১.২০২৫: পুলিশ এফসি-২(আল-আমিন-২) : রহমতগঞ্জ-১(ওশিয়ে)
২৫.০১.২০২৫: ব্রাদার্স-০ : আবাহনী-০
২৫.০১.২০২৫: ফর্টিস এফসি-১(ইসা জালো : চট্ট. আবাহনী-০

প্রথম পর্ব শেষে পয়েন্ট টেবিল

দল	ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
মোহামেডান	৯	৮	০	১	২১/৪	২৪
আবাহনী	৯	৬	২	১	১১/১	২০
বসুন্ধরা কিংস	৯	৫	২	২	২৭/৬	১৭
রহমতগঞ্জ	৯	৫	০	৪	২৩/১৪	১৫
ব্রাদার্স ইউনিয়ন	৯	৪	৩	২	১৪/৮	১৫
ফর্টিস এফসি	৯	২	৫	২	৯/৮	১১
পুলিশ এফসি	৯	৩	১	৫	১৩/১৬	১০
ইয়ংমেন্স ক্লাব	৯	৩	০	৬	১০/২৩	৯
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স	৯	১	১	৭	৫/৩১	৪
চট্ট.আবাহনী	৯	১	০	৮	২/২৪	৩

বিপিএল : বিশ্ববাসীর অপরূপ মিলনমেলা

আশরাফ উদ্দিন খান

ক্রীড়াঙ্গন হচ্ছে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা নির্মল ও নিষ্কলুষ ক্ষেত্রভূমি। তাই সবার কাছেই এই অনুষ্ঠান যেমন শিহরণ জাগায়, তেমনি আনন্দদায়কও বটে। এই আসরের দর্শকরা মুহূর্তের জন্য হলেও ভুলে যায় জীবনের যাবতীয় দুঃখ, কষ্ট, অনাহার ও শত বিয়োগ ব্যথার মর্মান্তিক যাতনা। এ জন্যই খেলাধুলা অনাদিকাল থেকেই মানব সন্তানের কাছে অমূল্য সম্পদ।

পৃথিবীর সব ক্রিকেট খেলিয়ে দেশেই চলছে ফ্রাঞ্চাইজিভিত্তিক প্রতিযোগিতার আসর। এর আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। ৫০ ওভারের ওডিআই, ২০ ওভারের টি-টোয়েন্টি, ১০ ওভারের দি-টেন এবং ১০০ বলের দি-হান্ড্রেড ছাড়াও আরও রয়েছে অনেক ধরনের। এই আসরে নির্দিষ্ট সম্মানি নিয়ে নির্দিষ্ট দলের পক্ষে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ও নির্দিষ্ট আসরের জন্য বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটাররা সমবেত হয়ে থাকেন। এখানে কালো-ধলার প্রভেদ নেই। দল ও ধর্মের উর্ধ্বে ক্রিকেটের কুশীলবরা মহামিলনমেলা সাজিয়ে ক্রিকেটের মাহাত্ম্য তুলে ধরেন। এই মিলনমেলার সবাইকে যেন ডাকা হয় কবি গুরুর ভাষায়,

'এসো হে আর্য, এসো অনার্য হিন্দু-মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিষ্টান।'

তাইতো দেখা যায়, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ক্রিকেটারদের বিরামহীন ছোটাছুটি। এই অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম নিয়ে আসর সাজায়। আমাদের বিপিএল; পাকিস্তানে পিএসএল; ভারতে আইপিএল; অস্ট্রেলিয়ায় বিগব্যাশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজে সিপিএল এবং ইংল্যান্ডে একাধিক নামে এর পরিচিতি রয়েছে।

এই অনুষ্ঠানগুলোর আবেদন ও আকর্ষণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আকৃতির খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণের কারণে এর গুরুত্বও গ্রহণযোগ্যতা প্রায় আকাশছোঁয়া। সবার মিলনের দৃশ্য যেন গোটা পৃথিবীকে একটিমাত্র দেশে পরিণত করেছে। এখানে সব ক্রিকেটারই এক মন্ত্রে উজ্জীবিত। তাঁদের কণ্ঠে ধ্বণিত হয় বিখ্যাত দার্শনিক টমাস পাইনের কথা, 'পৃথিবীটা আমার দেশ, সব মানব জাতি আমার ভাই' কিংবা সক্রেটিসের ভাষায়, 'আমি এ এথেন্সবাসী নই, আমি গ্রিকও নই, আমি বিশ্বের নাগরিক'। এই কথাগুলোর সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে আমাদের বিপিএলে। সব খেলোয়াড় এখন বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে একান্তভাবে লীন হয়ে গেছেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধরনের খেলোয়াড়রা। কেউ জানতে চাইবে না শাহীন আফ্রিদী, মো. ওয়াসিম, ইফতেখার, খুশদীল, থিসারা, মো. নবী, কাইলমায়ার্স, টুপ্লে, ডেভিড মালান কোথাকার বা কী ধরনের খেলোয়াড় কিংবা কত টাকার বিনিময়ে এখানে খেলতে এসেছেন। এঁরা সবাই আমাদের সঙ্গে যেন একাত্ম্য হয়ে এক সূতায় মালা গেঁথেছেন। এই মিলনমেলার কোনো তুলনা হয় না। এখানে নেই রাজনীতির কোলাহল, নেই স্বার্থের হলাহল।

খেলোয়াড়রা সর্বক্ষেত্রে সবার কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁরা দেশের বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, আবিষ্কারক ও রাজনীতিবিদদের চেয়ে কোনো অংশে কম নন, বিশেষ করে ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তিবর্গের কাছে। পেলে, ম্যারাডোনা, ব্র্যাডম্যান, মোহাম্মদ আলী (ক্লে)-র দিকে দৃষ্টি দিলেই তা বোঝা যায়। সর্ব দিকে তাকালে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, জর্জ উইয়াহ খেলোয়াড় হিসেবে যতটা পরিচিত এবং জনপ্রিয়, লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ততটা নন। অতি কাছের ইমরান খানের দিকে তাকালেও একই উত্তর মিলবে।

আমাদের মাটিতে একদশ বিপিএলের প্রসঙ্গেও উপরিউক্ত আলোচনার সত্যতা ধরা পড়ে। উসমান খান, থিসারা এবং লিটন দাস সেঞ্চুরি হাঁকালেন। কেউ প্রশ্ন প্রশ্ন করতে চাইবেন না যে এঁরা কোন দেশের নাগরিক। বরং ব্যক্তি হিসেবেই তাঁরা শ্রদ্ধার কাতারে স্থান পাবেন। কারও ভেতর অতিরিক্ত স্বাজাত্যবোধ থাকলে সে ক্ষেত্রে বিচারবোধ একটু প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। একটা কল্পিত উদাহরণ টানা যেতে পারে, 'যদি চারজন ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বোলার কে? শ্রীলঙ্কার অধিবাসী সবার আগে দাঁড়িয়ে বলবেন মুত্তিয়া মুরালিধরন। ভারতবাসীর মুখে শোনা যাবে, 'কপিল দেব' নিখাঞ্জ বা যশপ্রিত বুমরাহর নাম। পাকিস্তানি ব্যক্তিটি ধীর স্বরে প্রতিবাদ করবেন। বলবেন, ওয়াসিম আকরাম কিংবা আব্দুল কাদির। সবার শেষে আফগানি মাথার পাগড়িতে হাত রেখে বলবেন, কারও কথাই মানছি না, তিনি হচ্ছেন রশিদ খান। তবে একটা কথা সত্য যে কোনো ক্রিকেটার অসাধ্য সাধন করলে সেখানে মানুষের জয়গানই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। ইংল্যান্ডের জিম লেকার যখন এক টেস্টে ১৯ জন প্রতিপক্ষকে সাজঘরে ফেরান কিংবা ব্রায়ান লারা এক ইনিংসে ৪০০ করেন, তখন মানুষের জয়গান ধ্বনিত হয়।

এককথায়, বিভিন্ন দেশের অসংখ্য ক্রিকেটার যখন একই ময়দানে একই উদ্দেশ্যে মিলিত হন, তা হচ্ছে মানুষের মহামিলন। এখানে নেই কোনো ক্লেদ, নেই মামলা-মোকদ্দমা, নেই পাল্টাপাল্টি দোষ চাপানোর প্রতিযোগিতা, নেই হীনতাবোধ। তাই তো ক্রীড়াঙ্গন এত পবিত্র, এত আকর্ষণীয়। এ জন্য ক্রীড়াবিদরাও নির্বিচারে সবার কাছে অবিমল শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকেন।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে জয়-পরাজয় আছে। নির্মল লড়াই করার মানসিকতা আর রয়েছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের অঘোষ সুযোগ। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব...' কিংবা কাবাডির 'ডু অর ডাই' মন নিয়ে খেললে ফলাফল যা-ই আসুক, তাতে অফুরন্ত আনন্দ ও শিহরণ লাভ হয়। এর মধ্যে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে থাকে, কে জানত যে নিশ্চিত পরাজয় মাথায় নিয়ে রংপুর দলনেতা নুরুল হাসান সোহান শেষ ওভারে ৩০ রান নিয়ে নিজ দলকে বরিশালের বিরুদ্ধে জয় এনে দিবেন। পরাজয় সত্ত্বেও রাজশাহীর বিপক্ষে ১৯ রানের বিনিময়ে সাত উইকেট নিয়ে তাসকিন আহমদ ক্রিকেট ইতিহাসে অমর হয়ে রযেছেন। এই নিবন্ধ লেখার সময় বিপিএলের অর্ধেক খেলা সমাপ্ত হয়েছে। বাকিগুলোয় আরও অনেক কিছু ঘটতে পার। তবে সব খেলোয়াড়কেই আত্মনিবেদন করে খেলা দরকার। ক্রিকেটে জয় এবং পরাজয় থাকবেই, বিশেষ করে সীমিত ওভারের খেলায়। কদাচিৎ সমতা আসে। তবে সব ক্ষেত্রেই আনন্দ আছে। লর্ড বায়রনের ভাষায়, 'আমাদের বেছে নেওয়ার জন্য খেলায় দুটি আনন্দ রয়েছে, এদের একটি হলো জয়ের, অপরটি পরাজয়ের'।

ক্রীড়াবিদরা নিজের শ্রেষ্ঠাংশ খেলায় ঢেলে দিতে পারলে তার পক্ষে দেবত্ব স্তরে পৌঁছানো অসম্ভব হয় না আবার কিনারায়ই তরি ডুবিয়ে দিলে ধিক্কারও দূরে থাকে না। তবে দুটোই ক্ষণস্থায়ী। সবারই লক্ষ্য থাকা উচিত উৎকর্ষ প্রদর্শন করা, এবং তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, নইলে দলীয় কিংবা জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচকমণ্ডলীদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, একমাত্র খেলোয়াড়গণই তাঁদের শৈলী দ্বারা দুঃখী মানুষের বেদনা লাঘব করতে সক্ষম। তাঁরা অসংখ্য সমস্যার সমাধান কিংবা সাংসারিক জাঁতাকলের যন্ত্রণা থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভক্তদের মুক্তি দিতে পারেন।

ক্রীড়াঙ্গন এমনই বিশাল অঙ্গন যে এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা উচু-নীচুর ভেদাভেদ নাই। এটার ব্যত্যয় ঘটিয়ে যাঁরা দল বা দলনেতা নির্বাচন করে থাকেন, তাঁদের সুনাম কারও কাছেই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আঞ্চলিকতার প্রশ্নও এ ক্ষেত্রে অবান্তর। যে শ্রেষ্ঠ তারই স্থান হবে সর্বাগ্রে। অবশ্য 'ফ্র্যাঞ্চাইজি' পদ্ধতির বাণিজ্যিকভাবে ক্রিকেটের আভিজাত্যকে বহুলাংশে খর্ব করেছে। চলমান বিশ্বে অনেক কিছুই পাল্টে যাচ্ছে, তা মেনে নেওয়াই যুক্তিসংগত।

ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্ব এক জায়গায় থাকে না। আমরাও ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি–অন্যরাও অগ্রসরমান। তবে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর আশা রাখি। এ ক্ষেত্রে ভুলে যেতে হবে খেলোয়াড়দের স্থান, কাল ও রাজনৈতিক পরিচয়। একটা সুখবর এই যে আমাদের মধ্যে উপরিক্ত ব্যাধিগুলোর প্রাদুর্ভাব নেই। বিশেষ করে অঞ্চলপ্রিয়তা, ধর্মান্ধ মনোভাব, বর্ণবাদী ধারা একেবারেই অনুপস্থিত। তবে খেলোয়াড়দের ধারাবাহিকতার অভাবে আমাদের এখনো টপ অর্ডারের খেলোয়াড়দের বাছাই করা অতিমাত্রায় কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কোন কোন বোলার প্রথম দুই তিন ওভারে সংযত বল করলেও শেষের ওভারে অবিস্মরণীয় উদারতা প্রদর্শন করছেন। এটা খুব অবাঞ্ছিত। আমাদের খেলোয়াড়দের কিছু মানসিক দীনতা আছে। অবশ্য এটা নিজেরা নিজেরাই শুধরে নিতে পারেন। প্রয়োজনে যে কোনো মনোচিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে গেলে দোষের কিছু নেই। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ভালো খেলোয়াড়ও একের পর এক শূন্য, দুই-চারে বিদায় নিতে বাধ্য। বিদেশি অনেক ভালো খেলোয়াড় আমাদের দুয়ারে এসেছেন। তাদের দেখাদেখিও কিছু কিছু ভুল শুধরে নেওয়া সম্ভব।

আজকের পৃথিবী ধীরে ধীরে বেশি কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। এর মাঝে চারুকলা, সংগীত ও খেলাধুলা এখনো নির্মলতার দাবি রাখে। আমাদের বিপিএল হোক সব দিক দিয়ে কলুষমুক্ত। আমরা দেশবাসী একান্তভাবেই এটা কামনা করছি। এই মহামিলনের ক্ষেত্র ভুমির সময়ের জন্য বিরূপ প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকবে বলে আশা সবার–সব দেশবাসীর। বিশ্ব নাগরিকতার সার্থক ছোঁয়া রয়েছে এই সব ফ্রাঞ্চাইজি আসরে। তাই তো ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আবিষ্কৃত এলাকা আমাদের কাছে আজ এত কাছে। তাঁরা যেন আমাদের সঙ্গে একাত্ম ও আত্মীয় হয়ে গেছে। আমাদের বিপিএল ও বিশ্বের ক্রিকেটারদের আত্মীয় হওয়ার জন্যই কাছে আসতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

এতটা আশা করেননি আলফাজ

তোফায়েল আহমেদ

প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলের প্রথম পর্বে এবার চমকের পর চমক দেখিয়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। একমাত্র দল হিসেবে অষ্টম রাউন্ড পর্যন্ত শতভাগ ম্যাচে জয়ী ছিল তারা। শতভাগ সাফল্য নিয়েই প্রথম পর্ব শেষের সুযোগও ছিল সাদা-কালো জার্সিধারীদের সামনে। কিন্তু নবম রাউন্ডে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্সের বিপক্ষে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে বসে দলটি। এরপরও প্রথম পর্ব শেষে টেবিলে সবার ওপরে তারাই। দ্বিতীয় স্থানে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেডের চেয়ে এগিয়ে আছে ঠিক ৪ পয়েন্টে। আর গত পাঁচ আসরের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের চেয়ে এগিয়ে ৭ পয়েন্টে। মোহামেডান কোচ আলফাজ আহমেদ প্রথম পর্ব শেষে তার দলের এই অবস্থান নিয়ে বেশ খুশি। সরাসরিই বলছেন, মৌসুমের শুরুতে এতটা ভালো আশা করেননি তিনি। তবে তৃপ্তির কথা বলার পাশাপাশি এটিও মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শিরোপার পথটা এখনো ঢের বাকি।

গত ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ছিল প্রিমিয়ার লিগের নবম রাউন্ডের শেষ দুই 'ম্যাচ ডে'। ২৪ জানুয়ারি নিজেদের 'পয়া ভেন্যু' কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ইয়ংমেন্সের কাছে ১-০ গোলে ধরাশায়ী হয় মোহামেডান। এতে ৯ ম্যাচে ৮ জয় ও ১ হারে সাদা-কালোদের পয়েন্ট দাঁড়ায় ২৪। মোহামেডান হেরে যাওয়ায় আবাহনীর সামনে বড় সুযোগ তৈরি হয়েছিল। ২৫ জানুয়ারি ব্রাদার্স ইউনিয়নকে তারা হারাতে পারলেই মোহামেডানের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ২-এ নামিয়ে আনতে পারতো। কিন্তু মারুফুল হকের দল এই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। গোপীবাগের দলের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে বসে। ফলে ৯ ম্যাচে ৬ জয় ও ২ ড্র ও ১ হারে আবাহনীর পয়েন্ট ২০। তিন নম্বরে থেকে প্রথম পর্ব শেষ করা বসুন্ধরা কিংসের ৯ ম্যাচে ৫ জয় এবং দুটি করে ড্র ও হারে ১৭ পয়েন্ট।

প্রথম পর্বে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে জানতে চাইলে মোহামেডান কোচ আলফাজ আহমেদের কণ্ঠে তৃপ্তি ঝরে। বলেন, 'মোহামেডানের জন্য লিগের প্রথম পর্ব ভালোই গেছে বলব। ৮ ম্যাচে মোহামেডান জয় লাভ করেছে, একটিতে হেরেছে। ওভারঅল ভালোই হয়েছে'। তবে এরপরই আলফাজ মনে করিয়ে দেন, 'দ্বিতীয় লেগে দলগুলো আরও ব্যালেন্সড হবে। নিজেদের যেসব জায়গায় দুর্বলতা আছে, সেসব জায়গায় তারা শক্তি বাড়াবে। ফলে দ্বিতীয় পর্ব আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে আমার মনে হয়'। তাই চ্যাম্পিয়নশিপ প্রশ্নে তাঁর উচ্চারণ, 'এখনো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো কোনো কিছুই হয়নি। এখনো অনেক খেলাই বাকি আছে...'।

তবে এখন পর্যন্ত মোহামেডানের পারফরম্যান্স নিয়ে আলফাজের মধ্যে কোনো রকম অসন্তুষ্টি নেই। বরং বেশ গর্বিতই তিনি। জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়ক বলেন, 'মোহামেডানের ফলাফল অনুযায়ী বোঝা যায় আমরা ভালোর দিকেই এগোচ্ছি। গত ১০-১৫ বছরে তো মনে হয় না মোহামেডান লিগে টানা ৮ ম্যাচ এভাবে জিতেছে'। টানা ৮ ম্যাচ জেতার পর নবম ম্যাচে এসে ইয়ংমেন্সের কাছে হার নিয়েও খুব একটা বিচলিত নন আলফাজ, 'সব দলই কোনো না কোনো ম্যাচ হেরেছে। আমরা হারব না, এমন তো না। আমাদেরও একটা দিন খারাপ যেতেই পারে। একটা দিন আমাদের খারাপ গেছে'। তবে মোহামেডান খেলোয়াড়রা ইয়ংমেন্স ম্যাচটা হালকাভাবে নিয়ে নেওয়াতেই অঘটন ঘটেছে বলে মনে করেন আলফাজ, 'লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে হলে সব সময় সিরিয়াস থাকতে হবে, মনোযোগী থাকতে হবে। অন্যদের থেকে বেশি সিরিয়াস থ াকতে হবে। আমার মনে হয় এই (ইয়ংমেন্সের বিপক্ষে) ম্যাচটা আমরা বেশি ক্যাজুয়ালি নিয়ে নিয়েছিলাম। তবে এ রকম অঘটন ঘটতেই পারে, ফুটবলে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার'।

২০২৩ সালের এপ্রিলে মোহামেডানের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন আলফাজ। এরপর থেকেই বলতে গেলে দলটা বদলে যাওয়া এক দলে পরিণত হয়েছে। তাঁর কোচিংয়েই ২০২২-২৩ মৌসুমে ফেডারেশন কাপ জয় করে মোহামেডান, যা ছিল ৯ বছর পর দলটির কোনো ট্রফি জয়। ২০২৩ সালে ফেডারেশন কাপ জেতার আগে মোহামেডান সবশেষ ট্রফি জিতে ২০১৪ সালে। সকার ক্লাব ফেনিকে হারিয়ে সেবার স্বাধীনতা কাপের ট্রফি জিতেছিল তারা। আর ২০২৩ সালের আগে সবশেষ ফেডারেশন কাপ জিতেছিল তারা ২০০৯ সালে। অর্থাৎ ফেডারেশন কাপে তারা চ্যাম্পিয়ন হয় ১৪ বছর পর।

২০২৩-২৪ মৌসুমে অবশ্য মোহামেডান কোনো ট্রফি জিততে পারেনি। তবে লিগ, ফেডারেশন কাপ ও স্বাধীনতা কাপ- এই তিন প্রতিযোগিতাতেই রানার্সআপ হয় তারা। তারুণ্যনির্ভর দল নিয়ে তাদের এই সাফল্যকেও প্রশংসনীয় না বলে উপায় নেই। ২০২৪-২৫ মৌসুম থেকে ঘরোয়া সূচিতে যোগ হয়েছে চ্যালেঞ্জ কাপ। মৌসুম শুরুর এই প্রতিযোগিতায় বসুন্ধরা কিংসের মুখোমুখি হয়েছিল মোহামেডান। তবে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও ম্যাচটা জিততে পারেনি তারা। এবারের মৌসুমে স্বাধীনতা কাপ আয়োজিত হয়নি। লিগের সঙ্গে চলমান আছে ফেডারেশন কাপ। মোহামেডান এবার গ্রুপ পর্ব থেকেই এই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেছে। আপাতত তাই এখন লিগ ঘিরেই তাদের স্বপ্ন আবর্তিত। যেখানে অন্য যেকোনো দলের চেয়ে বেশ ভালো অবস্থানে মোহামেডান।

আলফাজ আহমেদের কাছে জানতে চাওয়া- লিগ শুরুর আগে কি ভেবেছিলেন প্রথম পর্ব শেষে মোহামেডান এমন ভালো অবস্থায় থাকবে? উত্তরে তিনি বলেন, 'না, এতটা তো আশা করিনি। ভালো করবে এতটুকু আশা ছিল। তবে প্রত্যাশার চেয়েও বেশিই ভালো এখন অবস্থান'।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি শুরু হতে পারে লিগের দ্বিতীয় পর্ব। আলফাজ জানিয়েছেন, নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেই এগিয়ে যেতে চান তারা। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থান ধরে রেখে দ্বিতীয় পর্ব শেষ করতে পারলে হবে ইতিহাস। প্রিমিয়ার লিগ যুগে প্রথমবারের মতো শিরোপার স্বাদ পাবে মতিঝিল ক্লাব পাড়ার দলটি। পারবে তো মোহামেডান?

প্রথম জাতীয় যুব জিমন্যাস্টিকসে কোয়ান্টামের জয়জয়কার

ওমর ফারুক রুবেল

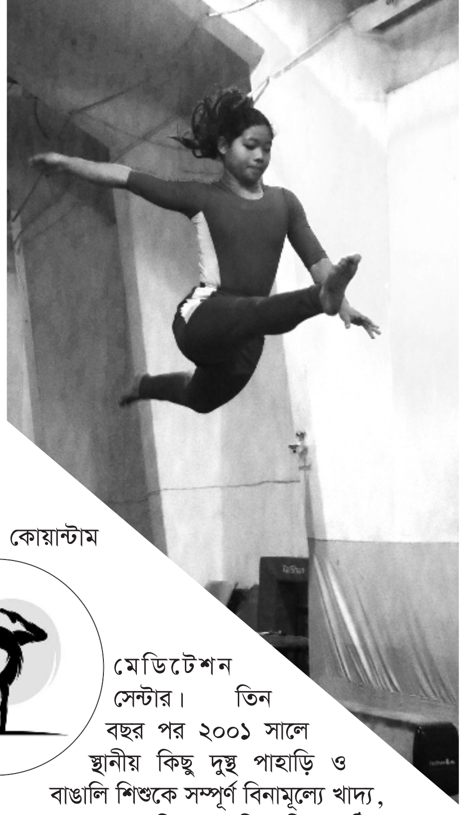

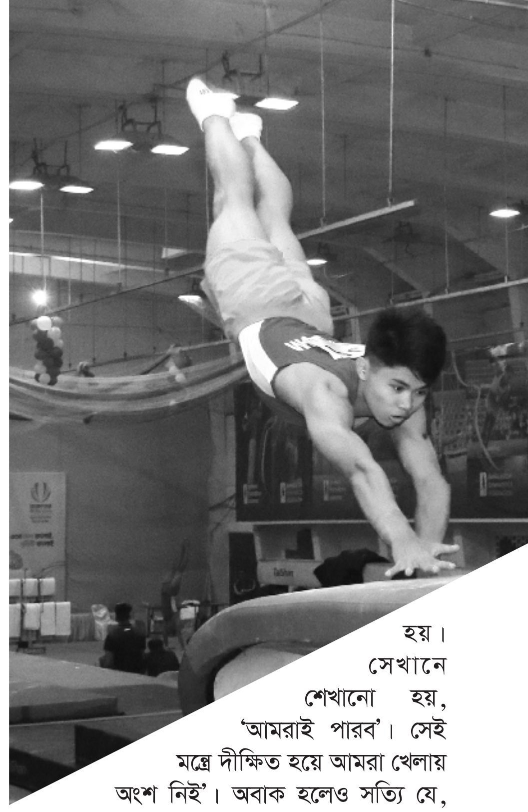

আগে সিনিয়র ও জুনিয়র ইভেন্টে হতো জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতা। তবে সরকার ঘোষিত তারুণ্যের উৎসবে প্রথমবার জাতীয় যুব জিমন্যাস্টিকসের আয়োজন করে ফেডারেশন। ২২ ও ২৩ জানুয়ারি র‍্যালি আর প্রতিযোগিতায় দারুণ সময় কাটান দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জিমন্যাস্টরা। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জিমন্যাসিয়ামে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী খেলা শেষে পুরুষ বিভাগে ২০০.৭২ পয়েন্ট পেয়ে সেরা হয়েছে কোয়ান্টাম। এই বিভাগে ১২৮ স্কোর করে প্রথম রানার্সআপ বিকেএসপি এবং ১০৮.৭০ স্কোরে দ্বিতীয় রানার্সআপ পিকেএসপি (পুবের গাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)। সেরা জিমন্যাস্ট চ্যাম্পিয়ন দলের মংচিং প্রু ত্রিপুরা। মেয়েদের বিভাগে ৯৪.৮০ স্কোরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোয়ান্টাম। ৮৯.৩৮ স্কোরে প্রথম রানার্সআপ বিকেএসপি এবং ৩৭.৩০ স্কোরে দ্বিতীয় রানার্সআপ দিনাজপুর। এই বিভাগের সেরা জিমন্যাস্ট বিকেএসপির বনফুলি চাকমা। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশে কাতারের উপ-রাষ্ট্রদূত মো. খালিদ আল মাদিদ। এ সময় ফেডারেশনের সহসভাপতি আহমেদুর রহমান বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান জামিল উপস্থিত ছিলেন। আগের দিন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মুনীরুল ইসলাম।

স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল

বান্দরবানের লামা থানার সরই ইউনিয়নে ১৯৯৮ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সেন্টার। তিন বছর পর ২০০১ সালে স্থানীয় কিছু দুস্থ পাহাড়ি ও বাঙালি শিশুকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার সুবিধা দিয়ে গঠিত হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। মাত্র ৭টি শিশু নিয়ে শুরু হলেও আজ এ স্কুলের ছাত্রসংখ্যা আড়াই হাজারের অধিক। ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ -পর পর তিন বছরই ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশের সেরা স্কুল নির্বাচিত হয়েছে স্কুলটি।

'অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবোই'- এটা তাদের নিত্যদিনের স্লোগান। এই স্লোগানকে বুকে ধারণ করে লামার গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ানে অনুশীলন করেন এই ছেলে মেয়েরা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা হাজার ফুট উপরে। যে মাঠে নিয়মিত খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণের ফলে শিশুদের স্টামিনা অন্য যেকোনো অঞ্চলের শিশুদের তুলনায় বেশি হয়। পাশাপাশি যথ যথ প্রশিক্ষণ তাদের ক্রমাগত দক্ষ করে তুলছে। গত সাত বছর ধরে কোয়ান্টাম শিশুকাননের শিক্ষার্থীরা জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশ নিয়ে ভালো খেলে সেরার তকমা ছিনিয়ে নিচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারের জাতীয় যুব জিমন্যাস্টিকসে অংশ নিয়ে সেরা হয়েছে লামার এই স্কুলটি।

জিমন্যাস্টিকসে প্রতি বছরেই সেরা হচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এর নেপথ্য গল্প সম্পর্কে কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মেন্টন টনি বলেন, 'দিনে দুই বেলা আমাদেরকে মেডিটেশন করানো হয়। সেখানে শেখানো হয়, 'আমরাই পারব'। সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমরা খেলায় অংশ নিই'। অবাক হলেও সত্যি যে, বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকেস দেশের একমাত্র ক্রীড়াবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) শিক্ষার্থীদেরও পেছনে ফেলছে কোয়ান্টাম। কসমো স্কুল অ্যান্ড কলেজের আরেক শিক্ষার্থী হ্লাখিং মারমার কথা, 'আমাদের আরেকটি বিষয় শেখানো হয়, 'মনচাওয়া'। মন যা চাইবে তাই করতে পারবো। তাই আমরা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছি অলিম্পিকে স্বর্ণজয়। সেটাকে মাথায় রেখেই আমরা কোয়ান্টামে খেলা শিখছি এবং জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য কুড়িয়ে নিচ্ছি'।

পুবের গাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (পিকেএসপি) চমক

নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চন ব্রিজের পাশে আতলাপুর এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় তৈরি হয়েছে পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-পিকেএসপির। আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরিই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। প্রায় ৭০ একর জমির উপর নির্মিত এই প্রতিষ্ঠানে ক্রিকেট দিয়ে শুরু হলেও পর্যায়ক্রমে ফুটবল, হকি, আর্চারি, জিমন্যাস্টিকসের মতো ডিসিপ্লিন অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই প্রতিষ্ঠানটিই এবারের জিমন্যাস্টিকসে চমক দেখিয়েছে। এবারের প্রথম জাতীয় যুব জিমন্যাস্টিকসে পুরুষ বিভাগে চারটি ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে নিজেদের আগমনী বার্তা জানান দিয়েছে।

তারুণ্যের উৎসবে ক্রীড়াঙ্গন

তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের র‍্যালিতে অংশ নিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।

আর্চারি ফেডারেশনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে অতিথিরা

জুডোর মানোন্নয়নে জুডো ফেডারেশনের একটি কার্যক্রম

সেপাকটাকরো অ্যাসোসিয়েশন

অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে অতিথিরা

রাগবি প্রতিযোগিতায় সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল

মেয়ে খেলোয়াড়দের হকি প্রতিযোগিতা

হাজারের মাইলফলকে নিগার

মো. মনির উদ্দিন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত ওয়ানডে সিরিজ হেরে গেছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল। ফলে অল্পের জন্য আগামী বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ হারালো টাইগ্রেসরা। সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে ক্যারিবীয় মেয়েদের কাছে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত হওয়া সিরিজে বাংলাদেশকে চরমভাবে ভুগিয়েছে ব্যাটিং। ব্যাটাররা ঠিকঠাকমতো দায়িত্বপালন করতে পারলে সিরিজের ফল অন্যরকম হওয়াও অসম্ভব ছিল না।

টাইগ্রেসরা যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে এবার একমাত্র জয়ের মুখ দেখেছে, সেখানে বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি কার্যকর ভূমিকা রেখেছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দায়িত্বশীল ব্যাটিং। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ অধিনায়ক স্রোতের বিপরীতে হাল ধরে খেলেছেন ১২০ বলে ৬৮ রানের সময়োপযোগী একটি ইনিংস। চার নম্বরে নেমে এই উইকেটকিপার ব্যাটারের উইকেটে টিকে থাকার প্রয়াসের কারণেই মূলত অলআউটের আগে স্কোরবোর্ডে ১৮৪ রান তুলতে সমর্থ হয় বাংলাদেশ। পরে বোলারদের সম্মিলিত নৈপুণ্যে স্বাগতিকদের ১২৪ রানে গুটিয়ে দিয়ে জয় আসে ৬০ রানের ব্যবধানে যা যে কোনো সংস্করণ মিলিয়ে ক্যারিবীয় মেয়েদের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম জয়।

তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাটার হিসেবে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন নিগার সুলতানা। ওই ম্যাচেই নারীদের ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে 'হাজারি রান ক্লাবে' নাম লিখিয়েছেন টাইগ্রেস অধিনায়ক। পঞ্চাশ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৯৮৩ রান নিয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে উড়াল দেওয়া নিগার প্রথম ম্যাচে আউট হয়ে যান ১৪ রান করে। ফলে তাঁর রান দাঁড়ায় ৯৯৭। দ্বিতীয় ম্যাচে ফারজানা হক আউটের পর ক্রিজে গিয়ে দলীয় ত্রয়োদশ ওভারে ক্যারিবীয় লেগ স্পিনার অ্যাফি ফ্লেচারের বলে সিঙ্গেল নিয়ে নিজের তৃতীয় রানটি সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে হাজারের মাইলফলক পূর্ণ হয় নিগারের। এদিন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৮ রানের ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলা এই উইকেটকিপার ব্যাটার অবশ্য তৃতীয় ম্যাচে ১১ রানের বেশি করতে পারেননি।

উল্লেখ্য, নারী ওয়ানডেতে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে হাজার রানের ল্যান্ডমার্ক পেরিয়েছিলেন ফারজানা হক পিংকি। বিশ্বকাপের মঞ্চে ২০২২ সালের ২৫ মার্চ ওয়েলিংটনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮ রান করার মাধ্যমে ওই কীর্তি গড়া ৩১ বছর বয়সী এই ওপেনার এবার সঙ্গী হিসেবে পেলেন নিগার সুলতানাকে। এই সংস্করণে ফারজানার রান এখন ১৭২৯ (৭১ ম্যাচের ৬৮ ইনিংসে, গড় ২৭.৪৪, স্ট্রাইকরেট ৫০.৯৫, সেঞ্চুরি ২টি, হাফ সেঞ্চুরি ১৩টি) এবং নিগারের ১০৭৬ (৫৩ ম্যাচের ৪৮ ইনিংসে, গড় ২৫.০২, স্ট্রাইকরেট ৫১.৫৮, হাফ সেঞ্চুরি ৫টি, সর্বোচ্চ ৭৩)। ১০০০ রানের মাইলফলক ছুঁতে ফারজানার লেগেছিল ৪৭তম ম্যাচের ৪৬ ইনিংস আর নিগারের লাগলো ৫২তম ম্যাচের ৪৭ ইনিংস।

এই দু'জনের পর ওয়ানডেতে বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রাহক রুমানা আহমেদ (৫০ ম্যাচের ৪৭ ইনিংসে ২২.৯২ গড়ে ৯৬৩ রান)। ৩৩ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার টাইগ্রেসদের হয়ে সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছেন ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। বর্তমান বাস্তবতায় রুমানার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সমাপ্তিও দেখে ফেলেছেন কেউ কেউ। সেক্ষেত্রে সম্ভবত বাংলাদেশের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডের হাজারি রান ক্লাবের সদস্য হবেন শারমিন আক্তার সুপ্তা (৪১ ম্যাচের ৪০ ইনিংসে ২১.৫৭ গড়ে ৮৬৩ রান)। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক নারী টি-টোয়েন্টিতে হাজার পেরিয়ে বাংলাদেশের প্রথম হিসেবে দুই হাজার রানও পূর্ণ করে ফেলেছেন নিগার সুলতানা (১০৬ ম্যাচের ১০০ ইনিংসে ২৬.৪৮ গড়ে ২০৬৬ রান)। এই ফরম্যাটে বাংলাদেশ অধিনায়কের পর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন ফারজানা হক (৮৪ ম্যাচের ৭৯ ইনিংসে ১৮.৭০ গড়ে ১২৫৩ রান)। ওপরের পরিসংখ্যান ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগ পর্যন্ত।

অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশ নারী দলের ব্যাটিংয়ের মূল স্তম্ভ হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। অনুপ্রেরণাদায়ী অধিনায়ক, নির্ভরযোগ্য ব্যাটার, দুর্দান্ত উইকেটরক্ষক- তাঁকে আসলে বলতে হয় 'একের ভিতর তিন'। ২০২১ সালে নিগারের হাতে নেতৃত্ব উঠার পর টাইগ্রেসরা বেশ কিছু স্মরণীয় সাফল্য পেয়েছে। বোলিং বিভাগটা বৈচিত্র্যময় ও শক্তিশালী হওয়ার পরও ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট দুর্বল হওয়ার কারণে সেভাবে এগুতে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ নারী দল। এক্ষেত্রে জ্যোতি নিজে অবশ্য সর্বোচ্চ নিংড়ে দিয়ে ব্যাট হাতে লড়াই করছেন প্রতিনিয়তই।

পরিসংখ্যানের পাতা উল্টিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওয়ানডেতে নিগার সুলতানা সবচেয়ে বেশি ২৭১ রান করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে (১৫ ম্যাচের ১৫ ইনিংসে, গড় ২০.৮৪)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬৪ রানের (১০ ম্যাচের ৯ ইনিংসে, গড় ৩৭.৭১) প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এই সংস্করণে দেশে তাঁর গড় ২৮.০০ (১৮ ম্যাচের ১৭ ইনিংসে ৩৯২) হলেও বিদেশে সেটি ২৫.৩১ (২৪ ম্যাচের ২১ ইনিংসে ৪৮১) এবং নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ২০.৩০ (১১ ম্যাচের ১০ ইনিংসে ২০৩)। অধিনায়ক হিসেবে ৩২ ম্যাচের ৩০ ইনিংসে ২৫.৫৭ গড়ে নিগারের রান ৭১৬ এবং অধিনায়ক হওয়ার আগে ২১ ম্যাচের ১৮ ইনিংসে ২৪.০০ গড়ে করেছিলেন ৩৬০ রান। সবচেয়ে বেশি ৬১৯ রান (২৪ ম্যাচের ২৪ ইনিংসে, গড় ২৬.৯১) করেছেন ব্যাটিং অর্ডারের চার নম্বরে নেমে। দিনে খেলা ৪৪ ওয়ানডেতে তাঁর রান ৯০৭ (৪০ ইনিংসে, গড় ২৫.৯১) এবং দিবা-রাত্রির ৯ ম্যাচে সংগ্রহ ১৬৯ (ইনিংস ৮, গড় ২১.১২)। নিগার সুলতানার মূল পরিচয় উইকেটকিপার ব্যাটার হলেও বিভিন্ন সময় গ্লাভসজোড়া খুলে রেখে স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে খেলেছেন ৭টি ওয়ানডে (৭ ইনিংসে ২৪.৮৩ গড়ে ১৪৯ রান) এবং অন্য ৪৬ ম্যাচ যথারীতি কিপার-ব্যাটার হিসেবেই (৪১ ইনিংসে ২৫.০৫ গড়ে ৯২৭ রান) বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

একজন দেশপ্রেমিক ক্রীড়া সংগঠকের প্রতিকৃতি

ইকরামউজ্জমান

দেশের খেলাধুলার ইতিহাসে যে ক্রীড়া সংগঠকের নাম চিরস্থায়ী হয়ে আছে তিনি হলেন কাজী আনিসুর রহমান। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে অন্য ক্ষেত্রের মতো ক্রীড়াঙ্গনেরও যাত্রা শুরু হয়েছে শূন্য থেকে। ক্রীড়া কাঠামো বলতে যা বুঝায় তার কিছুই ছিল না। ক্রীড়াঙ্গনকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর গুরু দায়িত্ব যে আদর্শবান ও ক্রীড়া অন্তঃপ্রাণ ব্যক্তির ওপর বর্তেছিল, তিনি হলেন কাজী আনিসুর রহমান। ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রথম আহ্বায়ক হিসেবে মনোনয়ন দেয় সরকার। এই দায়িত্বে ছিলেন ১৯৭২ সালের ১৯৭৫ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এরপর বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদের সচিব ছিলেন ১৯৭৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭৬ সালের ১৬ জুন পর্যন্ত। বেতন বা কোনো ধরনের ভাতা নেননি। প্রতি মাসে এক টাকা সম্মানী গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন একজন বিরল সংগঠক, যাঁকে নিয়ে ক্রীড়াঙ্গন গর্ব করতে পারে। ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়াসংগঠকদের বাতিঘর। ক্রীড়াঙ্গনের জীবন ও জগত সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

আনিস ভাই প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছেন সংগঠকদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ। সব সময় বলেছেন ক্রীড়াঙ্গনে ভালো চাইলে, ক্রীড়াঙ্গনকে ঐক্যবদ্ধ দেখতে চাইলে বহুমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতেই হবে। আমৃত্যু ছিলেন গণতন্ত্রের পূজারী। বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার আহ্বায়ক এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদের সচিব থাকাকালীন সময়ে তিনি ১৮টি ক্রীড়া ফেডারেশন গঠন করেন ও ৬টি ক্রীড়া ফেডারেশনের নির্বাচন সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন খেলার ফেডারেশনে নির্বাচনে সত্যিকারের নিবেদিত সংগঠকরা নির্বাচিত হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা তাদের মেধা, প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে একটি চিহ্নিত সময়ে ক্রীড়াঙ্গনকে সুচারুভাবে সার্ভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আনিস ভাই হতে পেরেছেন বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাঁকের স্বাক্ষী। তাঁর মধ্যে 'আমিত্ব' বিষয়টি ছিল না। সবাইকে নিয়ে একটি টিম হয়ে কাজ করেছেন। কর্মের মধ্যে প্রাণ খুঁজে পেতেন। মানবিক ও আদর্শবাদী এই ব্যক্তিত্ব নীতির প্রশ্নে কখনো আপোস করেননি। বরাবরই ছিলেন প্রচার বিমুখ। অন্যদের সব সময় সামনে এগিয়ে দিয়েছেন। যেটি বিশ্বাস করতেন সেটি বলতেন। বাস্তবতায় সেই কাজটি করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক সংগঠকদের প্রতিকৃ তি। তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল স্বচ্ছ। ছিলেন সমন্বয়বাদী যাপন সংস্কৃতির মানুষ। চমৎকার ব্যবহার, ব্যক্তিত্ব, সততা ও দায়বদ্ধতা ক্রীড়াঙ্গনের সব দরজা তাঁর জন্য খুলে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

ক্রীড়াঙ্গনে এক সময়ের খেলোয়াড় পরবর্তীতে ক্লাব এবং বিভিন্ন খেলার ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সভাপতি থেকে শুরু করে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে বছরের পর বছর তাঁর কাজ করা অভিজ্ঞতা অসাধারণ। এই ব্যক্তিত্ব যখন যেখানে সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন–সেটি উপভোগ করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছেন। আনিসুর রহমান প্রথম বাঙালি ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে বাংলাদেশকে মিউনিখ অলিম্পিকে (১৯৭২ সালে) প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৯০ সালে বেইজিং এশিয়ান গেমসে তাঁকে দেখেছি বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে।

কাবাডি খেলাটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিত, জনপ্রিয় করার পেছনে কাজী আনিসুর রহমানের অনন্য অবদান উপমহাদেশের কাবাডির ইতিহাসে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সবার সঙ্গে ও স্বপ্রণোদিত হয়ে তাঁর প্রচেষ্টায় এশিয়ান গেমসে খেলা হিসেবে কাবাডি অন্তর্ভুক্তির কথা বিশেষভাবে লেখা আছে। মানুষ হিসেবে আনিস ভাই ছিলেন অসাধারণ। সজ্জন এই মানুষটির মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকত। জন্ম ২ মার্চ ১৯৩২। পড়াশুনা করেছেন ঢাকায়। ক্রীড়াঅন্তঃপ্রাণ এই মানুষটি সাংগঠনিক জীবন শুরু করেছেন যখন তিনি নিজে খেলোয়াড় ছিলেন, সেই ১৯৪৬ সাল থেকে।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ছিল আনিস ভাইয়ের প্রাণের ঠিকানা। ১৯৫৬ সালে ক্লাবের সদস্য হন। এরপর থেকে এই ক্লাবের বিভিন্ন খেলার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৫৮ সালে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব যখন প্রথমবার ছাত্রদের দল নিয়ে ঢাকার প্রথম বিভাগ লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়–তখন ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। স্বাধীনতার আগে তৎকালীন পাকিস্তানের দিনগুলোতে আনিস ভাই ইপিএসএফএর (ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশন) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন খেলার কমিটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আজাদ স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে জড়িত হবার পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছয় দশকের বেশি সময় ধরে এই ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, যুগ্ম-সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি ও সবশেষে উপদেষ্টা ছিলেন।

১৯৯৭ সালে আনিসুর রহমান পেয়েছেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)-র 'স্পোর্টস ফর অল' সম্মাননা। ২০০৭ সালে পেয়েছেন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার। অনেকেই হয়তো জানেন না বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) গঠনে ধারণা ও বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শেয়ার করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আছে। আনিস ভাইয়ের চিন্তা-ভাবনায় সব সময় ছিল এগিয়ে। তিনি ছিলেন এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি আধুনিক। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় ক্রীড়া সম্মেলন। এই সম্মেলনে তিনি 'ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের ভূমিকা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন মুখ্য আলোচক হিসেবে। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন 'দেশের খেলাধুলাকে উন্নয়ন করার পূর্বশর্ত আমাদের দেশের জন্য একটি সুষ্ঠু ক্রীড়ানীতি প্রণয়ন করা। এ নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রীড়াকে সব দিক বিবেচনা করে অগ্রাধিকার প্রদান করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত সব খেলাধুলার মৌলিক ভিত অর্থাৎ অ্যাথলেটিকস ও জিমন্যাস্টিকসে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সারা দেশে বিপুলভাবে জনপ্রিয় করে তোলা। কারণ এই দুটি ক্রীড়ার সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তৃতীয়ত সারা দেশে একবারে গ্রামাঞ্চল থেকে ইউনিয়ন, ইউনিয়ন থেকে থানা, থানা থেকে জেলা এবং জেলা থেকে জাতীয় পর্যায়ে সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং সে জন্য নির্বাচিত ক্রীড়া সংগঠকদের দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রীড়া সংগঠন গড়ে তোলা। পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের জন্য এরূপ একটি সাংগঠনিকতার কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখা দরকার যে অবকাঠামো ব্যতীত কোনো বড় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। আর কখনো ব্যতিক্রম হিসেবে করা গেলেও তা ধরে রাখা যাবে না। কাজী আনিসুর রহমান ছিলেন সত্যি আধুনিক। তিনি তাঁর সময় এবং ভবিষ্যত সময়কে সঠিকভাবে পড়তে পেরেছেন। তিনি যে কথা অনেক আগে ভেবেছেন–সেটি এখনও ভাবা হচ্ছে! দেশের ক্রীড়াঙ্গনে যখন আদর্শের শূন্যতা বিরাজমান তখন তাঁর চেহারা বারবার সামনে আসে।

৪৮ বর্ষ ১২ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. শেখ মেহেদী
২. জাকের আলী
৩. শেখ মেহেদী

৪৮ বর্ষ ১২ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

সুমাইয়া আক্তার
গ্রাম+পোস্ট- বাঘরপুর
থানা+জেলা- চাঁদপুর

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।-সম্পাদক

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■১৪ সংখ্যা ■১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রশ্ন : এবার বিপিএল-এর কততম আসর আয়োজিত হয়েছে?

প্রশ্ন : এবার বিপিএল-এ কতটি দল অংশ নিচ্ছে?

প্রশ্ন : গতবার বিপিএল-এ চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দল?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২)...

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল :...

৪৮ বর্ষ ১২ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। খাদিজাতুল কোবরা, প্রযত্নে- মাহাবু, নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ২। মেহেদী হাসান মামুন, গ্রাম- জিয়নপুর চড়িডাংগা, পোস্ট- জিয়নপুর, থানা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ৩। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৬। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০০; ৭। মেহেদী হাসান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাসা-জ/৩, চতুর্থ তলা, মনোহর খালী বন্দর অফিসার্স কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম; ৮। কামরুন নাহার শিলা, গ্রাম+ডাক- বালিজুড়ি বাজার, থানা- মাদারগঞ্জ, জেলা- জামালপুর-২০৪১ ৯। এ.কে. মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ১০। তপন, গান এ্যাস্টার, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম; ১১। এম বদরুল ইসলাম বাবু, প্রযত্নে- জরিনা ম্যানশন (৩য় তলা), ৩৭ নং ওয়ার্ড, চৌচালা, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪২১৫; ১২। রওশন আরা বেগম, বাড়ি- ২১, সেক্টর-৩, রোড-৮, উত্তরা, ঢাকা; ১৩। মো. সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৪। মো. সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৫। মো. মিল্টন মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৬। এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৭। মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, বকাভবানীপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ১৭। গিয়াস উদ্দিন, (সহকারী শিক্ষক) লর্ড হাডিঞ্জ মা.বি. লর্ড হাডিঞ্জ, লালমোহন, ভোলা; ১৮। আ. কাদের সরকার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক, থানা+জেলা- মানিকগঞ্জ; ১৯। সুমাইয়া আক্তার, গ্রাম+পোস্ট- বাঘরপুর, থানা+জেলা- চাঁদপুর; ২০। অমিত দস্তিদার মন, ৪১৮, জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২১। মেহেদী হাসান, গ্রাম- মমিনপুর, পোস্ট- সোমপাড়া, থানা- চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী; ২২। বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ২৩। আক্কাছ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট- চতলাবাজা, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ২৪। ইমরান হোসেন, ৯/আই, ধানমন্ডি-১৫, ঢাকা; ২৫। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।

তারুণ্যের উৎসব উদযাপনের অংশ হিসেবে ২য় খুলনা বিভাগীয় সোতোকান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ীদের মাঝে খুলনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা বিভাগীয় উপপরিচালক মো. আবুল হোসেন হাওলাদার

চলে গেলেন বডিবিল্ডিং আইকন মিস্টার নজরুল ইসলাম

মো. জহির চৌধুরী

বডিবিল্ডিং ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এক্স মিস্টার বাংলাদেশ পেটের অনেক সমস্যা নিয়ে ঢাকার আসগর আলী হাসপাতালে আইসিইউ-তে ভর্তি হওয়ার দুই দিন পর ১৫ জানুয়ারি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এই ক্রীড়ানুরাগী আধুনিক মানুষটি দৈহিক ওজনে ছিলেন ১০০ কেজির মতো আর উচ্চতায় ছিলেন ৬ ফুটের অধিক। তাঁকে দেখলে বোঝাই যেত যে তিনি একজন বডিবিল্ডার। সেই মানুষটি এক দিনের নোটিশে বিদায় নিলেন। শেষ হলো তাঁর দীর্ঘ ৭০ বছরের মর্তের জীবন। তিনি ছিলেন একজন আপাদমস্তক আধুনিক মানুষ, বডিবিল্ডার এবং সুদর্শন রুচিশীল পুরুষ। অসুস্থ হওয়ার আগের দিনও জিমে গেছেন ব্যায়াম করতে। তাঁর জীবনে দুটি কাজ ছিল- একটি বডিবিল্ডিং উন্নয়ন এবং আর অন্যটি হল নিজের স্বাস্থ্য পরিচর্যায় দৈহিক ফিটনেস ঠিক রাখা। মৃত্যুর দিনে নিজের মহল্লায় পুরান ঢাকার আরমানিটোলার মসজিদে জানাজা এবং পরে আজিমপুর কবরস্থানে চির-নিদ্রায় শায়িত করা হয়। নজরুল ইসলাম পড়াশুনা শুরু করেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আরমানিটোলা সরকারি (পাইলট) উচ্চ বিদ্যালয়ে। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় স্বনামধন্য ঢাকা কলেজের জীবন শেষ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান ও প্রাণীবিদ্যা অনুষদে এবং সেখান থেকেই এমএসসি করেন। খেলোয়াড়ি জীবনে পুরান ঢাকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে বডিবিল্ডিং অনুশীলন করতেন। ছাত্রজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক ছাত্র সংসদের একবার সহসাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন এবং ওই হলের ব্যায়ামাগার (জিম) প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। বিগত সত্তর এবং আশির দশকে পুরান ঢাকার জীবনমান আধুনিকতায় চলমান ছিল না, কিন্তু নজরুল পুরান ঢাকার জীবনমান পেরিয়ে নিজেকে একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে তৈরি করেছিলেন। খেলোয়াড়ি জীবনে বডিবিল্ডিং, কুস্তি, জুডোতে অংশ নিয়েছিলেন। দৈহিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যে এবং ফিটনেসের কারণে আশির দশকে কুস্তি, জুডো ফেডারেশনের জাতীয় প্রতিযোগিতায় দুই বছর সিলভার মেডেল এবং অপরদিকে জুডোতে ব্রাউন বেল্ট অর্জন করেন। ওই সময়েই জাতীয় বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতায় হেভিওয়েট শ্রেণি (৮৫+ কেজি)-তে স্বর্ণপদক অর্জন করে 'মিস্টার বাংলাদেশ' হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনায় বডিবিল্ডিং ধারণ করতেন। একজন উচ্চশিক্ষিত এবং যোগ্য ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে নব্বই দশকে সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করে বডিবিল্ডিং-এর প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদের-এর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ২০২৪ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বেই ছিলেন। তিনি এশিয়ান বডিবিল্ডিং ফেডারেশনের জাজ হয়েছিলেন এবং বিদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাজিংও করেছিলেন। নজরুল বাংলাদেশ বডিবিল্ডিং জাজেস অ্যাসোয়েশনের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তাঁর এবং আমার প্রচেষ্টায় বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতায় সঠিক ও নিরপেক্ষ বিচারকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় জাজিং প্যানেলে ঢাকা ও বিভিন্ন জেলার প্রায় ৪০ জন বডিবিল্ডিং বিচারককে ফেডারেশন হতে সনদপত্র দিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য করা হয়। নজরুল ইসলাম বডিবিল্ডিংকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০২২ সালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং স্পন্সর প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থে বিভিন্ন ওজন শ্রেণির (৮টি ক্যাটাগরি) বিজয়ীদের জন্য ৬,৫০,০০০ টাকার নগদ অর্থ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং একজন ওভারঅল চ্যাম্পিয়নকে ১,৭০,০০০ টাকার নগদ অর্থ পুরস্কার দিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ইদানিং বিভিন্ন বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের লক্ষাধিক টাকার প্রাইজমানি দিচ্ছেন বিভিন্ন আয়োজক প্রতিষ্ঠান। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের বডিবিল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং দেশের পতাকা ঊর্ধ্বে নেওয়ার প্রচেষ্টা নিয়ে ভাবতেন। সত্যিকার অর্থে নিজের জীবন-যৌবন, কর্ম-চিন্তা শুধু বডিবিল্ডিং-এর জন্য নিবেদিত রেখেছিলেন, এ কথাটি নিঃসংকোচে বডিবিল্ডিং সংশ্লিষ্টরাই স্বীকার করবেন। আমার জানা মতে, তাঁর আর অন্য কোনো কাজ বা দায়িত্ব ছিল না। আমার সাথে আলাপচারিতায় একদিন বলেছিলেন, আমি বাজারে যাই না। সংসার, ছেলেদের পড়াশোনা স্ত্রী ও আজ অব্দি জীবিত মায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পারিবারিক জীবন ও ব্যয়নির্বাহ হতো পৈতৃক ধন-সম্পদে। তবে শুনেছি, ছোট ভাইয়ের সাথে যৌথ ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। বিগত ৩৫ বছরের অধিক সময়ে তাঁর সাথে ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। নব্বই দশকের গোড়ারদিকে বডিবিল্ডিং জাজ এবং পরবর্তীতে চিফ জাজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছি। বডিবিল্ডিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাঁর কোনো প্রকার আর্থিক অনিয়ম করার মানসিকতাই দেখিনি। প্রয়োজনের বাইরে কথাও বলতেন না, তবে দায়িত্বে নিষ্ঠাবান ছিলেন অ্যাথলেট, সংগঠক ও কোচগণকে সম্মান দেখাতেন। ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে যে কাজটি করতেন, সেটি শতভাগ পছন্দসই না হওয়া পর্যন্ত থামতেন না। আমাদের দেশের ক্রীড়াঙ্গনে যে সকল ক্রীড়া সংগঠক জীবনের শেষ দিন অব্দি তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যান, তাঁরা অনেকেই অর্থ, সম্মান, জাতীয় পদমর্যাদা কিছুই পান না, তবুও তাঁরা একপ্রকার নেশার মোহে যাঁর যাঁর ক্ষেত্রে কাজ করে যান কারণ রক্তে ওই খেলাটি রয়েই গেছে।

তারা ভরা আকাশ

নকিব আহমেদ নাদভী

গতকাল থেকে ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে। ড্রাইভ ওয়েতে প্রচুর বরফ জমে গেছে। আরমান প্রস্তুতি নিচ্ছে বরফ পরিষ্কারের জন্য। বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা। মোটা জ্যাকেট আর গ্লাভস পড়তে হবে। সহকর্মী জ্যাক লিটিল বাসায় আসবে সন্ধ্যায়। অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোকটি খেলাপাগল মানুষ।

আরমানের বাসার সামনে ইউক্যালিপটাস গাছ। গাছটির পাতাজুড়ে বরফ জমাট বেঁধে আছে। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। সূর্যের আভা বরফের ওপর পড়ে বর্ণিল বিচ্ছুরণ ছড়াচ্ছে।

আরমানের মন খারাপ। সারা রাত জেগে ক্রিকেট খেলা দেখেছে। বাংলাদেশের জেতার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেল।

আরমান ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশকে নিয়ে অহংকার করাব মতো সুযোগ খুবই কম। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার পাশাপাশি অনেক দেশই খেলাধুলায় ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছে, কিন্তু আমাদের উত্তরণের রেখচিত্র প্রত্যাশা অনুযায়ী এগোতে পারেনি। দীর্ঘমেয়াদি লাগসই পদ্ধতি কখনোই সাফল্যের মুখ দেখেনি। প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের সততা নিয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নিয়ে, অথবা রাজনৈতিক ভয়াল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

জ্যাক বাসায় এল সন্ধ্যায়। বাংলাদেশি খাবার খাবে। আরমান খুব যত্ন করে ডিনার টেবিল সাজিয়েছে। জ্যাক বলে দিয়েছে ঝাল মাংস রান্না করতে। আরমানের স্ত্রী বাংলাদেশে গিয়েছে। রান্না-বান্নার সব কিছু আরমানকেই সামাল দিতে হয়েছে।

জ্যাক বলল, আজ বাংলাদেশের ম্যাচ জেতা উচিত ছিল। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে স্নায়ুর চাপ এখনো বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তুমি কি রাত জেগে পুরো খেলাটি দেখেছো?

আরমান বলল, তুমি তো জানো, আমি সচরাচর বাংলাদেশের খেলা মিস করি না। মনটা খারাপ ছিল সারা দিন।

জ্যাক বলল, স্যরি আরমান। আমি তোমার পেইন বুঝি। তবে মনের ভেতর এই দুঃখটাকে প্রশ্রয় দিবে না। ইমোশনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এটা তোমার দৃষ্টির গভীরতাকে সমৃদ্ধ করবে।

আরমান বলে, মেনে নিচ্ছি জাতিগতভাবে আমরা আবেগপ্রবণ। তবে এটাও ঠিক এই আবেগ থেকেই আকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয়। এ ভাবেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছি এবং গণঅভ্যুত্থানগুলো বিকশিত হয়েছে।

জ্যাক প্রত্যুত্তরে বলে, আবেগ থাকা ভালো। আমি এর বিপক্ষে নই। আমার প্রশ্ন এর সীমারেখা নিয়ে। আমরা অস্ট্রেলিয়ানরা কিন্তু তোমাদের মতো আবেগপ্রবণ নই। আমাদের অর্জন অনেক। ব্যর্থতাও কম নয়। উঠা নামার এই প্রক্রিয়াকে সহজভাবে মেনে নিতে হবে। এখানে দেখ, উত্তর আমেরিকানরা গতির খেলা পছন্দ করে। আইস হকি, রাগবি, আমেরিকান ফুটবল, বাস্কেটবল জাতীয় খেলা, ওদের পছন্দের তালিকায়। খেলা নিয়ে উন্মাদনার রেশ কম। শুধুমাত্র বিনোদনের তাড়নাতেই খেলা দেখতে আসে। আবেগের বহিঃপ্রকাশ নেই বললেই চলে। খেলা শেষ, খেলা নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও শেষ। ওদের আবেগ ও ভালোবাসা এককেন্দ্রিক নয় বলে এর স্থায়িত্ব কম। তোমাদের আবেগের মাত্রা অনেক গভীর ও স্থায়ী। আমার মনে হয়, খেলাধুলা নিয়ে তোমাদের যে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে, সেটাকে পজিটিভভাবে ব্যবহার করা উচিত। এজন্য দীর্ঘমেয়াদি লাগসই পরিকল্পনা প্রয়োজন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা।

ডিনার শেষ করে জ্যাক চলে গেল। আরমান ফায়ার প্লেসের পাশে বসে ভাবতে থাকে। আসলেই বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে উচ্ছ্বাস, আনন্দ আর মায়াবী আবেগ। শক্তি ও পারফরম্যান্সের মাপকাঠিতে আমরা নিরপেক্ষভাবে উত্তরণের ধাপগুলো বিশ্লেষণ করি না। আমাদের অন্ধ আবেগ ও সমর্থনের বাঁধভাঙা জোয়ার তাই রিক্টর স্কেলকে হার মানিয়ে যায়।

আরমান জানে, সমর্থনের এই মাত্রা দেশের সীমানা পেরিয়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি আজ বিদেশে অবস্থান করছেন। বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন মতাদর্শের লোকজনের জীবন-যাপনের ধরন ভিন্ন। রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে রয়েছে চরম অনৈক্য। কিন্তু একটি জায়গায় সবাই একই সূতোয় গাঁথা। সেটা হলো খেলাধুলায় বাংলাদেশের সাফল্য।

স্বপ্ন পূরণের এই অর্জন সহজ নয় এটা আরমান জানে। তাই বলে কি আমরা নিশ্চুপ থাকব! আরমান নিজেকে প্রশ্ন করে।

আরমান জানালা দিয়ে তাকায়। বরফ তখনো অঝরে পড়ছে। ক্লান্তিহীন অবিরাম গতিতে। আরমানের প্রত্যাশা, এই গতি অব্যাহত থাকুক আমাদের ক্রীড়াঙ্গনেও। আরমান যেন খুঁজে পায় তারা ভরা উন্মুক্ত আকাশ যেখানে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমন্বয় ঘটবে।

এ ছবি কার-৫৯৬-এর সঠিক উত্তর
ক্রিকেটার
শেখ মেহেদি হাসান

এ ছবি কার-৫৯৬ বিজয়ী
এম বদরুল ইসলাম বাবু
প্রযত্নে- জরিনা ম্যানশন, (৩য় তলা) ৩৭ নং ওয়ার্ড, মুনিরনগর, চৌচালা, বন্দর, চট্টগ্রাম

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার?-৫৯৮

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। -সম্পাদক

ছবিটির নাম...

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা..

....

....মোবাইল...

এ ছবি কার-৫৯৬ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মেহেদী হাসান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাসা- জ/৩, চতুর্থ তলা, মনোহর খালী বন্দর অফিসার্স কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম; ২। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। কচি, ৪০/০১, রাককৃষ্ণ মিশন রোড, সদর সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ; ৬। মেহেদী হাসান মামুন, গ্রাম- জিয়নপুর চড়িডাংগা, পোস্ট- জিয়নপুর, থানা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ৭। খাদিজাতুল কোবরা, প্রযত্নে- মাহাবু, নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ৮। মো. সালাহ উদ্দিন ডলার, গ্রাম+ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী; ৯। এ.কে. মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ১০। এম বদরুল ইসলামা বাবু, প্রযত্নে- জরিনা ম্যানশন, (৩য় তলা) ৩৭ নং ওয়ার্ড, মুনিরনগর, চৌচালা, বন্দর, চট্টগ্রাম; ১১। তপন, গণি এস্টোর, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম; ১২। মো. মিন্টন মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৩। এম এইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৪। মো. সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৫। মো. সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৬। রওশন আরা বেগম, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৭। মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, বকাভবানীপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ১৮। সুমাইয়া আক্তার, গ্রাম+পোস্ট- বাঘরপুর, থানা+জেলা- চাঁদপুর; ১৯। মো. গিয়াস উদ্দিন, (সহকারী শিক্ষক) লর্ড হাডিঞ্জ মা.বি. লর্ড হাডিঞ্জ, লালমোহন, ভোলা; ২০। মেহেদী হাসান, গ্রাম- মমিনপুর, পোস্ট- সোমপাড়া, থানা- চাটখিল, জেলা-নোয়াখালী; ২১। অমিত দস্তিদার মন, ৪১৮, জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২২। আক্কাছ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট- চতলাবাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ২৩। আ. কাদের সরকার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক, থানা+জেলা- মানিকগঞ্জ; ২৪। বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ২৫। তানজিল উল্লাহ (অন্তর) ৭ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা; ২৬। ইমরান হোসেন, ৯/আই, ধানমন্ডি ১৫, ঢাকা।

সত্তর দশকের ফুটবলার সোহরাবের ইন্তেকাল

সত্তর দশকের ফুটবলার মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন ১৯ জানুয়ারি পরবাসে ইন্তেকাল করেন। ১৯৫৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার চকবাজারে তাঁর জন্ম। ১৯৭০ সাল দ্বিতীয় বিভাগের দল ধানমন্ডি ক্লাবে খেলা শুরু করেন। ১৯৭৩ সালে যোগ দেন প্রথম বিভাগ লিগের ক্লাব আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত আবাহনী ক্রীড়া চক্রের হয়ে খেলেন। ১৯৭৮ সালে পিডব্লিউডির হয়ে কয়েকটি ম্যাচ খেলার পর খেলা থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৭৫ সালে ঢাকা লিগে হ্যাটট্রিকসহ ১২ গোল করেন। ১৯৭৭ সালে তাঁর অধিনায়কত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৯৬ সালে তিনি কানাডা পাড়ি জমান।

হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনাই বড় চ্যালেঞ্জঃ সোহাগ

মোরসালিন আহমেদ

'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সব সেক্টরেই চ্যালেঞ্জ। কাবাডিও এর বাইরে নয়। আমার প্রথম লক্ষ্যই হচ্ছে কাবাডির হারিয়ে যাওয়া পদক ফিরে আনা। কারণ, আমরা যখন পদক হারিয়েছি- আমাদের সঙ্গে যারা পদক পেয়ে আগে চলে গেছে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে হবে। ওরা ফিনান্সিয়ালভাবে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে এগিয়ে গেছে। আর আমরা পিছিয়েছি। আমাদের ব্যর্থতা তো অবশ্যই কিছু আছে। তবে পেছন ফেরে তাকাতে চাই না। কাজ করতে গেলে ভুলভ্রান্তি হবেই। সেই থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। দেশের কাবাডিকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় একটা শক্ত অবকাঠামোয় দাঁড় করিয়ে যেতে চাই।' এভাবেই বলছিলেন সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন পাক্ষিক ক্রীড়াজগতকে। কাবাডির অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্নঃ আপনার কোম্পানি কাবাডির অফিশিয়াল পার্টনার ছিল, পরে ফেডারেশনের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না?

এস এম নেওয়াজ সোহাগঃ দেখুন, স্পোর্টসে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। ব্যাসিক্যালি আমি একজন স্পোর্টস অর্গানাইজার। দীর্ঘদিন ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিএসএর সঙ্গে আছি। ঢাকা ফাস্ট ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দল ধানমন্ডি প্রগতি সংঘের সঙ্গে এক যুগের বেশি জড়িত। আমরা স্পোর্টস মার্কেটিং নিয়ে দেশ-বিদেশ কাজ করি। ক্রিকেটের বাইরে ফুটবল বিভিন্ন গ্রাউন্ড রাইটস সেলস করি। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট না, বিষয়টা ক্লিয়ার করে বলতে চাই, আমরা খেলাটা ডেভেলপ করি, খেলাটির মার্কেটিং করি, মানুষের চোখের সামনে খেলাটা তুলে ধরি- এভাবে ব্র্যান্ডিং করি। তখন কোম্পানিগুলো আমাদের স্পন্সর করে। সেটাই ফেডারেশন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেল করি। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি যেমন আর্থিক লাভবান হয়, তেমনি খেলাটিরও ব্র্যান্ডিং হয়। আমার কোম্পানি ২০১৭ সাল থেকে কাবাডির অফিশিয়াল পার্টনার হিসেবে কাজ করছে। বলতে পারেন কাজ করতে গিয়ে একসময় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাই।

প্রশ্নঃ তাহলে খেলাটির ব্র্যান্ডিং করতে গিয়েই কাবাডিতে আগ্রহ জন্মেছিল না কি ফেডারেশনের প্রয়োজনেই কমিটিকে এসেছিলেন?

এস এম নেওয়াজ সোহাগঃ আমি যদি নিজের ঢোল নিজেই পেটাই তাহলে তো হবে না। যখন কাজ করা শুরু করলাম, যাঁরা নীতিনির্ধারক ছিলেন, তাঁরা দেখেছেন আমাকে নিয়ে কাজ করা যায়, আগানো যায়। ওই প্রেক্ষাপটে কমিটি যখন গঠন হয়, তখন আমাকে সেকেন্ড জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে রাখা হয়। তখন থেকে কাজ করে যাচ্ছি, এখনো করছি। ২০২১-২৪ সাল পর্যন্ত যে কমিটি ছিল, সেখানে ছিলাম। তারপর জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশ যখন স্বাধীন হলো তখন সরকার আমাকে জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ জয়েন্ট সেক্রেটারি থেকে জেনারেল সেক্রেটারি এতবড় দায়িত্ব পেয়ে কি চাপ অনুভব করছেন?

এস এম নেওয়াজ সোহাগঃ ২০১৭ সাল থেকে কাজ করে আসছি। সে ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে বলব, আমি 'প্রমোশন' পেয়েছি। আগে যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে ওয়েটিং ফরমালিটিজ প্রসেস ছিল, যা এখন নেই। আমার প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কমিটির সদস্যরা সঙ্গে রয়েছেন। ফলে কাজ করতে সহজ হবে। বর্তমান পদটা আমি এনজয় করছি। তবে হ্যাঁ, কাজের চাপ তো অবশ্যই আছে। এটা সম্ভাবনার জায়গা। ভালোভাবে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পারলে একটা রেজাল্ট আসবে।

প্রশ্নঃ এ মুহূর্তে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চ্যালেজিং মনে হচ্ছে?

এস এম নেওয়াজ সোহাগঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সব সেক্টরেই চ্যালেঞ্জ। কাবাডির হারিয়ে যাওয়া পদক ফিরে আনাই আমার প্রথম লক্ষ্য। প্রত্যেক সেক্টরে যেখানে আমরা (কাবাডি বিশ্বকাপ, এশিয়ান গেমস, এশিয়ান কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ) লুজিং, সেখান থেকে পদক ফিরিয়ে আনা আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আজকে বললেই কালকে হয়ে যাবে এমন নয়। একটা সাডেন টাইম লাগবে।

প্রশ্নঃ আপনি বিদায়ী কমিটিতেও ছিলেন। সে অর্থে ফেডারেশনের ফান্ডের কী রকম অবস্থা?

এস এম নেওয়াজ সোহাগঃ এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য একটু পেছনে যেতে হবে। যখন এখানে অফিশিয়ালি আসি, তখন দেখেছি যে পরিমাণ টাকা ছিল, সমস্যা ছিল সেখান থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেছি। সভাপতি থেকে শুরু করে কাবাডির সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার এখানে অবদান রয়েছে। সবাইকে নিয়ে কাজ করতে করতে ফান্ডের অবস্থা ভালো হয়েছে। টাকা আছে, খরচ করতে হবে- বিষয়টি এমন না। খরচ করা ক্রেডিট না, টাকা আনাই ক্রেডিট। দায়িত্ব পাওয়ার পর ফান্ড কী অবস্থায় রয়েছে- সে জন্য অডিট করাচ্ছি। এ মুহূর্তে আমাদের ফান্ডে ৮ কোটি ১১ লাখ টাকার মতো রয়েছে।

প্রশ্নঃ বেশ বড় অঙ্কই রেখে গেছে। এ ক্ষেত্রে কোনো ঋণ বা লোন আছে কি?

এস এম নেওয়াজ সোহাগঃ এটাকে ঋণ, লোন বা দেনা বলব না। আমিও বিদায়ী কমিটিতে ছিলাম। অনেক সময় দেখা গেছে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) থেকে অনুদান পেতে বিলম্ব হচ্ছে কিংবা স্পন্সর থেকে টাকা পেতে এক দুই মাস লেগে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কেউ কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য অর্থ দিয়ে সাপোর্ট করেছেন। পরবর্তীতে ফান্ড এলে পরিশোধ করে দেওয়া হত। এখন ফেডারেশন থেকে কে পাবেন, কে পাবেন না এসবের একটা ব্যাখ্যা দরকার। যাচাইবাছাই করে দেখতে হবে। কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। ফাইল ঘেটে দেখলাম প্রায় এক কোটি ৬২ থেকে ৬৫ লাখ টাকার মতো পাওনাদার রয়েছেন।

প্রশ্নঃ বিদায়ী কমিটিতে ছিলেন বলেই ফেডারেশনে কোনো আর্থিক অনিয়ম বা অপচয় হয়ে থাকলে আপনার এড়িয়ে যাবার সুযোগ রয়েছে। তাহলে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে না?

এস এম নেওয়াজ সোহাগঃ নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন, বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি হন আইজিপি। যিনি গত ৮ বছর সাধারণ

সম্পাদক ছিলেন, উনি পুলিশ কমিশনার ছিলেন। আমি বলব, কাবাডির ক্ষেত্রে সবকিছু স্বচ্ছ। টাকা ফেডারেশনে আসে, আবার ফেডারেশন থেকে বের হয়। সেটার জন্য একটা প্রসেস আছে। তারপর টাকাটা খরচ হয়। মানুষ দূর থেকে অনেক কিছুই বলবে। একেকটা কাজের একক রকম ভ্যালু রয়েছে। তা কোয়ালিটির উপর নির্ভর করে। ডেইলি হাজিরা কাউকে এক হাজারে করাতে পারবেন, আবার সেটি দুই/তিন হাজার হতে পারে। সবকিছু জাজমেন্ট করে খরচ করা হয়েছে। তাই ওই ধরনের অভিযোগ-অনুযোগ অবান্তর।

প্রশ্ন: আপনি জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার পর অনেকে মেনে নিতে পারেননি। এ নিয়ে মানববন্ধন, ব্যানার, পোস্টারিং হয়েছে। এনএসসিতে অভিযোগ পড়েছে। এত কিছুর পরও সামাল দিচ্ছেন কীভাবে?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: এ নিয়ে মোটেও বিচলিত নই। বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে এটাই নিয়ম। আমাকে কেউ পছন্দ করবেন, কেউ পছন্দ করবেন না। তবে আমার কাজটুকু ভালো কি-না সেটা জাজমেন্ট করবেন। আমি কাজ পাগল মানুষ, সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি। যারা এসব করেছেন বা করছেন, তারা সংখ্যায় মাত্র কয়েকজন। তাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো বিবাদ নেই, রেষারেষি নেই। আমাকে পার্সোনাল অ্যাটাক করে কোনো লাভ নেই। সরকার আমাকে গাইডলাইন দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন, কাজ করতে হবে- কাজ করব।

প্রশ্ন: এ মুহূর্তে কী ধরনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে (এনএসসি) ৬ মাসের একটা কর্মপরিকল্পনা দিয়েছি। এরপর যদি আমার পিরিয়ড লঙ্গার হয় তাহলে আরেকটি কর্মপরিকল্পনা দেব। গত ডিসেম্বরে বিজয় দিবস টুর্নামেন্ট করেছি। সামনে তারুণ্যের উৎসব রয়েছে। আরো দু'টি টুর্নামেন্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে। আসন্ন মাহে রমজানের কারণে হয়ত একটা করতে পারব। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা কাবাডি টেস্ট ম্যাচ। গত ৬ মাস খেলোয়াড়রা টাচে নেই। এ অবস্থায় বাইরে টুর্নামেন্ট খেলতে গেলে ফল ভালো হবে না। পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭৪ সালে প্রথম বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট কাবাডি খেলেছিল। তাই টেস্ট সিরিজ দিয়ে তাদের ঝালিয়ে এগোতে চাই। এরপর নেপাল, ইরান, কেনিয়া, পাকিস্তান, ভারতের সঙ্গেও খেলব। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে যদি হয়, তাতে সবার সঙ্গে রিলেশন বিল্ডআপ হবে, খেলার মান বাড়বে, কেনো কোথায় কীভাবে ভুল করছি সেগুলো শুধরানো সহজ হবে। এভাবে বছরে ৪০ থেকে ৪৫টি ম্যাচ খেলতে পারলে অনেক উন্নতি হবে।

প্রশ্ন: গত চার আসরের মতো এবারো আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট করার চিন্তা-ভাবনা করেছেন কি?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: এটা তো সময়ের দাবি। ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট হতে পারে। ওয়ার্ল্ড কাপ হতে পারে। সেটা জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ হতে পারে, আবার বিচ ওয়ার্ল্ড কাপ হতে পারে কিংবা মেইন ওয়ার্ল্ড কাপও হতে পারে। এ নিয়ে কাজ শুরু করেছি। ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। এ মুহূর্তে আমার দরকার স্ট্রাকচার প্ল্যান। কীভাবে আগাব, সেক্ষেত্রে ফান্ড একটা ফ্যাক্টর। যেমন এখন আমাকে বছরে সরকার এক কোটি টাকা দেয়, যদি বছরে ছয় কোটি টাকা খরচ হয়- তাহলে আমি পাঁচ কোটি টাকা মাইনাসে থাকি। সেই মাইনাসে থাকতে চাই না। সেটা ফুলফিল করতে চাই স্পন্সরসেলস, দাতা সংস্থা বা বিভিন্ন মানুষের থেকে সার্পোট নিয়ে। যখন সবকিছু ফুলফিল হয়ে যাবে তখনই সবকিছু দৃশ্যমান হবে।

প্রশ্ন: তারপরও নতুন দায়িত্ব পেয়ে নতুন কিছু পরিকল্পনা কথা কী ভেবেছেন?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: নতুন-পুরানো বলতে কিছু নেই। লঙ্গার ভার্সন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আজকে খেললাম তিনদিন পর ঘুমিয়ে গেলাম- এ রকম না। আজকে যা শুরু হবে সেটা এশিয়ান গেমস (সিনিয়র-জুনিয়র পুরুষ ও নারী দল) পর্যন্ত চলবে। অক্টোবরে বাহরাইনে এশিয়ান ইয়ুথ গেমস আছে। সিডিউল অনুযায়ী পাকিস্তানে এসএ গেমস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাবাডি বিশ্বকাপ রয়েছে। আগামী বছর জাপানে এশিয়ান গেমস। এর বাইরে বেশ কিছু টুর্নামেন্ট রয়েছে। এ জন্য পুরুষ ও নারী কাবাডি দল গঠনকল্পে ক্যাম্প ডাকা হয়েছে। সবকিছুই প্ল্যান করে এগোচ্ছি।

প্রশ্ন: কিন্তু জাতীয় কাবাডি, কাবাডি লিগ এসবও তো অনিয়মিত?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: জাতীয় কাবাডির মডেল দুই রকম। একটি ইয়ুথ অপরটি ন্যাশনাল। ইয়ুথ ২০২১ সালে হয়েছে। সবশেষ ন্যাশনাল হয়েছে ২০১৬ সালে। করোনার জন্যই মূলত এ গ্যাপ। তবে এসব জটলা ছুটাতে আমাদের কমিটি কাজ শুরু করেছে। যদিও নারী কর্পোরেট লিগ হয়েছে। তারুণ্যের উৎসবের মাধ্যমে ইয়ুথটা কন্ট্রিনিউ হবে। এটার পর ন্যাশনাল করব। কাবাডি লিগ, নারী কাবাডি লিগ সব কিছুই পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা কাবাডির সব সেক্টরে সমান গুরুত্ব দিয়ে এগোতে চাই।

প্রশ্ন: নানারকম বৈষম্য দূরকরণের জন্যই কিন্তু এ অ্যাডহক কমিটি। সেক্ষেত্রে ফেডারেশনের অভ্যন্তরে কি ধরনের সংস্কারের পরিকল্পনা করছেন?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র সময়োপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ ভেঙে দু'টি লিগ করতে চাচ্ছি। একটি সার্ভিসেস লিগ হবে, অন্যটি প্রিমিয়ার লিগ হবে। কেননা প্রিমিয়ারে যেসব সার্ভিসেস দল খেলে তাদের ছাড়া কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে না। যে জন্য লিগে অর্থ ব্যয় করে অনেক ক্লাব দল গঠনে উৎসাহিত হচ্ছে না। তাই গঠনতন্ত্রে বড় পরিবর্তন আনার চিন্তা-ভাবনা করছি। এটি করতে পারলে আর্কষণ বাড়বে। প্লেয়াররাও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন। এছাড়া আলোচনা সাপেক্ষে আরো কিছু পরিবর্তন আনা হবে।

প্রশ্ন: একসময় আমরা এশিয়ান গেমস, বিচ গেমস, বিশ্বকাপে পদক জিততাম। এখন ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছি। তার মানে কি, দিন দিন আমাদের সামর্থ্য কমে যাচ্ছে?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: এখানে ফিনানসিয়াল ও টেকনিক্যাল এ দু'টি বিষয় অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একজন কোচ কিংবা একজন খেলোয়াড়কে যদি সার্ভিস দিতে বলেন তাহলে তাঁকে মিনিমাম একটা স্যালারি দিতে হবে। তাহলে সে প্রফুল্লতা দিয়ে সার্ভিস দিতে পারবেন। এসে যদি দেখেন দিনে ৫০০ টাকা পান আর বাড়িতে যদি তাঁর প্রতিদিন ১০০০/১৫০০ টাকা খরচ থাকে- তাহলে সে এখানে আসতে চাইবেন না। যদি টেকনিক্যাল বিষয় ধরেন তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেমও একটি বড় বাধা। বিদেশি কোচ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রেনিং দেন। লেখাপড়ার বিষয় আছে। বোঝার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এখানেও পিছিয়ে আছি। সেখান থেকে বেরোতে হলে স্ব উদ্যোগে ওইসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠাতে হবে।

প্রশ্ন: তাহলে কি জাতীয় দলের জন্য বিদেশি কোচ আনার কথা ভাবছেন না?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: সবকিছুই ডিমান্ডের উপর নির্ভর করছে। আমাদের দেশে ভালো ভালো কোচ রয়েছেন। তাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল প্রবলেমও আছে। সেটার জন্য যদি কোনো কোচ বা কোনো এক্সপার্ট বিদেশ থেকে আনতে হয় তাহলে এনে দেব।

প্রশ্ন: মাঠে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি কোচ ও রেফারির ভূমিকাও কম নয়। তাদের আপগ্রেড করার ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন কি?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: ঠিকই বলেছেন, কোচ এবং রেফারি কাবাডির মানোন্নয়নে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। তাদের আপগ্রেড করার লক্ষ্যে দুটি প্ল্যান রয়েছে। কোচেস ডেভেলপমেন্ট আর রেফারিজ ডেভেলপমেন্টের জন্য যদি বিদেশি এক্সপার্ট আনতে হয়, যা যা করার সবই করব।

প্রশ্ন: এশিয়ান কাবাডি ও আন্তর্জাতিক কাবাডি ফেডারেশন থেকে কি ধরনের সহায়তা পেয়ে থাকেন?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: সত্যিকার অর্থে এশিয়ান কাবাডি ফেডারেশন কিংবা আন্তর্জাতিক কাবাডি ফেডারেশন থেকে তেমন কোনো আর্থিক অনুদান, বরাদ্ধ, এমন কি কাবাডির ম্যাট পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ওই দুটি ফেডারেশন কাবাডির অভিভাবক।

কাবাডি ডেভেলপের জন্য তারা এশিয়ান অলিম্পিক কমিটি, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ও বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সঙ্গে কাজ করছেন। তারই প্রতিফলন আসন্ন ইয়ুথ এশিয়ান গেমসে কাবাডির অন্তর্ভুক্তি। ভবিষ্যতে অলিম্পিকেও কাবাডি অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্ন: ঢাকায় চলছে ম্যাটে আর দেশজুড়ে চলছে মাঠে খেলা। কাবাডি এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি কি বড় অন্তরায় নয়?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: দেখুন, কাবাডিকে এগিয়ে নিতে হলে, এ খেলার মানোন্নয়নে ম্যাট ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। বর্তমান কমিটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেশের ৮ বিভাগে ম্যাট পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। এর ফলে ৬৪ জেলা কাভার হবে। আমরা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা এভাবে জোন হিসেবে খেলি। জোনের খেলা এক একবার এক এক জেলায় হয়। যেমন রাজশাহী জোনের খেলা একবার রাজশাহী, পরের বছর হয়ত চাঁপাইনবাবগঞ্জে- এভাবে জেলায় জেলায় ঘুরতে থাকে। ফলে আমরা যখন এক একটি জোনকে একটি করে ম্যাট দেব, তখন কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী ক্রমশ প্রতিটি জেলায় ম্যাটে খেলা হবে। ফলে তৃণমূল থেকে বেড়ে উঠা সবাই তখন ম্যাটে খেলতে অভ্যস্ত হবেন।

প্রশ্ন: জাতীয় খেলা কাবাডি। এর ভেন্যু সুবিশাল হওয়ার কথা। অথচ বড় কোনো আয়োজন করতে গেলে অন্যত্র যেতে হয়। এ নিয়ে কখনো কি নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনে যে ধরনের অবকাঠামো প্রয়োজন তা আমাদের নেই। দেশে অনুষ্ঠিত আগের চারটি আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্টই এর বড় প্রমাণ। এমন কি, একটু বড় পরিসরে জাতীয় কাবাডি করতে গেলেও কোর্টের সংখ্যা কম হওয়ার হিমশিম খেতে হয়। ইতোমধ্যে নীতিনির্ধারক মহলে বিষয়টি তুলে ধরেছি। উনাদের কাছে অনুরোধ করেছি, প্রস্তাবিত অলিম্পিক ভিলেজে যেন কাবাডি অ্যাকাডেমি করার মতো স্পেস দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে যেন অন্তত চারটি কোর্টের ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে আমরা আছি, সেটিকে ইনস্টিটিউট বলতে পারব। কিন্তু ভেন্যু হিসেবে আপ টু দ্য মার্ক নয়।

প্রশ্ন: যে কয়দিনই আপনি দায়িত্বে থাকুন না কেন, বিদায়বেলায় কাবাডিকে কোথায় রেখে যেতে চান?

এস এম নেওয়াজ সোহাগ: দেখুন, সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত আমাদের অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ কত দিনের তা আমার জানা নেই। তবে যে কয় দিনই থাকি না কেন, কাবাডিকে এমন একটা অবকাঠামোর উপর দাঁড় করিয়ে যেতে চাই, যিনি আগামীতে আসবেন তাঁর জন্য যেন সহজ হয়।

দুই ফুটবল টিমকে নিয়ে তথ্যবহুল ও সাড়াজাগানো প্রকাশনা

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান

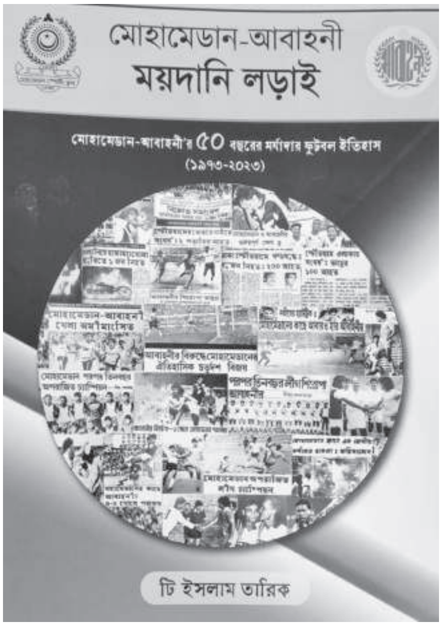

মোহামেডান : আবাহনী ময়দানী লড়াই
এ দুই টিমের গত ৫০ বছরের (১৯৭৩-২০২৩) মর্যাদার ফুটবল ইতিহাস
টি-ইসলাম তারেক
অন্বেষা প্রকাশনা
প্রচ্ছদ-নজমুল আমিন কিরণ
মূল্য- ১৫০০ টাকা

ঢাকা তথা সমগ্র বাংলাদেশের ফুটবল যখন তলানিতে, মানহীন ফুটবল যখন ফুটবলপ্রেমী তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষের আকর্ষণের বাইরে এবং দীর্ঘদিন ধরে তা অযোগ্য ও অদক্ষ সংগঠকদের পাল্লায় পড়ে প্রায় মৃতপ্রায়, ঠিক সেই সময় অনন্য এক ফুটবলপাগল টি ইসলাম তারিকের লেখা মোহামেডান আবাহনী ময়দানী লড়াই বইটি দেশের মৃতপ্রায় ফুটবল অঙ্গনে মরুভূমিতে এক ফোঁটা পানির মতো লাগবে। বইটি পড়ে যে কোনো মানুষেরই ফুটবল সম্পর্কে আগ্রহ উজ্জীবিত হলে অবাক হওয়ার কিছু না-ও থাকতে পারে। ফুটবল খেলা নিয়ে এটি একটি সাদমাটা বই নং, বরং এটি একটি গবেষণালব্ধ, ইতিহাসপ্রসূত ভালোবাসা, আবেগজড়িত কীর্তি, যা ক্রীড়ানুরাগী মাত্রই পড়তে উদ্যোগী হবেন। এ বইটির ক্ষমতা রয়েছে এ দেশের হারিয়ে যাওয়া ফুটবলকে আবার তার যথা স্থানে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা। ফুটবলপ্রেমীরা মাঠে গিয়ে খেলা দেখে মনমাতানো ও আনন্দময় ফুটবল খেলা দেখে যে অপার আনন্দ পেতেন, তারা এ বইটি পড়ে তেমনি আনন্দ পাবেন বলে আমি মনে করি।

লেখক টি ইসলাম তারেক নিজেকে পাঁড় মোহামেডান সমর্থক বা 'মোহাপাগল' বলে দাবি করলেও তিনি তাঁদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীরও যথাযথ মূল্যায়ন করায় প্রশংসার দাবিদার। তিনি তাঁর লেখায় মোহামেডান ও আবাহনীকে সমান নিক্তিতে মাপার জন্য প্রশংসার দাবিদার। দেশের সেরা দুই টিমকে যথাযথ মূল্যায়ন করে লেখা সহজ নয়। লেখক সেটা চেষ্টা করে তাতে সফল হয়েছেন।

দুই ক্লাবের নানা তথ্য ও বিভিন্ন রেকর্ড সন্নিবিষ্ট করে লেখক বইটিকে দারুণ আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। এত পড়ার আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে। তারেকের এ বইটি গবেষণালব্ধ। সারা দেশে কোথাও খেলাতো দূরের কথা, কোন কিছুরই তথ্য, ইতিহাস বা রেকর্ড সংরক্ষণ করার অভ্যাস আমাদের নেই। ফুটবল তো দূরের কথা গত বছরের খেলার ফল বা রেকর্ড এক দৈনিকের পাতা ছাড়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিছু খেলার খবর ঢাকার বাইরের। সেগুলো সংগ্রহ করে লেখক মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। নিজের সংসার, অফিস, ব্যক্তিগত জীবনের সব কাজ ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর্কাইভ ও লাইব্রেরিতে ডুবে থেকে এ রকম একটি মনোরম প্রকাশনার জন্য তারেক সাহেবকে আমার হৃদয় নিংড়ানো অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। বইটি যে বছরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার দাবিদার। এই বইট বিশেষ কোনো পুরস্কার পেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। প্রকাশনাটি উৎকৃষ্টমানের শুধু নয়, এত উঁচুমানের ক্রীড়া সাংবাদিকতার ছাপও রয়েছে।

জনাব তারেকের এটি দ্বিতীয় প্রকাশনা। প্রথমটিও এই দুই ক্লাবকে নিয়ে লেখা। ছবি ও তথ্য বহুল। বর্তমান বইটির প্রচ্ছদ আরও ঝলমলে রঙিন ও আকর্ষণীয় করা যেত। ক্রীড়াপ্রেমী সৌখিন ফটোগ্রাফার নাজমুল আমিন কিরনের সব ছবি বই দুটির আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

তারেক শুধু মোহামেডান ক্লাবের ওপর একটা বই লিখবেন বলে আমি আশা করছি। তাঁর বন্ধু আবু ওমর রাসেল এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই বইটির আশায় আমার দিন গোনা শুরু হলো।

খো খো বিশ্বকাপে হতাশার এক যাত্রা বাংলাদেশের

ওমর ফারুক রুবেল

প্রথম খো খো বিশ্বকাপ। কিন্তু পদক জিতে নিজেদের রাঙাতে পারেনি বাংলাদেশ। এশিয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ে ২ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের স্বপ্ন ছিল রৌপ্য বা রানার্সআপ ট্রফি জেতা। কিন্তু তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি লাল সবুজের ছেলে ও মেয়েরা। বরং আট দলের লড়াই কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছে দুই দলই। র‍্যাঙ্কিংয়েও ঘটেছে অবনতি। ফলে লাল সবুজদের হতাশার এক যাত্রা ছিল খো খো বিশ্বকাপে।

প্রথম খো খো বিশ্বকাপ

প্রাচীন খেলা হলেও এই প্রথবার বিশ্বকাপ আয়োজন করে আন্তর্জাতিক খো খো ফেডারেশন (আইকেকেএফ)। ১৩ থেকে ১৯ জানুয়ারি ভারতের নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষ মহিলা দুই বিভাগেই অংশ নেয় বাংলাদেশ। প্রথম আসরেই ব্যাপক সাড়া পায় ভারত। পুরুষ বিভাগে ২০টি ও মেয়েদের বিভাগে ১৯টি দল অংশ নেয়। ঘুরে ফিরে দুই বিভাগে ২৩টি দেশ অংশ নেয়। দেশগুলো হলো- বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ভুটান, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, ঘানা, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নেপাল, পেরু, পোল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, উগান্ডা, যুক্তরাষ্ট্র ও স্বাগতিক ভারত।

হতাশার পারফরম্যান্স

খো খো বিশ্বকাপের ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগেই সি-গ্রুপে অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, আশানুরূপ ফলাফল করতে না পারায় আগেভাগেই বিদায় নিতে হয় বাংলাদেশকে। গ্রুপ পর্বে প্রতিপক্ষদের নাস্তানাবুদ করলেও কোয়ার্টার ফাইনালে ধরাশায়ী হয়েছে বাংলাদেশের দুই দল। ফলে শেষ আট থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে লাল সবুজদের।

খেলোয়াড়দের অভিযোগ

খা খো বিশ্বকাপের গ্রুপিং নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ছিল বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের। বিশেষ করে মেয়েদের গ্রুপিং নিয়ে। দলের সহকারী কোচ হ্যাপী বেগম বলেন, 'আগে কখনোই বিশ্বকাপ হয়নি। তাই এশিয়ার মধ্য থেকেই র‍্যাঙ্কিং হতো। সেই র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী ভারত এক, বাংলাদেশ দুই, নেপাল তিন এবং শ্রীলঙ্কা চার নম্বরে ছিল। মেয়েদের আলাদা চারটি গ্রুপে এই চার দলকে রাখার কথা ছিল। কিন্তু ফিকশ্চারে বাংলাদেশের সি-গ্রুপে নেপাল ও শ্রীলঙ্কাকে রাখা হয়, যাতে দুই শক্তিধর দলের একটি বাদ পড়ে যায়'। তিনি যোগ করেন, 'বাকি তিন গ্রুপে পাঁচটি করে দল থাকলেও ভারতের গ্রুপে চার দল ছিল'। হ্যাপী বলেন, 'আগামীতে খো খোকে এশিয়ান গেমস ও অলিম্পিক গেমসে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় আন্তর্জাতিক খো খো ফেডারেশন। তারই ধারাবাহিকতায় এশিয়ার বাইরে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইউরোপে একটি পদক দিতেই এমন ফিকশ্চার আয়োজকদের। যাতে ভবিষ্যতে এই দুই গেমসে খো খোকে অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হয়। যার বলির পাঠা হলাম আমরা'।

মাঠ সংকটে হয়নি পর্যাপ্ত অনুশীলন

আগে মাঠে খেলা হলেও সময় বদলেছে। আধুনিক খো খো খেলা অনুষ্ঠিত হয় ম্যাটে, বাংলাদেশে যা নেই। অথচ ভারত ও নেপাল এই ম্যাটের কারণেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ম্যাট নেই বলে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। তবে সম্প্রতি ম্যাটের সংকুলান হলেও তা বসাতে পারছেন না বাংলাদেশের কর্মকর্তারা। সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান বলেন, 'গ্রী ও কনকা প্রায় ১৬ লাখ টাকা দামের ম্যাট দিতে চেয়েছে। কিন্তু ম্যাট বিছানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই বলেই সেই ম্যাট দিতে পারছে না তারা'। তাই মিরপুরের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্সের পাশে ছোট্ট জায়গাতে অনুশীলন করেই বিশ্বকাপে খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ।

প্রথম বিশ্বকাপ খো খোতে যাওয়া সদস্যরা

পুরুষ বিভাগ: রবিউল ইসলাম, শফিকুল হাসান, সুলতান আহমেদ, ইদিল প্রামাণিক, নয়ন আলী, উসামা আয়মান, গোলাম রসুল, মিরাজ হোসেন, ইমন প্রামাণিক, ফয়সাল হাওলাদার, শেখ নাহিদ হাসান, রহমত ইসলাম, আশিক হোসেন, আকাশ আলী ও রবিউল ইসলাম-২। কোচ মীর কায়সার সাদিক, সহকারী কোচ সোহাগ মিলন এবং দলের ম্যানেজার জাহিদুল ইসলাম।

মহিলা বিভাগ: শারাবান তহুরা, সুমাইয়া আক্তার, সুরভী খাতুন, তনিমা আক্তার, রিতু রানী, আছিয়া খাতুন, তাসপিয়া খাতুন, সানজিদা আক্তার, পারভীন সুলতানা, সেলিনা আক্তার, মাহি খাতুন, কারিমা আক্তার, রিয়া আক্তার, মোসাম্মাত ফারজানা ও মৌসা আক্তার মিম। কোচ সাইদুল হক, সহকারী কোচ হ্যাপী বেগম এবং দলের ম্যানেজার রফিকুল ইসলাম।

খো খো বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ফলাফল

- **পুরুষ বিভাগ**

গ্রুপ পর্ব

বাংলাদেশ ৫৬ : ২৪ শ্রীলঙ্কা

বাংলাদেশ ৮৩ : ২৬ যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ১১৯ : ১০ দ. কোরিয়া

বাংলাদেশ ৭২ : ৪৬ পোল্যান্ড

কোয়ার্টার ফাইনাল

বাংলাদেশ ১৮ : ৬৭ নেপাল

- **মহিলা বিভাগ**

গ্রুপ পর্ব

বাংলাদেশ ৭৯ : ১৪ শ্রীলঙ্কা

বাংলাদেশ ১০৫ : ১৮ জার্মানি

বাংলাদেশ ১১২ : ৬ ভুটান

বাংলাদেশ ২৪ : ৮৩ নেপাল

কোয়ার্টার ফাইনাল

বাংলাদেশ ১৬ : ১০৯ ভারত

বার্সার ট্রফি জয়ের শতক পূরণ

মো. রেজাউল হক

এফসি বার্সেলোনা। স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাবটি ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এক নামেই পরিচিত। সাফল্য আর অর্জনে যে দলটির খ্যাতি বিশ্বজোড়া। বার্সার প্রাপ্তির মুকুটে যোগ হয়েছে আরেকটি পালক। সম্প্রতি শততম ট্রফি জয়ের গৌরব অর্জন করেছে ক্লাবটি।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১০০ ট্রফির মাইলফলক স্পর্শ করেছিল বার্সেলোনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ। এরপর গত দুই বছরে দলটির ট্রফি ক্যাবিনেট আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে একেবারে কাছে গিয়েও শততম ট্রফি জয়ের অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছিল না বার্সার। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হলো তাদের। রিয়ালকে হারিয়েই এবার ১০০ ট্রফির ল্যান্ডমার্ক ছুঁয়েছে কাতালান ক্লাবটি। ১২ জানুয়ারি রাত পর্যন্ত আঞ্চলিক ট্রফি বাদ দিয়ে বার্সার শিরোপার সংখ্যা ছিল ৯৯। পরদিন রিয়াদের কিং সৌদ ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের হ্যাটট্রিক ও রদ্রিগোর গোলে রিয়াল মাদ্রিদকে ৫-২ গোলের ব্যবধানে উড়িয়ে নিজেদের শততম ট্রফিটি জিতে নিয়েছে বার্সেলোনা। ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগের মধ্যে বার্সা ও রিয়াল ছাড়া ১০০ শিরোপা জেতার রেকর্ড নেই অন্য কোনো দলের।

ক্লাব হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরুর (প্রতিষ্ঠাকাল ২৯ নভেম্বর ১৮৯৯ সাল) প্রায় ১২৫ বছর পর এসে কাঙ্ক্ষিত এই তিন অঙ্কের দেখা পেল ইউরোপের অন্যতম সেরা এই ফুটবল পরাশক্তি। এই ট্রফি দিয়ে মাইলফলক স্পর্শ করার পাশাপাশি শিরোপা-খরাও ঘোচাল বার্সা। আগের মৌসুমটা খালি হাতেই কেটেছিল তাদের। সবশেষ ২০২৩ সালের মে মাসে লা লিগা জিতেছিল বার্সা। জেদ্দার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে সুপার কাপের শিরোপা সংখ্যায়ও রিয়ালের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াল বার্সেলোনা। এখন পর্যন্ত প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ ১৪টি শিরোপা জিতেছে তারা। সুপার কাপে রিয়ালের জেতা ট্রফির সংখ্যা ১৩।

রেকর্ডের পাতা ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, আঞ্চলিক ট্রফি হিসেবে বাদ রেখে বিশ্বের সপ্তম ক্লাব হিসেবে ট্রফি জয়ের সংখ্যা তিন অঙ্কের কোটা স্পর্শ করেছে বার্সা। এ ক্ষেত্রে সবার ওপরে আল আহলি। মিসরের বিখ্যাত ক্লাবটি জিতেছে ১২৫টি ট্রফি। স্কটল্যান্ডের রেঞ্জার্সের জয় করা ট্রফি সংখ্যা ১১৮। তিনে থাকা উরুগুয়ের ক্লাব ন্যাসিওনালের শো-কেসে রয়েছে ১১৭টি ট্রফি। ১১৬টি ট্রফির মালিকানা নিজেদের করে নিয়েছে স্কটল্যান্ডের সেলটিক। উরুগুয়ের অ্যাটলেটিকো পেনারোল ১১৩টি ট্রফি জিতেছে। স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদের ট্রফি সংখ্যা ১০৬। সবশেষ বার্সেলোনার ১০০তম ট্রফি জয়ের কথা তো বলা হয়েছে আগেই।

বার্সেলোনার ১০০ ট্রফির বিস্তারিত ঘেঁটে যে তথ্য মিলছে, তাতে কোপা দেল রে'তে দলটি জিতেছে সর্বোচ্চ ৩১টি ট্রফি (১৯১০, ১৯১২, ১৯১৩, ১৯২০, ১৯২২, ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৮, ১৯৪২, ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫২-৫৩, ১৯৫৭, ১৯৫৮-৫৯, ১৯৬২-৬৩, ১৯৬৭-৬৮, ১৯৭০-৭১, ১৯৭৭-৭৮, ১৯৮০-৮১, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮, ২০০৮-০৯, ২০১১-১২, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০২০-২১)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭টি ট্রফি এসেছে লা লিগা থেকে (১৯২৯, ১৯৪৪-৪৫, ১৯৪৭-৪৮, ১৯৪৮-৪৯, ১৯৫১-৫২, ১৯৫২-৫৩, ১৯৫৮-৫৯, ১৯৫৯-৬০, ১৯৭৩-৭৪, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৮-৯৯, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০২২-২৩)। স্প্যানিশ সুপার কাপে বার্সা শেষ হাসি হেসেছে ১৫ বার (১৯৮৩, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৬, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩, ২০২৫)। ইউয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ (১৯৯১-৯২, ২০০৫-০৬, ২০০৮-০৯, ২০১০-১১, ২০১৪-১৫) ও ইউয়েফা সুপার কাপ (১৯৯২, ১৯৯৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৫) জিতেছে ৫ বার করে। ইউয়েফা কাপ উইনার্স কাপের ট্রফি পেয়েছে ৪ বার (১৯৭৮-৭৯, ১৯৮১-৮২, ১৯৮৮-৮৯, ১৯৯৬-৯৭)। ৩ বার করে ট্রফি জয় করেছে কোপা ইভা দুয়ার্তে (১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৩), ইন্টার-সিটিজ ফেয়ার্স কাপ (১৯৫৫-৫৮, ১৯৫৮-৬০, ১৯৬৫-৬৬) ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে (২০০৯, ২০১১, ২০১৫)। অন্যান্য ট্রফির মধ্যে কোপা দেল লা লিগা (১৯৮৩, ১৯৮৬) ও লাতিন কাপ (১৯৪৯, ১৯৫২) বার্সার ঘরে গেছে ২ বার করে।

'ল্যাক্রোস' উত্তর আমেরিকার একটি জনপ্রিয় ও প্রাচীনতম খেলা। খুব দ্রুতগতির এ খেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের গোলে যতবার সম্ভব বল পাঠানো এবং প্রতিপক্ষকে গোল করা থেকে বিরত রাখা। একটি গোল এক পয়েন্ট গণনা করা হয়। পুরুষদের দলে সাধারণত ১০ জন খেলোয়াড় থাকেন। গোলরক্ষক, তিনজন ডিফেন্সম্যান, তিনজন মিডফিল্ডার (যাদের মধ্যে একজন কেন্দ্র) এবং তিনজন আক্রমণকারী। মহিলাদের খেলা লাঠির সাথে শরীরের কোনো যোগাযোগ বা রুক্ষ খেলার অনুমতি দেয় না। গোলরক্ষক একটি বুকে প্যাড ও লেগ গার্ড পরেন। এক পাশে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে। গোলগুলো ৯০ থেকে ১১০ গজ দূরে এবং কোনো সাইডলাইন বা শেষ লাইন নেই, গোল ক্রিজ এবং কেন্দ্রের বৃত্তই একমাত্র স্থল চিহ্ন। একটি খেলায় ২৫ মিনিটের অর্ধাংশ থাকে, যেখানে ১০ মিনিটের বিরতি থাকে। টাইয়ের ক্ষেত্রে ওভারটাইম নেই। দুই দলের খেলোয়াড়রা মাঠের নিচে বা প্রতিপক্ষের গোলে বল ধরতে, বহন করতে বা নিক্ষেপ করতে লম্বা-হ্যান্ডেল, র‍্যাকেটের মতো সরঞ্জাম (ক্রস) ব্যবহার করে। লক্ষ্যটি আপরাইট এবং একটি আলগা জাল তৈরি করা ক্রসবার দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশে খেলাটি প্রচলন করা হয়েছে।

হকিতে জুনিয়রদের সাফল্য হোক সিনিয়রদের প্রেরণা

মোস্তফা তারিক আল বান্না

বাংলাদেশের হকিতে একটা আশার আলো সৃষ্টি হয়েছে। সিনিয়ররা বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন যেখানে দেখতে ব্যর্থ, সেখানে জুনিয়ররা বিশ্বকাপে খেলা যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। জুনিয়রদের দেখানো পথে এখন সিনিয়রদের নতুন পথের সন্ধান করতে হবে।

একসময় হকি ছিল ফুটবলের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সেরা জনপ্রিয় খেলা। আর সম্ভাবনার বিচারে ফুটবল-ক্রিকেটকেও ছাড়িয়ে গিয়ে হকি ছিল ১ নম্বরে। নতুন প্রজন্ম হয়তো হকির সেইসব সোনালি ইতিহাস জানেই না। অনূর্ধ্ব-২১ যুব হকি দল বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠায় সোনালি যুগের কথা সামনে চলে আসবে। আর হয়তো সেই সব কথা জানতে পারবে নতুন প্রজন্ম।

১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এশিয়া কাপ হকি আসর। সেই আসরে গ্রুপ পর্বের এক ম্যাচে তৎকালীন বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ ও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী পাকিস্তান দল দেখেছিল বাংলাদেশের হকি নৈপুণ্য। পুরো ম্যাচেই বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের আক্রমণ সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করে উল্টো তাদের রক্ষণভাগে হানা দেয়। ভাগ্য ভালো ছিল পাকিস্তানের। বাংলাদেশ গোল করতে পারেনি। খেলা শেষ হওয়ার মাত্র ৯ মিনিট আগে কোনোমতে একটি গোল করে জয়সহ পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে সক্ষম হয় পাকিস্তান। এখন বাংলাদেশ সেই পাকিস্তানই শুধু নয়, ভারত অথবা দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ম্যাচে হালি হালি গোল হজম করে। এসব হয়েছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ব্যর্থতার কারণে।

১৯৮৫ সালে এশিয়া কাপে যে হকির জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা ধরে রাখতে পারেনি ফেডারশেন। ফেডারেশনের কর্মকর্তারা শুধু পদ নিয়ে সময় নষ্ট করেছেন, হকির উন্নতির জন্য বলা যায় তারা কিছুই করেননি। ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলায় ছিল অগনিত তরুণ খেলোয়াড়। তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে যদি হকির চর্চা চালু করতো, তাহলে নতুন নতুন তারকা উঠে আসত। ওই সময়ের পর বাংলাদেশে যারা হকি খেলেছে, তারা সঠিক অনুশীলনের অভাবে বিশ্বের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলতে পারেননি। ফলে বিশ্বের প্রতিটি দল যেভাবে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ সেভাবে এগুতে পারেনি।

আমরা দেখেছি, সত্তর ও আশির দশকে দারুণ সব তারকার খেলা। সেই সময় জুম্মন লুসাই, রামা লুসাই, খাজা রহমত, মাহবুব হারুন, এহতেশাম, তিশা, সাব্বির ইউসুফ, আব্দুর রহিম, চাকলাদারের মতো তারকা খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য আমরা দেখেছি। এখন এমন হকি খেলোয়াড় চোখেই পড়ে না। যাইহোক, যুবারা প্রমাণ করে দিয়েছে, বাংলাদেশ হকি থেকে একেবারে হারিয়ে যায়নি। সিনিয়র দল যেখানে এশিয়া কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না, সেখানে যুবারা বিশ্বকাপের টিকিট লাভ করেছে।

'মৃতপ্রায়' হকিতে হয়তো এবার নতুন জোয়ার সৃষ্টি হবে। ওমানের মাসকটে অনূর্ধ্ব-২১ যুব এশিয়া কাপ হকিতে থাইল্যান্ডকে ৭-২ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে বাংলাদেশ যুব বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে, যা বাংলাদেশের হকির ইতিহাসে যে কোনো লেভেলে এই প্রথম।

২০২৫ সালে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য যুব বিশ্বকাপে এশিয়া থেকে সাত দল অংশগ্রহণ করবে। আর স্বাগতিক ভারত সরাসরি খেলবে। বাকি ছয় দেশ জুনিয়র এশিয়া কাপ থেকে খেলার সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন (বিএইচএফ) ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফেডারেশনটি ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন এবং এশিয়ান হকি ফেডারেশনের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৮৭ সালে ঢাকায় নতুন হকি স্টেডিয়াম নির্মিত হয়, যা মাওলানা ভাসানী নামে পরিচিত। তার আগে পল্টন ময়দানের পূর্বপাশে ছিল হকি স্টেডিয়াম। সেখানেই নিয়মিত হকি লিগ, জাতীয় ও যুব জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যবস্থা করা হতো। শুধু প্রথম বিভাগই নয়, দ্বিতীয় বিভাগ হকি লীগ, স্বাধীনতা দিবস হকি টুর্নামেন্ট, বিজয় বিজয় দিবস হকি টুর্নামেন্টও অনুষ্ঠিত হতো। স্কুল হকি টুর্নামেন্টও ছিল চোখে পড়ার মতো।

বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালে কুয়ালালামপুরে জুনিয়র বিশ্বকাপের এশিয়া/ওশেনিয়া জোন কোয়ালিফাইং রাউন্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্টে প্রথম বারের মতো অংশ নেয়। বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালে ব্যাংককে এশিয়ান গেমস হকিতেও খেলেছিল। এরপর বাংলাদেশ প্রথম এশিয়া কাপে অংশ নিয়েছি ১৯৮২ সালে পাকিস্তানের করাচিতে। আর ১৯৮৫ সালে ঢাকা দ্বিতীয় এশিয়া হকি কাপের আয়োজন করে বাংলাদেশ। যেখানে চাকলাদারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেই দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিল। এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ছাড়াও অংশ নিয়েছিল ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর ও ইরান। সেই আসরে অসামান্য নৈপুণ্য দেখানোর পরই হারিয়ে যায় বাংলাদেশের সম্ভাবনার দ্বার।

বাংলাদেশ এখন হকিতে এগিয়ে যেতে পারবে, যদি তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি চালু করতে পারে। ভারত, পাকিস্তান যদি হকিতে বিশ্ব খ্যাতি ধরে রাখতে পারে, তাহলে বাংলাদেশ কেন পারবে না। একসময় এই তিন দেশের হকির মধ্যে তো খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। ভারতের বিশ্বকাপ তারকা ধনরাজ পিল্লাই, মুকেশ কুমার, বিশ্বের অন্যতম সেরা হকি কিংবদন্তি পাকিস্তানের শাহবাজরা তো একসময় ঢাকা লিগে নিয়মিত খেলতেন। এখন এই সব কথা স্বপ্নের মতো মনে হয়। কারণ, আমরা হকিতে পিছিয়ে পড়েছি। সময় এসেছে সেই সোনালি দিন ফিরিয়ে আনা। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনকে এখন সেই কাজটা করতে হবে। যেখানে অনুপ্রেরণা থাকবে জুনিয়র দল। যারা খেলবে অনূর্ধ্ব- ২১ বিশ্বকাপে।

শিরোপা জিতেছে বারিধারা ড্যাজেলার্স

মো. মনির উদ্দিন

ঢাকা দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগের ২০২৪-২৫ মৌসুমের শিরোপা জিতেছে বারিধারা ড্যাজেলার্স। রানার্সআপ হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। সিসিডিএমের (ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস) ব্যবস্থাপনায় এবং মেঘনা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এবারের লিগে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে মোট ২৪টি দল। 'এ' গ্রুপে ছিল বারিধারা ড্যাজেলার্স, ধানমন্ডি প্রগতি সংঘ, ঢাকা মেরিনার ইয়াংস ক্লাব, ইন্দিরা রোড ক্রীড়াচক্র, গুলশান ইয়ুথ ক্লাব লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক ক্রীড়া পরিষদ, ফিয়ার ফাইটার্স স্পোর্টিং ক্লাব, বনানী ক্রিকেট ক্লাব, গোপিবাগ ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বয়েজ ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ও ঢাকা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। আর 'বি' গ্রুপের দলগুলো হলো- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), নওয়াবগঞ্জ ক্রিকেট কোচিং অ্যাকাডেমি, মিরপুর বয়েজ ক্রিকেট ক্লাব, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, সাধারণ বীমা ক্রীড়া সংস্থা, উদিতি ক্লাব, নর্থ বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, মোহাম্মদপুর ক্রিকেট ক্লাব, উদয়াচল ক্লাব, ইয়াং পেগাসাস ক্লাব-'এ', গোল্ডেন ঈগলস স্পোর্টিং ক্লাব ও রায়ের বাজার অ্যাথলেটিক ক্লাব। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে বারিধারা ড্যাজেলার্স ও রানার্সআপ বিকেএসপি আগামী মৌসুমে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো। অন্যদিকে রেলিগেশন লিগের নিচের সারির দুই দল ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ও গোল্ডেন ঈগলস স্পোর্টিং ক্লাব নেমে গেল তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগে। লিগে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছেন সিয়াম আল সাকিব আনিম, করেছেন ৭৪২ রান। বল হাতে সর্বাধিক ৩৫ উইকেট শিকারি হয়েছেন বারিধারা ড্যাজেলার্সের মো. মনিরুল হক ও নওয়াবগঞ্জ ক্রিকেট কোচিং অ্যাকাডেমির দীপু বিশ্বাস। স্পন্সর পাওয়ায় ঢাকা দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগের এবারের আসরে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়েছে বিসিবি। ক্লাব অনুদান ৪ লাখ ৭৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৬ লাখ টাকা করা হয়েছে এবং পোশাকের জন্য দেওয়া হয় আরও এক লাখ টাকা, যেটা আগে ছিল ৭৫ হাজার। তা ছাড়া এবার লিগের সব ম্যাচেই দেওয়া হয়েছে ৫ হাজার টাকা করে ম্যাচসেরার পুরস্কার। আগে কেবল সুপার লিগের ৩০টি ম্যাচে এই পুরস্কার দেওয়া হতো। পরিবহন ভাড়া দুই হাজার বাড়িয়ে সাড়ে ১১ হাজার করা হয়েছে। লিগের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ও সেরা খেলোয়াড়কে ৮৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাইজমানি হিসেবে চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হয়েছে ৪ লাখ টাকা এবং রানার্সআপ দল পেয়েছে ৩ লাখ টাকা যা গতবার ছিল যথাক্রমে ৩ লাখ ও ২ লাখ টাকা।

জিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রংপুর বিভাগ চ্যাম্পিয়ন

মো. রেজাউল হক

জিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে রংপুর বিভাগ। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে সিলেট বিভাগকে ৫ উইকেটে হারিয়ে রংপুর শিরোপা জয় করে। টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে সবক'টি উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান সংগ্রহ করে সিলেট। ৪১ বলে ৫ চার ও ৩ ছক্কায় সর্বাধিক ৫৮ রানের ইনিংস খেলেন ওয়াসিফ আকবর। এ ছাড়া শাহনাজ আহমেদ ১৭ ও জয়নুল ইসলাম করেন অপরাজিত ১৩ রান। রংপুরের বোলাররা বেশ নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন। সোহানুর রহমান নেন ২টি উইকেট। সিলেটের হয়ে অংশ নিয়েছিলেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার অলক কাপালি। ব্যাট হাতে অবশ্য 'গোল্ডেন ডাক' মেরেছেন। তবে বল হাতে সফল হন তিনি। ২৫ রান খরচায় নিয়েছেন ২ উইকেট। তবে দলকে কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দিতে পারেননি সিলেট অধিনায়ক। ১৪৪ রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরুতে উইকেট হারালেও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলা আবদুল্লাহ আল মামুনের ব্যাটে চড়ে জয় পেতে রংপুরের তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি। ৫৯ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৬৬ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে দলকে জেতাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তিনি। মামুন ছাড়াও নবীনের ব্যাট থেকে আসে ৩০ রানের ইনিংস। সব মিলিয়ে ৫ উইকেট হারিয়ে ৪ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে নোঙ্গর করে রংপুর।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। প্লেয়ার অব দ্য ফাইনাল বিবেচিত হন চ্যাম্পিয়ন রংপুরের অধিনায়ক আবদুল্লাহ আল মামুন এবং একই দলের রাইসুল ইসলাম অঙ্কন পান টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। এ ছাড়া সেরা বোলার হন সিলেটের সফর আলী এবং সেরা ব্যাটসম্যান নির্বাচিত হন ঢাকার রহমত। কোনো খেলোয়াড়ের অবসর না নেওয়া পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, এতে খেলা এবং রাজনীতির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে। তবে ক্যারিয়ার শেষে যে কেউ চাইলে রাজনীতি করতে পারে বলে মনে করেন বিএনপির মহাসচিব। তিনি বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনেকরি যে খেলাধুলার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক থাকা উচিত না।

শিরোপাজয়ী রংপুর বিভাগ (উপরে) এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (নিচে)

ফাইনাল খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ, বিসিবির সাবেক কোষাধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী ইউসা মিশু, বিএনপির কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক, জিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আহবায়ক রফিকুল ইসলাম বাবু, সদস্য সচিব দেবব্রত পাল, জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল, রাজিন সালেহ।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গত ১০ নভেম্বর বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে জিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পর্দা উঠেছিল। সেদিন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল ও মোহাম্মদ আশরাফুল এবং আমিনুল হক টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেছিলেন। এরপর দেশজুড়ে নানা ধাপ পেরিয়ে তবেই সমাপ্তি ঘটেছে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এই আসরের। মূলত বিভাগীয় পর্যায়ের খেলাগুলো বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর গত ১৬ জানুয়ারি ঢাকায় শুরু হয় মূল পর্ব। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ১০টি বিভাগ মূলত বিএনপির সাংগঠনিক বিভাগ। রাজশাহী, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রংপুর ও সিলেট, প্রতিটি সাংগঠনিক বিভাগেই লাল ও সবুজ নামে দুটি করে দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি বিভাগের দুটি দল নিজেদের মধ্যে একটি করে ম্যাচ খেলেছে। ১০ ম্যাচের জয়ী দলের সঙ্গে মূল পর্বে যোগ হয় ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ দল। সেখান থেকেই ফাইনালের টিকিট পায় রংপুর বিভাগ ও সিলেট বিভাগ এবং ১৯ জানুয়ারি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মদিনে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে রংপুর হাসে শেষ হাসি।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দৃশ্য...

শব্দজট-৬১৯

রি	শা	দ	হো	সে	ন		ডা	
প						রা	না	
ন		আ	জি	জু	ল			শা
ম		ফি				মে		র
ভ		ফ		সা		হে		মি
ল				বি		দী		ন
	ফা	র	জা	না		হা		আ
						সা		ক্তা
রা	কি	বু	ল	হা	সা	ন		র

শব্দজট-৬২১

১							২	
						৩		
		৪						৫
						৬		
				৭				
	৮							
৯								

শব্দজট-৬১৯ বিজয়ী
মো. জাকির উল্লাহ পাতা
সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম
ঢাকা জেলা।

শব্দজট-৬১৭ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

নাম..

ঠিকানা..

....

....

মোবাইল ....

শব্দজট-৬১৯ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। শবনম খান, ১৬ শেরেবাংলা (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ২। কামরুন নাহার শিলা, গ্রাম+ডাক- বালিজুড়ি বাজার, থানা- মাদারগঞ্জ, জেলা-জামালপুর-২০৪১ ৩। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। সানজিদা আক্তার (সাজিদা) প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অব. প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৬। খাদিজাতুল কোবরা, প্রযত্নে- মাহাবু, নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ৭। মেহেদী হাসান মামুন, গ্রাম- জিয়নপুর চড়িডাংগা, পোস্ট- জিয়নপুর, থানা- দৌলতপুর, জেলা-মানিকগঞ্জ; ৮। তপন, গান এ্যাস্টার, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম; ৯। এম বদরুল ইসলামা বাবু, প্রযত্নে- জরিনা ম্যানশন, (৩য় তলা) ৩৭ নং ওয়ার্ড, মুনিরনগর, চৌচালা, বন্দর, চট্টগ্রাম; ১০। এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১২। মো. মিল্টন মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৩। মো. সোহাগ মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৪। রওশন আরা বেগম, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৪। সোহেল মোল্লা, বাসা-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা; ১৫। সুমাইয়া আক্তার, গ্রাম+পোস্ট- বাঘরপুর, থানা+জেলা- চাঁদপুর; ১৬। রোকসানা আক্তার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক, থানা+জেলা-মানিকগঞ্জ; ১৭। গিয়াস উদ্দিন, (সহকারী শিক্ষক) লর্ড হাডিঞ্জ মা.বি. লর্ড হাডিঞ্জ, লালমোহন, ভোলা; ১৮। মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, বকাভবানীপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ১৯। আক্কাছ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট-চতলাবাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ২০। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ২১। ইমরান হোসেন, ৯/আই, সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার, ধানমন্ডি-১৫, ঢাকা; ২২। মেহেদী হাসান, গ্রাম- মমিনপুর, পোস্ট- সোমপাড়া, থানা- চাটখিল, জেলা- নোয়াখালী।

শব্দজট ৬১৯-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি:
১। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের লেগ স্পিনার; ৩। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের গোলরক্ষক এর নামের শেষ অংশ; ৪। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক এর নামের প্রথম অংশ; ৮। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি ব্যাটসম্যান; ৯। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় হকি দলের খেলোয়াড়।

সূত্রঃ উপর-নিচ
১। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ডাক পাওয়া তরুণ পেসার; ২। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ১১তম আসরের মাসকটের নাম; ৪। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যান; ৫। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি ব্যাটসম্যান; ৬। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার; ৭। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক।

মোঃ ফরিদ উদ্দিন, ৭/৮ এ, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, হাতিরপুল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫। ফোনঃ ০১৮৩৮৫০৩৪৬৪

হ্যান্ডবল রেফারিজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ চট্টগ্রামের আয়োজনে ও ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ হ্যান্ডবল রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ চট্টগ্রামে ৪ দিনব্যাপী হ্যান্ডবল রেফারিজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সহসভাপতি মো. হাফিজুর রহমান। সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ চট্টগ্রামের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এস এম গিয়াস উদ্দিন বাবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী মো. জাহেদুল করিম বাপ্পী সিকদার, চট্টগ্রাম জেলার ক্রীড়া কর্মকর্তা আবদুল বারী প্রমুখ। গত ৫ থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের শিক্ষার্থী, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা ও হ্যান্ডবল খেলোয়াড়সহ প্রায় ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। **সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ**

নারী বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের প্রস্তুতি দ্রুত শুরু দরকার

মোস্তফা তারিক আল বান্না

নারী ক্রিকেটে বাংলাদেশ এমনিতেই অনেক পিছিয়ে। কারণ, বাংলাদেশে যখন পুরুষ ক্রিকেটের চর্চা শুরু হয় সেই ১৯৭৪-৭৫ সালে, তখন নারীরা এই খেলার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সত্তর দশকের একেবারে শেষদিকে আবাহনী ক্লাবের মাঠে কয়েকজন কলেজপড়ুয়া নারী ক্রিকেট চর্চা শুরু করে। তাদের দেখাদেখি সারাদেশের বিভিন্ন শহরে অল্প কিছু নারীও ক্রিকেট চর্চায় মাঠে নামে। সামান্য একটু আলো দেখতে পাওয়া যায় নারীদের ক্রিকেট নিয়ে। এভাবেই চলতে চলতে একসময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নারী ক্রিকেট নিয়ে ভাবতে থাকেন। ২০০৭ সালে এসে বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রিকেট দল গঠিত হয়। আর তখন পুরুষরা ওয়ানডে, টেস্ট, এমনকি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিয়মিত আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশগ্রহণ করছিল। যাই হোক অনেক দেরিতে হলেও দেশে নারী ক্রিকেটের প্রচলন হয়। আর এখন বাংলাদেশ নারী দল ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলছে নিয়মিতভাবে।

ক্রিকেটে নারীদের তো অভিজ্ঞতাই ছিল না। পুরুষদের সঙ্গে নারী ক্রিকেটের চর্চা শুরুর পার্থক্য ৩০ বছরেরও বেশি। এরপরও যতটা এগিয়েছে তা যথেষ্ট। আমাদের আশা ছিল, বাংলাদেশ দল বিশ্বকাপ নারী ক্রিকেটের মূলপর্বে সরাসরি খেলবে। কিন্তু, সেটা যে ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত তাই সত্যি হলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ওয়ানডে সিরিজে ১-২ ব্যবধানে হেরে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ হারায় বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশকে বিশ্বকাপের মূলপর্বে যেতে হলে বাছাইপর্বের বাধা অতিক্রম করতে হবে।

গত ২৪ জানুয়ারি রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে পরাজিত হওয়ায় সরাসরি বিশ্বকাপে যাওয়া হলো না নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলতি ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে ৯ উইকেটে হারলেও দ্বিতীয়টিতে বাংলাদেশ ৬০ রানের বড় ব্যবধানে জয়ী হয়। তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ৮ উইকেটে হেরে যায়। ফলে ওয়ানডে নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে রয়ে যায়। ২১ পয়েন্ট পাওয়া নিউজিল্যান্ড নেট রানরেটে এগিয়ে থাকায় ষষ্ঠ স্থান পেয়ে সরাসরি বিশ্বকাপে চলে যায়। অথচ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তৃতীয় ম্যাচে হারাতে পারলে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডকে পেছনে ফেলে ষষ্ঠ স্থান লাভ করত এবং সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে যেতো। যা-ই হোক, সেটা হয়নি।

তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের ১১৮ রানের জবাবে স্বাগতিক নারী ক্যারিবিয়ান দল ১৩৫ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে স্বাগতিক ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড। বাকি দুটি দল বিশ্বকাপের টিকিট পাবে বাছাইপর্ব খেলে। যেখানে অংশ নিতে হবে বাংলাদেশকে। ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগেই সেই বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হবে। এখনো ফিকচার তৈরি করেনি আইসিসি।

বাছাইপর্বে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও থাইল্যান্ড। এখানে লিগ ভিত্তিতে প্রতিটি দল একবার করে পরস্পরের মোকাবিলা করবে। পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা দুই দল বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা লাভ করবে। বাছাইপর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলটাই বাংলাদেশের চেয়ে শক্তিশালী। বাকি চারটি দলের বিপক্ষে বাংলাদেশের জয় পাওয়া খুব কঠিন নয়। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন রয়েছে ৬ নম্বরে, বাংলাদেশ ৮ নম্বরে, পাকিস্তান ৯ নম্বরে, আয়ারল্যান্ড ১০ নম্বরে, স্কটল্যান্ড ১১ নম্বরে ও থাইল্যান্ড ১২ নম্বরে।

আর হেড টু হেড লড়াইয়েও ওয়েস্ট ইন্ডিজ এগিয়ে আছে বাংলাদেশের চেয়ে। এর পর্যন্ত তারা তিনবার জিতেছে বাংলাদেশ দলের বিপক্ষে। হেড টু হেড লড়াইয়ে পাকিস্তান বাংলাদেশের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে থাকলেও সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোয় বাংলাদেশ বেশি জিতেছে। আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও থাইল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ বেশি জিতেছে। সব মিলে বাংলাদেশ বাছাইপর্বে ভালো করতে পারবে বলে আশা করা যায়। তবে প্রতিটি ম্যাচেই জয়ের জন্য মাঠে নামতে হবে। কোনো দলকেই হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। সেটা করতে গেলে বিপদে পড়তে হতে পারে বাংলাদেশ।

সম্ভবত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হবে ভারতের মাটিতেই। হয়তো ভাবার হচ্ছে হাতে অনেক সময় রয়েছে। কিন্তু সেটা না ভেবে, এখন থেকেই নারী দলের ওয়ানডে অনুশীলন শুরু করতে হবে। সুযোগ যেহেতু রয়েছে বিশ্বকাপে খেলার, সেটাকে কাজে লাগাতেই হবে। এখনই একটি প্রাথমিক দল গঠন করে চর্চা শুর করলে মূল দলের গঠন প্রক্রিয়া সহজ হবে। এখনো বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলের অনেক দুর্বলতা রয়েছে। তারা এখনো ওয়ানডে কিংবা টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পার্থক্য বুঝতে পারছে না। বিগত ১০টি ওয়ানডেতে বাংলাদেশের রানের বিচার করলে সে কথাই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলতে গিয়ে টেস্ট স্টাইলে ব্যাটিং করে। টি-টোয়েন্টি খেলতে গেলে ওয়ানডে স্টাইলে ব্যাটিং করে। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দেখা গেছে ব্যাটারদের স্ট্রাইক রানরেট ওয়ানডের মতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা টেস্ট স্ট্রাইক রানরেটেও চলে যায়। এসব নিয়ে কোচিং স্টাফকে কাজ করতে হবে। আর বোলারদের সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজন সেটা হলো ইয়র্কার আয়ত্তে আনা। খুব কম বোলারই আছেন, যারা মাঝেমধ্যে ইয়র্কার বল করেন। যদিও সেটা একেবারেই কম। শেখাতে হবে তাদের।

যেহেতু নারীরা ক্রিকেট চর্চাই শুরু করেছে অনেক পরে, তাই এসব ভুলত্রুটি তাদের থাকতেই পারে। ততে একথা ঠিক যে, বাংলাদেশের নারীরা ক্রিকেট শিখতে বেশ আগ্রহী। সেটা না হলে মাত্র দুই দশক চর্চা করে আজ বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলা স্বপ্ন দেখতে পারত না। তাই সময় থাকতেই বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বাংলাদেশকে। সেটা সঠিকভাবে না করতে পারলে ওয়ানডে বিশ্বকাপ অধরাই থেকে যাবে।

পাকিস্তান ও দুবাইয়ে খেলবে বাংলাদেশ

মো. রেজাউল হক

যুগ্মভাবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলেছিল বাংলাদেশ...

অনেক নাটকের দেখা মিলেছে, অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রশি টানাটানি হয়েছে, জল ঘোলাও হয়েছে বিস্তর। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার মাঠের বাইরের নানামুখী লড়াইয়ের পর আইসিসির মধ্যস্ততায় শেষ পর্যন্ত 'হাইব্রিড মডেলেই' মিলেছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভেন্যু সমস্যার সমাধান। পাকিস্তানে খেলতে যেতে ভারতের অস্বীকৃতির কারণে আরেকটি 'নিরপেক্ষ ভেন্যু' যোগ করা হয়েছে। বিশ্বকাপের পর পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বৈশ্বিক আসরের আয়োজক স্বত্ব থাকছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডেরই (পিসিবি) হাতে। পাকিস্তানের ৩টি ভেন্যুর (ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, করাচি; গাদ্দাফি স্টেডিয়াম লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম) পাশাপাশি কিছু ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ করাচিতে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মাধ্যমে পর্দা উঠবে নবম চ্যাম্পিয়নস ট্রফির, ফাইনাল মাঠে গড়াবে ৯ মার্চ। স্বাগতিক দল সহ ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেরা ৮টি দল দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে এই আসরে। 'এ' গ্রুপে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড। আর 'বি' গ্রুপের দলগুলো হলো অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান। গ্রুপ পর্বে প্রত্যেকটি দল একে অন্যের সঙ্গে একবার করে মোকাবিলার পর দুই গ্রুপের সেরা চারটি দল পাবে সেমিফাইনালে টিকিট। তারপর শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।

টানাপোড়েনের অবসানের পর ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আনুষ্ঠানিক সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি। চূড়ান্ত সূচি অনুযায়ী, টুর্নামেন্টের পর্দা ওঠার পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের অভিযান। এরপর পাকিস্তানে উড়াল দেবেন তাসকিন-মিরাজরা এবং গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের পরের দুটি ম্যাচের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি। ২৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ম্যাচে টাইগারদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, তিন দিন পর ২৭ ফেব্রুয়ারি স্বাগতিক পাকিস্তানের মোকাবেলা করবে বাংলাদেশ। কঠিন তিন প্রতিপক্ষের গন্ডি টপকে সেমিতে জায়গা করে নেওয়া ভীষণ কঠিন হবে বাংলাদেশের জন্য।

ওদিকে ভারতের সব ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে দুবাইয়ে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার হাইভোল্টেজ ম্যাচটি মাঠে গড়াবে ২৩ ফেব্রুয়ারি। ২ মার্চ নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারত। শর্তসাপেক্ষে ৯ মার্চ ফাইনালের ভেন্যু রাখা হয়েছে লাহোর। তবে ভারত যদি ফাইনালে উঠে, তাহলে লাহোরের পরিবর্তে খেলা হবে দুবাইয়ে। আইসিসির পূর্ব নির্ধারণ করা স্লট অনুযায়ী প্রথম সেমিফাইনালে ভারত থাকবে এবং দলটি সেমিফাইনালে উঠতে পারলে খেলা হবে দুবাইয়ে। একইভাবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে স্বাগতিক পাকিস্তান থাকবে বলে 'ধরে নেওয়া হয়েছে' এবং তারা সেমিফাইনালে উঠলে খেলা লাহোরে হবে। ভারত-পাকিস্তান গ্রুপ পর্বেই একবার মুখোমুখি হবে বলে ফাইনালের আগে শেষ চারে তাদের আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারতের ম্যাচগুলো পাকিস্তানের বাইরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে মূলত পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি আরব আমিরাতের সিনিয়র মন্ত্রী এবং আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান শেখ নাহিয়ান আল মুবারকের সঙ্গে দেখা করার পর। তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে পাকিস্তানে। তবে পিসিবি শুরু থেকে 'না' বললেও শেষ অব্দি এমনি এমনি হাইব্রিড ফর্মুলায় রাজি হয়নি। এবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজনের বিনিময়ে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ভারত যেসব আইসিসি ইভেন্ট আয়োজন করবে, সেসব টুর্নামেন্টে পাকিস্তানও তাদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষে ভেন্যুতেই খেলবে- এই শর্তে আইসিসি, বিসিসিআই ও পিসিবি একমত জানিয়েছে। এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দিয়েই শুরু হচ্ছে শর্তের মেয়াদ। এরপর ২০২৫ সালে ভারতে মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ২০২৬ সালে ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শর্তটি কার্যকর হবে। ২০২৬ ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক শ্রীলঙ্কা ও ভারত। পাশাপাশি ২০২৮ সালে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও কার্যকর হবে শর্তটি। আইসিসির পরবর্তী ইভেন্ট-চক্রে এটি হবে প্রথম টুর্নামেন্ট, যেটির আয়োজক পাকিস্তান।

২০১৭ সালে যুগ্মভাবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে আয়োজিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সবশেষ আসরে গ্রুপ পর্বে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েই সেমিফাইনালে খেলেছিল বাংলাদেশ যা দেশটির কোনো বৈশ্বিক আসরে সেরা সাফল্য। পরে সেমিতে অবশ্য টাইগাররা পাত্তা পায়নি ভারতের কাছে, হেরেছিল ৯ উইকেটে। এবারও গ্রুপে কিউইরা আছে বলে স্বপ্ন দেখতেই পারে বাংলাদেশ। কিন্তু বাস্তবতা বড্ড কঠিন! নকআউট পর্বে উঠতে হলে নিউজিল্যান্ডের পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার একটা দলকে হারাতেই হবে বাংলাদেশের।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের মাটিতেই জন্ম হয়েছিল এই টুর্নামেন্টের। তখনকার টেস্ট খেলুড়ে নয়টি দেশের অংশগ্রহণে ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আসরটির নাম ছিল 'আইসিসি নকআউট মিনি বিশ্বকাপ'। ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে অকাল প্রয়াত হ্যান্সি ক্রনিয়ের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ওই টুর্নামেন্টটিই সময়ের পরিক্রমায় ২০০২ সাল থেকে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নামে পরিচিতি পেয়েছে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ২ গ্রুপ...

- **গ্রুপ 'এ' :** ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড
- **গ্রুপ 'বি' :** অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান

বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর সূচি...

- **২০ ফেব্রুয়ারি :** বিপক্ষ ভারত, ভেন্যু- দুবাই
- **২৪ ফেব্রুয়ারি :** বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, রাওয়ালপিন্ডি
- **২৭ ফেব্রুয়ারি :** বিপক্ষ পাকিস্তান, রাওয়ালপিন্ডি

টেস্ট ক্রিকেটে দ্বি-স্তরের চিন্তা বাস্তবে রূপ নেবে?

ইকরামউজ্জমান

ক্রিকেট বিশ্বায়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো 'তিন মোড়ল' ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। আইসিসি পুরোপুরিভাবে এই তিন বিত্তবান এবং কর্তৃত্ববাদী মানসিকতাসম্পন্ন ক্রিকেটখেলুড়ে দেশের কাছে জিম্মি। এই তিনটি দেশ তাদের নিজস্ব ক্রিকেট-সংশ্লিষ্ট স্বার্থ চরিতার্থ পাশাপাশি ব্যবসায়িক স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য সব সময়ই তৎপর। অসহায় আইসিসি সব কিছুই হজম করতে বাধ্য হচ্ছে বিভিন্ন সঙ্গত কারণে। বিগত আইসিসির প্রেসিডেন্ট তার টার্ম শেষ হওয়ায় বিদায়ী সাক্ষাৎকারে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইসিসির অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে আইসিসিতে সমতা ভীষণ প্রয়োজন। প্রয়োজন সবার জন্য প্রতিষ্ঠান।

ক্রিকেট বিশ্বে বৈষম্য সৃষ্টির পেছনে আছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের আধিপত্যবাদ বজায় রাখা এবং নিজেদের সব সময় শ্রেষ্ঠ হিসেবে ভাবা। এই তিনটি দেশ আইসিসি অন্য টেস্ট খেলোয়াড়ি দেশের সঙ্গে খেলতে উৎসাহী হয়। তারা নিজ ইচ্ছানুযায়ী দ্বি-পক্ষীয় সিরিজ খেলতে চায়। আইসিসি কর্মসূচিকে তোয়াক্কা করে না। অন্যদের সঙ্গে খেলার জন্য উৎসাহ না দেখানোর কারণ হলো প্রতিপক্ষরা তাদের থেকে শক্তির পাল্লায় পিছিয়ে আছে। এ সব কিছুই ক্রিকেট চেতনাবিরোধী। ফিফাতে কিন্তু এই ধরনের হঠকারিতার সুযোগ নেই। সেটি ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানি, আর্জেন্টিনা যে দেশই হোক না কেন। নীতি এবং শৃঙ্খলার প্রশ্নে ফিফা সব সময় কঠোর। ফিফা যেখানে সফল সেখানে আইসিসি সব সময় অসহায় অবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই তিনটি দেশ চায় নিজেদের মধ্যে বেশি খেলতে। এতে করে অন্যান্য টেস্ট খেলুড়ে দেশ শক্তিশালী দেশের সঙ্গে নিয়মিতভাবে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট টেস্ট ক্রিকেটের যে ধারণা ক্রিকেট বিশ্বে আলোচিত হচ্ছে এতে করে কয়েকটি দেশের ক্রিকেটের স্বার্থ হানি হবে। তাদের খেলার উন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে। টেস্ট ক্রিকেটের গুরুত্ব কমবে, টেস্টের সংখ্যাও কমবে। টেস্ট ক্রিকেটকে বলা হয়ে থাকে আসল ক্রিকেট। এই ক্রিকেটে ক্রিকেটারদের স্কিল, টেকনিক, মানসিকতা এবং ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। এই ক্রিকেটে পারদর্শী হতে না পারলে অন্য সংস্করণের ক্রিকেট ভালো খেলা সম্ভব হবে না। এএফপি জানিয়েছে, ২০২৭ স্যাল থেকে টেস্ট ক্রিকেটকে দুই স্তরে ভাগ করতে চায় তিন মোড়ল। আর এর জন্য আইসিসির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে। প্রথম স্তরে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। আর দ্বিতীয় স্তরে বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে। এশিয়া মহাদেশ থেকে দ্বিতীয় স্তরে হয়তো স্থান হবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের। যখন বিশ্ব ক্রিকেটের মানচিত্র বড় করার উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে আইসিসি তখন–ক্রিকেটের 'বিগ থ্রি' অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্রিকেটকে দেখছে। ক্রিকেটকে বিচার করতে চাইছে নিজস্ব স্বার্থের পাল্লায়!

প্রথম দুটি বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ভারতীয় বার্তা সংস্থা আইএএনএসকে বলেছেন–এটি বাজে একটি চিন্তা। এই চিন্তা থেকে সরে আসা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ। আইসিসির অধীনে তো ৩০-৪০টি টেস্ট খেলুড়ে দল নেই। দল মাত্র বারোটি। এই ক্ষেত্রে এমন একটি কাঠামো থাকা উচিত যেখানে সবাই নিয়মিত খেলার সুযোগ পাবে। সবাই মিলে বসে চিন্তা-ভাবনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন যে রব উঠেছে টি-টোয়েন্টিই সব কিছু–এটি বলা ঠিক নয়। ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করতে হলে আসল সংস্করণকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কয়েকটি দল কঠোর পরিশ্রম করছে–টেস্ট ক্রিকেটে যোগ্যতা অর্জনের জন্য। এদের কথা ভাবুন।

ক্রিকেট কিংবদন্তি ক্লাইভ লয়েড মনে করেন, যদি সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত দুই স্তরের ক্রিকেটের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে যায়, তা হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট ইতিহাস হয়ে যাবে। তার কথা আমরা প্রায় ১০০ বছর ধরে আইসিসি পরিবারের সদস্য। আমাদের ক্রিকেট ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং ঝলমলে। ভারত-পাকিস্তানের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা খুব কম। আমাদের ক্রিকেট আর্থিক টানাপোড়েন চলছে! আর্থিক দুরবস্থা আমাদের ক্রিকেটকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাই আমরা পুরোনো দিনগুলোয় ফিরে যেতে পারছি না।

২০২৭ সালকে টার্গেট করতে চাচ্ছে 'বিগ থ্রি'। ২০২৭ সালে টেস্ট ক্রিকেটের ১৫০ বছর পূর্ণ হবে। ২০১৬ সালে র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম সাত দলকে নিয়ে প্রথম স্তর আর বাকি দলগুলোকে নিয়ে দ্বিতীয় স্তরের প্রস্তাব উঠেছিল। সেই সময় বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে এর বিরোধিতা করেছে। পক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিরোধিতাকারী দলে ভারত থাকাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি।

২০২৭ সালের জন্য কিন্তু ভারতের অন্য চিন্তা মাথায় ঢুকেছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি ক্রিকেট মিডিয়াকে বলেছেন, ২০১৬ সালে আমরা ছোট দেশগুলোর ক্ষতির কথা ভেবে দ্বি-স্তরের ক্রিকেটের বিরোধিতা করেছি। ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রচুর অর্থ এবং টেকসই বাস্তবতা। সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রিকেটের বিষয়ে খুব আগ্রহী। ভারতের সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান 'ডিজনী স্টারের' বক্তব্য হলো বড় দলগুলোর বিপক্ষে ম্যাচ হলে তাদের অনেক আয় বেড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার ফক্সটেন ও সেভেনেরও একই কথা। সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হলো বড় দলগুলোর বিপক্ষে যত বেশি ম্যাচ হবে তত বেশি আয় বাড়বে।

ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে টেলিগ্রাফে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লিজেন্ড মাইকেল হোল্ডিং তাঁর কলামে লিখেছেন, 'ফিফা বিশ্ব ফুটবলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও বিশ্ব ক্রিকেট আইসিসির নিয়ন্ত্রণে নেই। কোন দল কখন কোন দেশ সফর করবে, তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের ঠিক করার কথা। কিন্তু তাদের (আইসিসি) এতটাই দুর্বল মনে হচ্ছে যে তা করতে পারছে না। তাদের কিছুটা শক্ত হতে হবে। তাদেরই একটি সঠিক সময়সূচি নির্ধারণ করতে হবে এবং বলতে হবে আমরা যেভাবে সূচি তৈরি করেছি সেভাবেই সব কিছু হতে হবে। কিন্তু মানুষ যেমনটা ভাবে তারা তেমনটা করে না।

তিনি আরো লিখেছেন–অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ড বা যে কেউ বলবে 'ওহ আমি তো ওই দেশে যাচ্ছি না। এটা সময়ের অপচয়, আমি কেন যাব? এটা হবে না। সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। ফিফার অনেক সমস্যা আছে তারপরও ওরা শৃঙ্খলার সঙ্গে ফুটবল চালায়। আইসিসিকে অবশ্যই ক্রিকেট চালাতে হবে।

বিজয় দিবস উন্মুক্ত নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

কাপ্তাই উপজেলার চন্দ্রঘোনাস্থ কেপিএম ব্রিকফিল্ড মাঠে গত ১০ ডিসেম্বর তরুণ সংঘ আয়োজিত বিজয় দিবস উন্মুক্ত নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। কর্ণফুলী পেপার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শহীদ উল্যাহ টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কাপ্তাই থানার ওসি মোহাম্মদ মাসুদ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেন প্রমুখ। উন্মুক্ত নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে ১৮টি দল অংশ নেয়।

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক আন্তঃক্রীড়া

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে নগরীর বাকলিয়া স্টেডিয়ামে বার্ষিক আন্তঃআইনজীবী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন চৌধুরী রাজ্জাক। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী। এবারের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ২২টি দল অংশগ্রহণ করে।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

আরও ৭ ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা

মোরসালিন আহমেদ

রাজনৈতিকমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন গড়ার লক্ষ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নানামুখি সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূলে চেষ্টা করছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তারই ফলশ্রুতিতে গত বছরের ২৯ আগস্ট ৫ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠনের মাধ্যমে ফেডারেশনসমূহের সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরপর ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের অংশ হিসেবে ১৪ নভেম্বর ৯টি ফেডারেশনের (ব্রিজ, টেনিস, স্কোয়াশ, কাবাডি, অ্যাথলেটিকস, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার, বাস্কেটবল, দাবা ও হকি) অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়। তারপর ২ মাস ১৪ দিন পর ২৮ জানুয়ারি আরও ৭টি ফেডারেশনের (সাঁতার, ভারোত্তোলন, কারাতে, ভলিবল, টেবিল টেনিস, শরীর গঠন ও ফেন্সিং) অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, এনডিসি স্বাক্ষরিত ভিন্ন ভিন্ন প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮ এর ধারা ২১ মোতাবেক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উপর ক্ষমতাবলে এবং ধারা ২ (৪) ও ৮ বর্ণিত পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃত্ব বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি ভেঙে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিকে ঘোষিত কমিটির মধ্যে দুইজন সাবেক সাধারণ সম্পাদক সভাপতি পদে স্থান পেয়েছেন। তাঁরা হলেন উইং কমান্ডার অব. মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি সবশেষ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সহসভাপতি ছিলেন। অপরজন হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল ইসলাম। তিনিও সবশেষ ফেন্সিং ফেডারেশনের সহসভাপতি ছিলেন। এদিকে সাঁতার ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান শাহীন, ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল অব. মো. শহিদুল ইসলাম চৌধুরী এবং কারাতে ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন সেন্টু আবারো সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন। ঘোষিত ৭টি ফেডারেশনের মধ্যে সাঁতার, ভলিবল, ফেন্সিং ও কারাতে ১৯ এবং ভারোত্তোলন, টেবিল টেনিস ও শরীর গঠন ১৭ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭ কমিটিকে স্থান পাওয়া ১২৭ জনের মধ্যে ৬০ জন সাবেক খেলোয়াড় রয়েছেন। উল্লেখ্য এ নিয়ে মোট ১৬টি ফেডারেশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হলো।

বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন

সভাপতি : এডমিরাল এম নাজমুল হাসান। সহসভাপতি : গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর, মিজানুর রহমান। সাধারণ সম্পাদক : মো. মাহবুবুর রহমান শাহীন। যুগ্মসম্পাদক : নিবেদিতা দাস। কোষাধ্যক্ষ : গ্রুপ ক্যাপ্টেন অব. মো. রফিকুল ইসলাম। সদস্য : মো. মাহবুবুর রহমান, মেজর (অব.) মো. আতিকুর রহমান, মো. নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, মো. মাহফিজুর রহমান সাগর, আবদুল হামিদ, মো. মুনির হোসাইন, মো. আবদুল মান্নান, নূর ই আফরোজ, মো. মোয়াজ্জেম হোসেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন করে প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন

সভাপতি : উইং কমান্ডার (অব.) মহিউদ্দিন আহমেদ। সহসভাপতি : ফারুক আহমেদ, মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদ। সাধারণ সম্পাদক : লে. কর্নেল (অব.) মো. শহিদুল ইসলাম চৌধুরী। যুগ্মসম্পাদক : মো. মোয়াজ্জেম হোসেন। কোষাধ্যক্ষ : ড. খন্দকার মোহাম্মদ শরিফুল হুদা। সদস্য : বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান, ফিরোজা পারভীন, মো. হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন, ফিরোজ মাহমুদ, জহুরা আক্তার রেশমা, মো. শাহিন পারভেজ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন করে প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন

সভাপতি : সাহজাদা আলম। সহসভাপতি : আলহাজ আকরামুল হক, এসএম এহসান কবীর। সাধারণ সম্পাদক : মো. মোয়াজ্জেম হোসেন সেন্টু। যুগ্মসম্পাদক : জাহাঙ্গীর হাসান। কোষাধ্যক্ষ : কবীর আকবর চৌধুরী তাজ। সদস্য : আবুল বাশার রনি, এমডি হোসেন আলী, আওলাদ হোসেন, নূর মোহাম্মদ রকি, মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, বিবি মরিয়ম স্মৃতি, সালাহউদ্দিন ভূঁইয়া, শামসির আলম ভূঁইয়া, একে এম মাসুদুল ইসলাম, মোহাম্মদ জর্জিস আনোয়ার নাইম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন করে প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন

সভাপতি : ফারুক হাসান। সহসভাপতি : এমএ লতিফ শাহরিয়ার জাহেদি, মাসুদুল আলম মাসুদ। সাধারণ সম্পাদক : বিমল ঘোষ ভুলু। যুগ্মসম্পাদক : আবদুল মুমিন সাদ্দাম। কোষাধ্যক্ষ : ইমরান হায়দার কাঞ্চন। সদস্য : এনসি ঘোষ কাজল, সোহেল রানা লিঙ্কন, আমিরুল হোসেন আপন, মাসুদ হাফিজ ঝিলু, নাসিমা চৌধুরী শিরিন, মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম স্বপন, ইমতিয়াজ করিম শুভ, নাজমুল আনোয়ার, তানভীর হোসেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের একজন করে প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন

সভাপতি : ইঞ্জিনিয়ার এমএইচ জামান। সহসভাপতি : খন্দকার হাসান মুনীর, তাহমিনা তারমিন বিনু। সাধারণ সম্পাদক : ক্যাপ্টেন (অব.) এএম মাকসুদ। যুগ্মসম্পাদক : নাসিমুল হাসান কচি। কোষাধ্যক্ষ : মো. ইব্রাহিম হোসেন। সদস্য : ড. আতাইয়া রাব্বি মাহমুদ ইমান, প্রিয়া আফ্রিনা খালেদা হক, আবু সুফিয়ান নোমান, মো. মাইনুল ইসলাম চিশতী, মহসিনুল আলম ঝিনু, আহমেদ উল্লাহ, কাজী মোহাম্মদ আসিফ, সুজন মাহমুদ, মো. নাজমুল হোসাইন এবং সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ও বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন করে প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ শরীর গঠন ফেডারেশন

সভাপতি : মো. মোস্তফা কামাল। সহসভাপতি : মো. মাসুদুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। সাধারণ সম্পাদক : ডা. এম কামরুজ্জামান। যুগ্মসম্পাদক : খালেদ আবদুল্লাহ বাবু। কোষাধ্যক্ষ : মো. জাহিদ হোসেন। সদস্য : মাহবুবুর রহমান মনির, রুজলান হোসেন, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্বপন, শামীম আহমেদ, মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, আবদুল্লাহ আল খালেদ, শফিক আহমেদ চঞ্চল, সাউদ জিয়াউল আহসান, রনি দাশ, আবু ফরহাদ সোহেল, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির একজন প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ ফেন্সিং ফেডারেশন

সভাপতি : বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল ইসলাম। সহসভাপতি : মোহাম্মদ মহসিন, ডা. নাসের ইকবাল। সাধারণ সম্পাদক : বসুনিয়া এম আশিকুল ইসলাম। যুগ্মসম্পাদক : ইরফানুদ্দিন আহমেদ। কোষাধ্যক্ষ : কাজী সাইফুল হক। সদস্য : রেজাউল করিম চৌধুরী, আবদুল রউফ, মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, ব্যারিস্টার শাহরিয়ার ইয়াসিন খান, ইঞ্জিনিয়ার এমডি আরিফুজ্জামান, মাহজাবিন হাশিম, এমডি মনির হোসেন, শফিকুর রহমান, রেজাউর রহমান, মেহেদি হাসান আহাদ, মহিমা আক্তার মৌ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির একজন করে প্রতিনিধি।

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন মাসুম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৬৭

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ ১ জুন ১৯৬৭

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-৪ ইপিজি প্রেস-১

(আলী ইমাম-২, টিপু-১, কবির-১)

প্রেস দলের বিরুদ্ধে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং এর ৪-১ গোলে জয় লাভ।

স্টেডিয়ামে গতকাল বুধবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের উত্তেজনা বিহীন খেলায় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ৪-১ গোলে পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণরমেন্ট প্রেস দলকে পরাজিত করিয়াছে। খেলার সর্বক্ষণ কোন উল্লেখ যোগ্য আক্রমণ ধারা রচনা করা সম্ভবপর না হওয়ায় খেলাটি মোটেই উপভোগ্য হয নাই। বিজয়ী দলের পক্ষে এক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাইট আউট কবির কে খেলিতে দেখা যায়। কবিরের অন্তর্ভুক্তিতে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং দলের দলীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়। বিজয়ী দলের রক্ষণ ভাগে আবদুল্লাহ, আলী মোহাম্মদ ও সালেহ দৃঢ়তার সহিত বিপক্ষ দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের বাধা প্রদান করেন। আক্রমণভাগে কবির, জানি, ও ইউসুফ ভাল খেলেন। পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট প্রেস দলের খেলোয়াড়দের একক প্রচেস্টায় খেলার প্রবনতা অধিক থাকায় দলীয় জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় খেলা প্রদর্শন সম্ভবপর হয় নাই। খেলার শেষার্দ্ধে বিজয়ী দলের ইমাম অবসাইডে থাকিয়া একটি গোল করিয়াছে বিবেচনা করিয়া মাঠের পশ্চিম উত্তর দিকের এক শ্রেণির দর্শক রেফারির উদ্দেশ্যে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করায় পাঁচ মিনিট কাল খেলা বন্ধ থাকে। খেলার চার মিনিটের সময় প্রেস দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড গোল করিবার প্রথম সুযোগ নষ্ট করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ভিক্টোরিয়া দলের রাইট আউট কবিরের একটি চমৎকার লব সেন্টার ফরোয়ার্ড আলী ইমাম উহা হইতে দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। বিরতির তিন মিনিট পূর্বে ভিক্টেরিয়া দলের রাইট আউট ও সেন্টার ফরোয়ার্ডের পা ঘুরিয়া একটি বল লেফট আউট পাইলে উহা হইতে লেফট আউট টিপু স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতয়ি গোলটি করেন (২-০)। বিরতির এগারো মিনিট পর প্রেস দলের রাইট হাফ ভিক্টোরিয়া দলের গোল সীমানার দশ গজ দুর হইতে সরাসরি একটি শটের সাহায্যে একটি গোল পরিশোধ করেন (২-১)। পাঁচ মিনিট পর বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আলী ইমাম গোল মুখে একটি জটলা হইতে আরও একটি গোল করেন (৩-১)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের তেইশ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং দলের রাইট আউট কবির সেন্টার ফরোয়ার্ডের নিকট হইতে বল পাইয়া তীব্র একটি শটের সাহায্যে দিনের শেষ গোলটি করেন (৪-১)। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবঃ- ইকবাল, আবদুল্লাহ, আলী মোহাম্মদ, সালেহ, লতিফ, চুন্নু, কবির, ইউসুফ, আলী ইমাম, জানি, টিপু।

ইপিজি প্রেস ঃ- সেলিম, নওয়াব আলী, উষাণ, রাজ্জাক, এরশাদ, জিল্লু, ভানু, সুভাষ, মসুর, নিমাই, সামাদ।

রেফারি- নূর হোসেন।

পুলিশ দলের পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন

ঢাকা পুলিশ এসি-১ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০

আউটার স্টেডিয়ামে প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় পুলিশ এসি দল ১-০ গোলে সেন্ট্রাল, প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দল কে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। খেলার পঁচিশ মিনিটের সময় পুলিশ এসি দলের রাইট আউট এরশাদ লেফট অডিট সাত্তারের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া দিনের একমাত্র গোলটি করেন। পুলিশ দল খেলায় সর্বক্ষণ প্রধান্য বিস্তার করিলেও গোল দাতার অভাবের জন্য অধিক গোলে জয়লাভ করিতে ব্যর্থ হয়।

ঢাকা পুলিশ এসি- মালাকার, আখতার, কয়েস, মোহাম্মদ আলী, নুরুল ইসলাম, ফজলু, এরশাদ, রব, হাফিজ, গফুর, সাত্তার।

সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী- বাচ্চু, কাশেম, সিরাজ, ইসহাক, মনোয়ার, আবু, ইলিয়াস, ঝুনু, শাহজাহান, রাজ্জাক, মতিন।

রেফারী- নজর মোহাম্মদ।

দৈনিক পাকিস্তান ২ জুন ১৯৬৭

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব- ০ পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা কমে যাচ্ছে

ওয়ান্ডারার্সের পয়েন্ট নষ্ট

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা ওয়ন্ডারার্স ও পাক পিডব্লিউডি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব এক পয়েন্ট নষ্ট করায় লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। গতকালের খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছে। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব এ পর্যন্ত ৬ খেলায় ২টিতে জয় ৩টিতে অমীমাংসিত ও ১টিতে পরাজয় বরণ করে ৭ পয়েন্ট পেয়েছে। লীগের প্রথমেই ওয়ান্ডারার্স ক্লাব পাঁচ পয়েন্ট নষ্ট করে দলের সমর্থকদের সর্ম্পূরূপে নিরাশ করেছে। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব এবার নতুন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হলেও এককভাবে অধিকাংশ ভাল খেলোয়াড় দলে আছেন। কিন্তু সমঝোতার অভাবে প্রতিটি খেলাতেই এর ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। বিশেষ করে পুরোভাগের খেলোয়াড়গণ সকলকে চরম হতাশ করেছে। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের গতকালের সেন্টার ফরোয়ার্ড সাদেক প্রতিদিনই নৈরাশ্যজনক খেলা খেললেও তাকে পুনরায় মাঠে নামানোর কারণ রহস্যজনক। গতকালও সাদেক গোল দেওয়ার কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেছেন এবং বহু ভাল বল যেমন ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন তেমনি দিতেও ব্যর্থ হয়েছেন। পাকপিডব্লিউডি দলও গতকাল সকল কে হতাশ করেছে। উভয় দলের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তৃতীয় শ্রেণীর খেলা হচ্ছে। গতকাল উভয় দলই গোল দেওয়ার কয়েকটি সুযোগ নস্ট করেছে। সমস্ত মাঠ দৌড়দৌড়ি করে গোলে বারের নিকটে এস সকলেই এলোমেলো কিক করেছেন। খেলার ১৫ মিনিটের সময় পাক পিডব্লিইডির লেফট ইন আবিদ লেফট আউট মনজুর কে একটি বল দিলে মনজুর কিক করেন। গোলরক্ষক ফেরদৌস হাত দিয়ে ঠেলে বলটি বইরে পাঠান। কিন্তু কর্নার দেওয়া হয় নাই। ৩ মিনিট পর ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের রাইট আউট রাজ্জাক লেফট আউট তসলিম কে বল দিলে তসলিম কড়া কিক করেন। বারের কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়া বলটি চলে যায়। ২৫ মিনিটের সময় আবিদ একটি সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৭ মিনিটে সাদেক একটি খোলা নেটের বল নষ্ট করেন। ২৫ মিনিটে পাক পিও ডব্লিউডির ধীরেন একটি বল সেন্টার করলে রাইট ইন গণি সুন্দর বাবের হেড করেন, কিন্তু গোলরক্ষক ফেরদৌস বলটি ধরে লেলেন।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব- রেজা, হামিদ, ওয়াহেদ, কালু, মালং, বিমল, ধীরেন, গণি, সুজা, আবিদ, মনজুর।

রেফারিঃ- ঈসা খান।

ওয়ারী ক্লাবের জয়লাভ

ওয়ারী ক্লাব- ৫ রেলওয়ে পাইওনিয়ার- ০

(তপন-২, জামিল আখতার-১, নিশীথ-১, ভুট্টু-১)

গতকাল ওয়ারী ও রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় ওয়ারী ক্লাব (৫-০) গোলে জয়লাভ করে। গতকালই ওয়ারী প্রথম জয়লাভ করল। ওয়ারী এ পর্যন্ত ৭ খেলায় ৭ পয়েন্ট অর্জন করেছে। খেলার প্রথমার্দ্ধে ওয়ারী ক্লাব ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল। গতকাল ওয়ারী প্রায় সর্বক্ষণই রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের দিকে বল চাপিয়ে রাখে। লেফট ইন জামিল আখতার, সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ চৌধুরী, রাইট ইন ভুট্টু একটি করে এবং রাইট আউট তপন ২টি গোল করেন।

ওয়ারী ক্লাবঃ- এ আউয়াল, এন ইসলাম, এম হোসেন, ইকবাল আনসারী, নজর, খালিদ আহমদ, তপন চৌধুরী, ভুট্টু, এন চৌধুরী, জামিল এইচ খান। রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলের খেলোয়াড় তালিকা পাওয়া যায় নাই।

দৈনিক পাকিস্তান ৩ জুন ১৯৬৭

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-৩ ফায়ার সার্ভিস-১

(শিবলী-৩) (কালাম)

আজাদ স্পোর্টিং দলের নিকট ফায়ার সার্ভিস পরাজিত।

গতকাল শুক্রবার ঢাকা স্টেডিয়ামে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ও ফায়ার সার্ভিস দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় ফায়ার সার্ভিস দল অপ্রত্যাশিতভাবে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট ৩-১ গোলে পরাজয় বরণ করে। গতকালই আজাদ স্পোটিং ক্লাব প্রথম জয়লাভ করে। এ পর্যন্ত ৫ খেলায় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ১টিতে জয়, ৩টিতে ড্র ও ১টিতে

পরাজয় করে ৫ পয়েন্ট লাভ করেছে। আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড শিবলী পর পর গোল করে হ্যাট্রিক করার গৌরব অর্জন করেন। খেলার সব কয়টি গোল শেষার্ধে হয়। প্রথমে ফায়ার সার্ভিস দল গোল দিয়েও শেষ পর্যন্ত জয় অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি। খেলা শুরু হইতে উভয় দল তেমন কোন বিপদজনক আক্রমণ বাধা রচনা করতে পারেনি। ১৫ মিনিটের সময় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট বটু একটি সুন্দর বল গোলবার লক্ষ্য করে কিক করলে বারের সামান্য উপর দিয়ে চলে যায়। বিরতির পাঁচ মিনিট পর ফায়ার সার্ভিস দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড শাহাবুদ্দিন বারের নিকট থেকে একটি বল সরাসরি গোলে মারলে গোলরক্ষক আমান বলটি ধরে ফেলেন। ১৮ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের রাইট আউট কালাম লেফট আউট ওয়াহাবের নিকট থেকে একটি বল পেয়ে সুন্দরভাবে গোল করেন (১-০)। কিন্তু ফায়ার সার্ভিস দল বেশীক্ষণ তাদের ভাগ্যে এই জয় অক্ষুণ্ন রাখতে পারে নি। কয়েক মিনিট পর আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট আবুল সেন্টার ফরোয়ার্ড শিবলিকে বল দিলে শিবলী গোল পরিশোধ করেন (১-১)। ২৮ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের লেফট ইন নাজমুল সেন্টার ফরোয়ার্ড শিবলী কে দলে সেন্টার ফরোয়ার্ড শাহাবুদ্দিন গোল দেওয়ার একটি চমৎকার সুযোগ নষ্ট করেন। খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট পূর্বে লেফট আউট বটু একটি বল সেন্টার করলে ফরোয়ার্ড শিবলী শেষে গোল করে হ্যাট্রিক পূর্ণ করেন (৩-১)।

পুলিশ রহমতগঞ্জ পয়েন্ট বণ্টন
ঢাকা পুলিশ এসি-১ রহমতগঞ্জ এম এফ এস-১
(গফুর) (শাহজাহান)

গতকাল পুলিশ ও রহমতগঞ্জ দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলা ১-১ গোলে শেষ হয়। উত্তেজনাপূর্ণ এই খেলার প্রথমার্দ্ধে এবং শেষার্দ্ধে একটি করে গোল হয়। প্রথমার্দ্ধের ১৮ মিনিটের সময় রহমতগঞ্জ দলের রাইট ইন শাহজাহান একটি জটলা থেকে কিক করে গোল করেন (১-০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৫ মিনিটের সময় পুলিশ দরে সেন্টার ফরোয়ার্ড সাত্তারের নিকট থেকে পাস পেয়ে লেফট ইন গফুর ডেড করে গোল পরিশোধ করেন। আউটার স্টেডিয়ামের ১নং মাঠে অনুষ্ঠিত এই খেলাটি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ হয়। উভয় দল গোল দেওয়ার বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে।

দৈনিক আজাদ ৫ জুন ১৯৬৭
ইপিআইডিসি-৫ ফায়ার সার্ভিস-১
(আসলাম-২, প্রতুল -১, হাশেম-১, মুসা-১) (আশরাফ)
ফায়ার সার্ভিস দলের শোচনীয় পরাজয়।
ইপি আইডিসির ৫-১ গোলে জয়লাভ।

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল রবিবার অনুষ্ঠিত ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগের একটি মাঝারী খেলায় ইপিআইডিসি দল ৫-১ গোলে ফায়ার সার্ভিস দলকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে। গতকাল মাঠে মৌসুমের সর্বাধিক দর্শক সমাগম হয়। কিন্তু খেলাটি আশানুরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক না হওয়ায় দর্শকবৃন্দ কে খেলার সমাপ্তির পূর্বেই মাঠ ত্যাগ করিতে দেখা যায়। ফায়ার সার্ভিস দলের খেলায় দ্বিতীয়ার্দ্ধে ষোড়শ মিনিটে আকস্মাৎ জ্ঞান হারাইয়া ফেলায় তাহাকে মাঠের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহার স্থলাভিষিক্ত হন রাইট হাফ আবুল। সম্ভবতঃ শারীরিক অসুস্থতার জন্যই সিতাংশু আশানুরূপ খেলা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। রেফারি ইসা খান দুর্ব্ব্যবহারের জন্য ফায়ারের রাইট আউট মনিরকে মাঠে দুইবার সতর্ক করিয়া দেন। সবগুলি গোলই প্রথমার্দ্ধেই হয়।

খেলার বিবরণ

প্রথমার্দ্ধের দ্বিতীয় মিনিটে ইপিআইডিসির রাইট ইন প্রতুল ফায়ারের গোলমুখের ডান দিক হইতে একটি সাধারণ শট করিয়া গোল করেন (১-০)। পুনরায় দশম মিনিটে ইপিআইডিসি আক্রমণ চালাইলে তাহাদের রাইট ব্যাক আমিনের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া লেফট ইন হাশেম একটি গোল করেন (২-০)। ইহার পর আঠারো মিনিটে ইপিআইডিসির লেফট হাফ মুসার কাছ হইতে একটি বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড আসলাম অপূর্ব একটি গোল করেন (৩-০)। অতঃপর ইপিআইডিসির মুসা একটি গ্রাউন্ড শট করিয়া একটি গোল করেন (৪-০)। আটাশ মিনিটে ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট ইন আশরাফ তাহাদের রাইট আউট মনিরের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া চমকপ্রদ করিয়া একটি গোল পরিশোধ করেন (৪-১)। কিন্তু খেলার প্রায় শেষ মুহূর্তের দিকে যখন ফায়ার দল প্রতিপক্ষের গোলমুখে তীব্র হামলা চালাইতেছিল তখন ইপিআডিসির সেন্টার ফরোয়ার্ড আসলাম একটি বল পাইয়া বিপক্ষ দলের দিকে আগাইয়া যান। এই সময় ফায়ারে রক্ষণ ভাগে ষ্টপার ছাড়া আর কেহ ছিল না। আসলাম ফায়ারের স্টপারকে কাটাইয়া গোলমুখে গিয়া শট করেন (৫-১)। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ফায়ার দলের গোল রক্ষকের মাঠ ত্যাগ ছাড়া আর কিছুই উল্লেখযোগ্য হয় নাই।

ইপিআইডিসি ঃ- হাকিম, আমিন, গফুর, বালুচ, সাইফুদ্দিন, হাফিজ, মুসা, সলিমুল্লাহ, প্রতুল, আসলাম, হাশেম, গাজী।
ফায়ার সার্ভিস ঃ- সিতাংসু, মুজিবর, আইনুল, জলিল, আবুল, সামাদ, মনির, সরফুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ, আমান।
রেফারি- ঈসা খান

ইপিজি প্রেসের মৌসুমের প্রথম বিজয়
ইপিজি প্রেস-৪ রেলওয়ে পাইওনিয়ার-১
(খালেক-২, মুখতার-১, সামাদ-১) (মনোজ)

গতকাল রবিবার আউটার স্টেডিয়ামের একনাম্বার মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগের খেলায় রেলওয়ে পাইওনিযার দলকে ৪-১ গোলে পরাজিত করিয়া ইপিজি প্রেস দল মৌসুমের প্রথম জয়লাভ করেন। প্রথ মার্দ্ধের তৃতীয় মিনিটে প্রেস দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড প্রথম গোল করেন (১-০)। আঠারো মিনিটে পুনরায় প্রেস দলের রাইট আউট মখতার লেফট ইন নিমাইয়ের নিকট হইতে একটি লবকৃত বল পাইয়া গোল করেন (২-০)। বিরতির পর চতুর্থ মিনিটে প্রেস দলের লেফট আউট সামাদ স্বীয় দলের পক্ষে তৃতীয় গোল করেন (৩-০)।
সতেরো মিনিটে রেল দলের রাইট ইন একক প্রচেষ্টায় একটি গোল পরিশোধ করেন (৩-১)। কিন্তু সাতাশ মিনিটে পুনরায় প্রেস দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড খালেক আর একটি গোল করেন (৪-১)।

ইপিজি প্রেস- দিলীপ, আজর আলী, এরশাদ, ওসমান, জিল্লু, রাজ্জাক, মুখতার, সুভাষ, খালেক, নিমাই, সামাদ।
রেলওয়ে পাইওনিয়ার- মহিউদ্দিন, ফজলু, কানু, ওমর, শিহাব, গিয়াস, নুরুল্লাহ, মনোজ, মস্তান, আলিম, সাঈদ আলী।
রেফারী- ওসমান আলী।

(চলবে)

'হ্যান্ডবল রেফারিজ কোর্স-২০২৫' এর ২য় পর্বের সমাপনী শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক নারী হ্যান্ডবল খেলোয়াড় শাহীন আক্তার কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর, রেফারিজ এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো: মকবুল হোসেন।

সিলেটের ক্রীড়াঙ্গন

রফিকুল ইসলাম কামাল

সিলেটে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল লিগ

'ইউসিবি বাফুফে অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগ-২০২৫' সিলেট জোনের খেলা গত ২৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়তে 'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' উপলক্ষে এই লিগের ব্যবস্থাপনায় আছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, সহযোগিতা করছে সিলেট জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। এতে সিলেট বিভাগের চারটি (সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার) জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল দলসমূহ অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক খান মো. রেজা-উন-নবী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সদস্য ও অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগ-২০২৫ আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান মো. মঞ্জুরুল করিম।

সিলেট সদরে জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সিলেট সদর উপজেলা পরিষয়ের আয়োজনে জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি সিলেট সদর উপজেলা পরিষদের শাহী ঈদগাহ মাঠে (প্রস্তাবিত মিনি স্টেডিয়াম) দিনব্যাপী ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে সদর উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। জমজমাট ফাইনালে খাদিমনগর ইউনিয়ন দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করে খাদিমপাড়া ইউনিয়ন দল। ফাইনাল শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন সিলেট সদর উপজেলা পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার খোশনূর রুবাইয়াৎ।

সিলেটে অ-১৭ ফুটবল

'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' প্রতিপাদ্যে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উপলক্ষে সিলেটে অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় সিলেট জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে ক্রীড়া এবং সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে। এতে সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলার ১৩টি দল ও সিলেট সিটি করপোরেশনের একটি দল অংশ নিচ্ছে। বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ১৪টি করে দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) পদ্মাসন সিংহ।

সিলেটে আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা

‘তারুণ্যের উৎসব-২০২৫’ উপলক্ষ সিলেটে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা ক্রীড়া অফিসার ও সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্য-সচিব মো. নূর হোসেনের নেতৃত্বে গত ২০ জানুয়ারি আবুল মাল আবদুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় জেলার ১৩টি উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনে অ্যাথলেটরা অংশগ্রহণ করেন।

সুনামগঞ্জে টি-১০ ক্রিকেটের উদ্বোধন

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার গাজীনগর স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২৬ জানুয়ারি দুপুরে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শান্তিগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও ক্রীড়া সংগঠক হারুনুর রশিদ হারুন।

জেসিপিএসসিতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সিলেটের জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ (জেসিপিএসসি)-এর দুই দিনব্যাপী ‘২৩তম আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫’ সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৬ জানুয়ারি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। পরদিন ছিল সমাপনী আয়োজন। প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেসিপিএসসির অধ্যক্ষ লে. কর্নেল তাহিয়াত জালাল চৌধুরী। দুই দিনব্যাপী ২৩তম আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৪৬টি ইভেন্টে প্রায় ৪২৪ জন প্রতিযোগী শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে। বিজয়ী শিক্ষার্থীদের ১৭৫টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সিলেট নগরীর আব্দুল গফুর ইসলামী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে দুই পর্বে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। পরে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা শিক্ষা অফিসার আবু সাঈদ মো. আব্দুল ওয়াদুদ। এর আগে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগরীর জালালাবাদ আবাসিক এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমদ। শিক্ষার্থীরা ক্রিকেট, ফুটবল, দৌড়সহ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে।

ভারতের ক্রিকেটে
সংকট-নাটক-সিনেমা !

খালিদ জামিল

একটা দেশ বিশ্বকাপ জিতেছে পুরো এক বছরও হয়নি। এরই মধ্যে যেন ডুবতে বসেছে তারা। অস্ট্রেলিয়া থেকে রোহিত শর্মার দল রীতিমতো নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরেছে। বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফি হেরেছে ৩-১ ব্যবধানে। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার স্বপ্নও ভেঙে চুরমার! অথচ দিব্যি ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল ভারত। সেটায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা মিস হয়নি। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি অবশ্য ঘরে ওঠেনি এখনো। আগের দুবারই তারা ফাইনালে ওঠে। ২০১৯-২১ সাইকেলে ট্রফির লড়াইয়ে হারে নিউজিল্যান্ডের কাছে। আর ২০২১-২৩ এর ফাইনালে তাদের পরাজয় অস্ট্রেলিয়ার কাছে, আর সেই অজিদের বিপক্ষেই সিরিজ হেরে এবারে তো বিরাট কোহলিদের ফাইনাল খেলাটাই হলো না!

কিন্তু ক্রিকেটে সাম্প্রতিক ইতিহাস যাদের এত সমৃদ্ধ আর ধারাবাহিক, তারা কেন বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে একটার বেশি ম্যাচ জিতল না? কেন মাঠের খেলার চেয়ে তার বাইরের বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা বেশি? এসব প্রশ্নের উত্তর এবারে আসুন খোঁজা যাক।

ভারতের ক্রিকেটের ডাউনফলের শুরুটা বলা যেতে পারে গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজিত সেই আসরের ফাইনালে মাইটি সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে নিজেদের দ্বিতীয় শিরোপা ঘরে তোলে মেন ইন ব্লুজ। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলে দেন দুই সিনিয়র ক্যাম্পেইনার বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মা। তবে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ডাগআউট থেকে হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের বিদায়। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সফল কোচের চাকরি গেছে সেটা বলা অবশ্য ঠিক হবে না। কারণ, ২০২৪ বিশ্বকাপ পযন্তই তার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ছিল, যেটা আর বাড়ানো হয়নি। এটা আগে থেকেই নির্ধারিত হলেও দ্রাবিড় লেভেলের একজন কোচকে জাতীয় দলের জন্য ধরে রাখতে না পারা বিসিসিআইয়ের জন্য বড় ব্যর্থতাই। 'দ্য ওয়াল' নামে পরিচিত সাবেক এই ক্রিকেটার জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পরিচালক ছিলেন বছর তিনেক। সেই সময়ে বেশ কজন খেলোয়াড় তৈরির কাজ করেছেন, যাঁদের অনেকেই বর্তমান প্রজন্মের ভারতীয় ক্রিকেটে আছে প্রথম সারিতে। তাঁদের মধ্যে পৃথ্বী শ্ব, মোহাম্মাদ সিরাজ, ইষান কিষান, শ্রেয়াশ আইয়ার, শুভমান গিল, মায়াঙ্ক আগারওয়াল অন্যতম। আড়াই বছর মাত্র ভারতের হেডকোচ ছিলেন, এর মধ্যেই ধোনি যুগের পর ট্রফি খরায় ভুগতে থাকা ভারতীয়দের দুবার আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে নিয়ে গেছেন। সেই কোচই কি না 'পরিবারকে সময় দেবেন' বলে হেডকোচের জন্য আরেকবার আবেদনই করলেন না! দেশটার ক্রিকেট বোর্ড প্রধান জয় শাহ অন্তত তেমনটাই জানিয়েছিলেন গণমাধ্যমকে। তাই কোহলি-রোহিতের টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের চেয়ে যে ব্যাপারটা ভারতকে বেশি ব্যাকফুটে ঠেলেছে তা হলো, দ্রাবিড়ের বিদায়।

ওদিকে কলকাতা নাইটরাইডার্সকে ২০২৪ আইপিএলের ট্রফি জিতিয়ে রীতিমতো জ্যাকপট পেয়ে গেছেন গৌতম গম্ভির। ফ্রাঞ্চাইজি লিগ ট্রফি জেতার সঙ্গে সঙ্গে বাগিয়ে নিয়েছেন ভারতের হেডকোচ পদটাও। কিন্তু টি-টোয়েন্টি আর টেস্ট যে এক মাথার কম্য নয়, সেটা বোধয় এই কদিনে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন গম্ভির। বিশ ওভারের ক্রিকেটে তার অধীনে ছয় ম্যাচ খেলে সবকটায় জয়। কিন্তু ১০ টেস্টে জিততে পেরেছে মাত্র তিনটায়। অর্থাৎ ৩০ শতাংশ। এর মধ্যে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টেস্টে ৪৬ রানে অলআউট হওয়ার মতো ডিজাস্টারও আছে। এই সময়ে ওয়ানডে ম্যাচের সংখ্যা তিন, তার দুটোতেই হার, অন্যটার ফলাফল আসেনি। গম্ভিরের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে তার সাপোর্ট স্টাফ নিয়োগ দিয়েছিল বিসিসিআই। ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ের, ফিল্ডিং কোচ রায়ান টেন দুশে, আর বোলিং কোচ মরনে মরকেল। কিন্তু তারা আদৌ কোনো কাজ করছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে বিরাট কোহলির ম্যাচের পর ম্যাচ কট বিহাইন্ড ডিসমিসাল দেখে পরিষ্কার, স্কিলভিত্তিক সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়ায় বেহাল ভারতকে দেখে সুনিল গাভাস্কার বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'ব্যাটিংটা আমাদের একেবারে হচ্ছেই না। তাদের কোনো উন্নতিও চোখে পড়ছে না। তাহলে কোচিংস্টাফরা করছেটা কী?' তাই কোচিং প্যানেল নিয়ে ভাবতে বসেছে দেশটার ক্রিকেট বোর্ড। গম্ভিরের পদে এখনই হাত না দিলেও হয়তো সহকারী কোচেরা ছুরিকাঁচির নিচে পড়তে পারেন। কিন্তু সেই জায়গায় নতুন যারা আসবেন তারা গম্ভিরের সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন? আগের ব্যর্থতা মুছে ফেলার চাপই বা সামাল দেবেন কীভাবে? এসব প্রশ্ন সে ক্ষেত্রে সামনে আসবেই। টিম ইন্ডিয়ার দুর্গে কোচ ইস্যুতে যদি নাটক মঞ্চস্থ হয়, ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে চলছে রীতিমতো সিনেমা। নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটে রান নেই, সে তো দলের আরও অনেকেরই নেই। কিন্তু মেলবোর্ন টেস্টে তার জায়গায় বিরাট কোহলিকেই মাঠ চালাতে দেখা গেল। আর সেখান থেকেই কানাঘুষা শুরু, রোহিত কি তবে ক্যাপ্টেন্সি হারাতে যাচ্ছেন? দলের এক সময়ের অধিনায়ক বিরাট কোহলি কি ফিরছেন স্বপদে?

সিরিজের শেষ ম্যাচ সিডনি টেস্টের আগের দিন থেকেই গুঞ্জন ডালপালা মেলতে শুরু করে আরও। রোহিতকে ড্রপ করা হবে, জানা যাচ্ছিল এমনটাই। ম্যাচের দিন সহ-অধিনায়ক জাসপ্রিত বুমরাহ টস করতে নামলে যা বোঝার বুঝে নিলো সবাই। সাইডলাইনে বসে রোহিতের তখন কান্না কান্না অবস্থা! ঘটনা বেগতিক হয়ে গেল বুমরাহ ইনজুরি নিয়ে হাসপাতালের পথ ধরলে। মাঠে ক্যাপ্টেন হলেন কোহলি। আলোচনার পালে সেটাও কম হাওয়া দিল না। সামাজিক মাধ্যম আর বিষেশ্লেকদের চাপে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেন স্বয়ং রোহিত। এক লাঞ্চ ব্রেকে স্টার স্পোর্টসের কাছে মুখ খুললেন। জানালেন, মেলবোর্নেও যখন রান পেলেন না তখন সিডনিতে বেস্ট ইলেভেন থেকে নিজেই নিজের নাম কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কোচ আর নির্বাচকও তার সঙ্গে একমত। এটা মোটেও টেস্ট থেকে অবসরের ইঙ্গিত নয়! কিন্তু ভারতীয় দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বোর্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়, অস্ট্রেলিয়ায় রোহিতের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছেন কোচ গৌতম গম্ভির আর প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার। তারা জানিয়ে দিয়েছেন, এখনো অফিশিয়ালি দলের ক্যাপ্টেন থাকা রোহিতকে নিয়ে টেস্ট দলে আর রাখতে চাইছেন না। শুধু তা-ই নয়, ওয়ানডের ক্যাপ্টেন্সিটাও থাকবে কি না, ফেব্রুয়ারির চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রোহিতের আদৌ খেলা হবে কি না, তা নিয়ে দেশে ফিরে আলোচনা হবে, সেই বার্তাও দেয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বসেই। সব মিলিয়ে ভারত যে সময়টা এখন পার করছে সেটা দুঃস্বপ্নের মতো। সামনেও খুব ভালো সময় অপেক্ষায় আছে তেমনটা বলার উপায় নেই।

অন্তঃপ্রাণ এক সংগঠক হারাল দাবা

মোরসালিন আহমেদ

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন গঠনকল্পে যে কয়জন বিশেষ অবদান রেখেছিলেন এবং এ খেলাটির প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিকল্পে যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁদেরই অন্যতম একজন ছিলেন অধ্যাপক শরফুদ্দিন মোহাম্মদ রেজা হাই। দেশের দাবাকে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দিতে সত্তর দশকে তিনি যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তারই সুফলভোগ করছে আজ ঘরোয়া দাবা। তিনি ছিলেন পেশায় একজন মহান শিক্ষক, তৎকালীন দাবার শক্তিশালী খেলোয়াড়, দাবা প্রশিক্ষক সর্বোপরি দেশবরেণ্য সংগঠক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আঙিনায় দেশের দাবা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পেছনে তাঁর একাগ্র সাধনা, চেষ্টা আর দাবার প্রতি সীমাহীন মমত্ববোধ ছিল অকল্পনীয়। যেভাবে মেধা আর শ্রম দিয়ে দাবা আঙিনাকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে কাউকে আর পেছন ফেরে তাকাতে হয়নি। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন। উপমহাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ ও দেশের প্রথম নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদের উত্থানের পথ সুগম করে দেওয়ার পেছনেও ছিল তাঁর অনন্য ভূমিকা। যে ব্যক্তিটি নিঃস্বার্থভাবে এতকিছু অর্জনের নৈপথ্যে ছিলেন অথচ জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। গত ২ ডিসেম্বর নব্বইয়ের কাছাকাছি দাবা অন্তঃপ্রাণ এ সংগঠক না ফেরার দেশে পাড়ি জমান।

শরফুদ্দিন মোহাম্মদ রেজা হাই

আন্তর্জাতিক আরবিটার হারুন অর রশিদ স্মৃতিচারণায় বলেন, হাই স্যার ছিলেন উঁচুমাপের একজন খেলোয়াড়। কিন্তু সাংগঠনিক দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ায় দাবা বোর্ডে তেমন সময় দিতে পারেননি। ১৯৮১ সালে জাতীয় দাবার রানারআপ ছিলেন। সে সময় তিনি বাংলাদেশ বিমান দাবা দলের হয়ে খেলেছেন। লিগে উদীয়মান খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য 'অনুশীলন ক্রীড়া চক্র' নামে তাঁর একটি দাবা ক্লাব ছিল। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, হাই স্যার একজন ভালো দাবা প্রশিক্ষক ছিলেন। অনেক প্রতিষ্ঠিত দাবাড়ুই তাঁর হাতে গড়া। উনি ছিলেন পুরোনো ঢাকার বাসিন্দা। জগন্নাথ কলেজের গণিতের শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মানিকগঞ্জ ঘিওর কলেজ থেকে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। একাধিকবার জাতীয় দাবাড়ু ছিলেন। তাঁর আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড রেটিং ছিল ১৮৮৭। ২০০০ সালের পর থেকে দাবা আঙিনায় তাঁকে খুব একটা দেখা যেত না। জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো নিরবে নিভৃতে কাটাতে পছন্দ করতেন। অপর এক প্রসঙ্গে হারুন অর রশিদ জানান, জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম একবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে পাঠাতে চেয়েছিল ফেডারেশন। এর আগে তাঁর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন কর্মকর্তারা। যখন শুনতে পেলেন তাঁর নাম পাঠাবে ফেডারশন। তখন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ বিষয়টি তাঁর মনে ধরেনি। ওনার মনোভাব ছিল পুরস্কারের জন্য কেনো নাম পাঠাতে হবে কিংবা পুরস্কার কেনো চেয়ে নিতে হবে। অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন তিনি। আজকাল যেখানে সিংহভাগ সংগঠকেরা রাজনৈতিক পরিচয়ে এসব পুরস্কার বাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন সেখানে তিনি ছিলেন ঠিক তার উল্টো। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম।

এমন কি, দাবাগুরু ড. কাজী মোতাহার হোসেনও জীবদ্দশায় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেখে যেতে পারেননি। সংগঠক হিসেবে পেয়েছেন মরণোত্তর জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার। যাঁদের হাত ধরে দেশের দাবার প্রচলন শুরু, সেই সৈয়দ জাহেদ মনসুর, অধ্যাপক শরফুদ্দিন মোহাম্মদ রেজা হাই, কাম্বার আলী প্রমুখও পাননি কোনো স্বীকৃতি। এক এক করে সবাই এখন ওপারে পাড়ি জমিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ রাতে চট্টগ্রামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন কাজী সাদিক হাসান ও ডিসেম্বরে ময়মনসিংহে যুদ্ধরত অবস্থায় প্রতিভাবান দাবাড়ু মুফতি কাসেদ শহীদ হলেও আজ অবদি কোনো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি কিংবা মর্যাদা পাননি। এমন কি দেশের দাবাকে যাঁরা আলোকিত করেছেন, সেসব কৃতী দাবাড়ু দের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, কাজী মোহাম্মদ শাকুর, ডাক্তার মির্জা আকমল হোসেন, মিয়া আবদুস সালেক তারাও রাষ্ট্রীয়ভাবে মূল্যায়িত হননি। দাবার সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল মনে করেন অধ্যাপক শরফুদ্দিন মোহাম্মদ রেজা হাইদের মতো দাবায় যাঁরা অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মরণোত্তর জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে দায় শোধ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য দেশের দাবা প্রচলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য অবদান রয়েছে। হাজার বছরের জনপ্রিয় এ খেলাটি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাবিকে কেন্দ্র করে দেশের আনাচকানাচে দাবা খেলা ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, দ্রুত সময়ে সবার কাছে খেলাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেনের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান দাবা সংঘ গঠিত হয়। এরপর ১৯৭০ সালে ড. কাজী মোতাহার হোসেন, সৈয়দ জাহিদ মনসুর প্রমুখদের নিয়ে পাকিস্তান দাবা ফেডারেশন গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন গঠিত হলে ড. কাজী মোতাহার হোসেন প্রথম সভাপতি ও অধ্যাপক শরফুদ্দিন মোহাম্মদ রেজা হাই প্রথম সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন।

এদিকে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরফুদ্দিন মোহাম্মদ রেজা হাইয়ের মৃত্যুতে এক শোক বার্তায় বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ বলেন, অধ্যাপক শরফুদ্দিন মোহাম্মদ রেজা হাই বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে ফেডারেশন গঠনের পর তিনি নিজস্ব অর্থ দাবা ফেডারেশনের জন্য ব্যয় করেন। তিনি একজন মহান শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমারও শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন মহান শিক্ষক, কৃতী দাবা খেলোয়াড়, বরেণ্য সংগঠক ও অভিভাবককে হারালাম, যা আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন কার্যনির্বাহী কমিটি, দাবা সংগঠক, দাবা বিচারক, দাবা খেলোয়াড়, বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা

মো. জোবায়ের হোসেন

বাংলাদেশ পেশাদার ফুটবল লিগে গত এক যুগে সর্বাধিক গোলদাতার তালিকা বিদেশিদের দখলে। একমাত্র এনামুল হকই দেশিদের মধ্যে লিগে সর্বাধিক গোলদাতা হয়েছিলেন। এই কৃতিত্ব আর অন্য কোনো দেশি ফুটবলারের নেই। সেই এনামুল হক উঠে এসেছিলেন নওগাঁ জেলা থেকে। রাজশাহী বিভাগের এই জেলা থেকে মূলত পুরুষ ফুটবল ও নারী হ্যান্ডবল খেলোয়াড় উঠে এসেছেন অনেক। নওগাঁ বাংলাদেশ ফুটবলে স্ট্রাইকার যেমন উপহার দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে রক্ষণভাগে রিমন হোসেনের মতো ফুটবলারও। জাতীয় দল ও বসুন্ধরা কিংসে নিয়মিত মুখ রিমন। জেলার খেলাধুলা পরিচালনা ও খেলোয়াড় তৈরির কাজ করেন নিবেদিতপ্রাণ কয়েকজন ব্যক্তিবর্গ। যাদের নিরলস পরিশ্রমই নানা প্রতিবন্ধকতায় নওগাঁর ক্রীড়াঙ্গন সচল।

গত এক যুগে নওগাঁয় জেলা ক্রীড়া সংস্থা কিংবা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে ফুটবলের চর্চা সেভাবে হয়নি। লিগই হয়নি দীর্ঘদিন। সাবেক জাতীয় ফুটবলার এনামুল হক ব্যক্তিগত উদ্যোগে তরুণদের প্রশিক্ষণ ও আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। নওগাঁ জেলার ফুটবল নিয়ে তাই এনামুলের কণ্ঠে বেশ আক্ষেপ, 'গত এক যুগের বেশি সময় নওগাঁ ফুটবলে কোনো কাজই হয়নি। আমি জেলার সন্তান ও জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার হিসেবে যতটুকু পেরেছি কাজ করেছি। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও থেমে থাকিনি। এখন আরো বেশি কাজ করব'।

বিভিন্ন জেলায় ফুটবলে একাডেমি রয়েছে। নওগাঁ সেই তুলনায় পেছনে। এনামুল হকের দুটি ফুটবল একাডেমি আছে, সেগুলো সামনের মাস থেকে বড় আকারে শুরু করবেন, আমার দুটি একাডেমি থাকলেও রাজনৈতিক কারণে সেভাবে প্রসার করার সুযোগ ছিল না। সামনের মাস থেকে বড় আকারে শুরু করব। যাদের পরিবার স্বচ্ছল তারা সামান্য ফি প্রদান করবে। যাদের সামর্থ্য কম তারা বিনামূল্যে ফুটবল শিখবে। ফুটবলের মাধ্যমে নওগাঁর আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সুস্থ যুব সমাজ উপহার দেব'।

আবুল কালাম আজাদ নওগাঁর ফুটবলাঙ্গনে সম্পৃক্ত অনেক দিন থেকে। জাতীয় পর্যায়ের ফুটবলে নওগাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৯১ সালে ঢাকা লিগে ফুটবলার অধ্যায় ইতি টানার পর নওগাঁ ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ফুটবল রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশন, খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি তিন ক্ষেত্রেই সরব উপস্থিতি আজাদের।

এনামুল হক

জাহিদুল ইসলাম ধলু

তিনিও নওগার ফুটবলে এনামুলের উপরই ভরসা রাখলেন, 'জাতীয় দলের তারকা ফুটবলার ছিলেন এনামুল। নিজ জেলার প্রতি তার টান অনেক। খেলা ছাড়ার পর থেকেই সে নওগাঁ ফুটবল নিয়ে কাজ করছে। সামনে তার নেতৃত্বেই নওগাঁর ফুপটবল ঘুরে দাঁড়াবে, সেই আশা করছে সবাই'।

নওগাঁ জেলা ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ অবদান রয়েছে জাহিদুল ইসলাম ধলুর। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর সময়ে নওগাঁ ক্রীড়াঙ্গনে বেশ সচল ও সফল ছিল। তাঁর সম্পর্কে সাবেক জাতীয় ফুটবলার এনামুল বলেন, 'ধলু ভাইয়ের অবদান নওগাঁতে অনেক। তিনি একজন প্রকৃত ক্রীড়া সংগঠক। আমাদের উঠে আসার পেছনে ধলু ভাইয়ের অবদান রয়েছে। ধলু ভাই জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক থাকাবস্থায় ফুটবল ছাড়াও অন্যান্য খেলাতেও নওগাঁর অবস্থান ছিল'।

দেশের অন্য ক্ষেত্রের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও রাজনৈতিক প্রভাব থাকে। যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের রাজনৈতিক কারণে ক্রীড়া সংস্থা থেকে দূরে থাকতে হয়। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ক্রীড়াঙ্গনে। নওগাঁ জেলা ক্রীড়া সংস্থায় নির্বাচিত কমিটিই ছিল দীর্ঘদিন। অ্যাডহক কমিটি পরিচালিত হয়েছে জেলা ক্রীড়া অফিসার দিয়ে। এক রকম স্থবিরতা ছিল ক্রীড়াঙ্গনে।

নানা সংকটের মধ্যে নওগাঁর ক্রীড়াঙ্গনে কাজ করে যাওয়া একজন আহসান হাবীব রকেট। প্রায় প্রতিদিন স্টেডিয়াম যান, স্থানীয় পর্যায়ে খেলাধুলা যেভাবে আয়োজনে সহায়তা করেন, তেমনি জাতীয় পর্যায়ে দল নিয়েও আসেন। অন্য সব জেলার চেয়ে নওগাঁ জেলায় খেলাধুলা আয়োজন অত্যন্ত কষ্টকর বলে মনে করেন তৃণমূলের এই ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, 'প্রতিটি জেলায় একটি জেলা স্টেডিয়াম রয়েছে। আমার ধারণা সকল জেলা স্টেডিয়ামের মধ্যে আমাদের জেলা স্টেডিয়াম সবচেয়ে দুর্বল। গ্যালারি নেই, বর্ষায় পানি ওঠে। অনেক উপজেলার স্টেডিয়াম আমাদের জেলার চেয়ে উন্নত। স্টেডিয়ামের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আমরা খেলাধুলা আয়োজন ও তরুণদের প্রশিক্ষণের কাজ করে যাচ্ছি। এজন্য আমাদের বাড়তি শ্রম ও সময় দিতে হয়'।

নওগাঁও মূলত ফুটবল, ক্রিকেটের সংস্কৃতি রয়েছে। হকি সেভাবে হয় না। ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ও হ্যান্ডবলও রয়েছে। বিশেষ করে নওগাঁর নারী হ্যান্ডবল দলের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্সআপ হওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে।

১১ জানুয়ারি বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনে টি ইসলাম তারিকের লেখা আর 'অন্বেষা প্রকাশন' প্রকাশিত 'মোহামেডান-আবাহনী ময়দানি লড়াই' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়াব্যক্তিত্ব প্রতাপ শঙ্কর হাজরা, আব্দুস সাদেক, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, কাজী আনোয়ার, ছাইদ হাসান কানন, ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব প্রমুখ।

একনজরে রাতুল

নাম	:	রাতুল হালদার
পিতা	:	জগদীশ হালদার
মাতা	:	রেবা হালদার
জন্ম তারিখ	:	১৭ জুন ২০০২
জন্মস্থান	:	উজিরপুর, বরিশাল
উচ্চতা	:	ছয় ফুট দুই ইঞ্চি
ওজন	:	৭৮ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	স্নাতক (সম্মান) স্পোর্টস সায়েন্স, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি
ভাই/বোন	:	নাই
পরিচয়	:	ভলিবল খেলোয়াড়
ভলিবলে আসার প্রেরণা	:	পরিবার থেকে
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ	:	বিকেএসপি
বর্তমান দল	:	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ভলিবল দল
অতীতে কোন ক্লাবে খেলেছেন	:	তিতাস ক্লাব
জার্সি নম্বর	:	২১
পজিশন	:	মিডল ব্লকার
জাতীয় প্রতিযোগিতা	:	বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমস ২০২০-এ ৩য় স্থান অর্জন। জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা ২০২৩-এ ২য় স্থান অর্জন।
জাতীয় দলে	:	২০২১ সাল হতে অদ্যাবধি
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	:	এশিয়ান মেনস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭ অংশগ্রহণ। বঙ্গবন্ধু এশিয়ান সেন্ট্রাল জোন মেনস ইন্টারন্যাশনাল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রথম স্থান অর্জন। সেন্ট্রাল এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-এ ইরানে অংশগ্রহণ।
স্মরণীয় খেলা	:	এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-এ ইরান
প্রিয় খাবার	:	মায়ের হাতে তৈরি যে কোন খাবার
প্রিয় রং	:	নীল
অবসর কাটে	:	গান শুনে
পছন্দ	:	পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো
ভলিবলে প্রিয় খেলোয়াড়	:	Maxwell Holt (আমেরিকার ভলিবল খেলোয়াড়)
অন্য প্রিয় খেলা	:	ফুটবল
প্রিয় ফুটবলার	:	রোনালদিনহো (ব্রাজিল)
প্রিয় প্রশিক্ষক	:	ইমদাদুল হক মিলন (ভলিবল প্রশিক্ষক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ) এবং শফিকুর রহমান রাসেল (প্রশিক্ষক বিকেএসপি)।
খেলোয়াড়ি জীবনে আদর্শ	:	বাবা
খেলোয়াড় না হলে	:	ব্যবসা করতাম
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করা।
স্বাক্ষর	:	রাতুল হালদার

গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

তারুণ্যের উৎসবে মেতেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গন

মোরসালিন আহমেদ

'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসবে মেতেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গন। জনপ্রিয় ক্রীড়া ইভেন্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) দিয়ে শুরু হয় এ উৎসব। দেশ-বিদেশের তারকা ক্রিকেটারদের নিয়ে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এ আসরটি রাজধানী ঢাকা থেকে সিলেট ও চট্টগ্রাম হয়ে ফের ঢাকায় ফিরেছে এখন শিরোপা লড়াই। এরপর সিলেটের গোয়াইনঘাটে চা শ্রমিক ও খাসিয়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে নারী ফুটবল উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলে। এমনকি পর্যটননগরী কক্সবাজারে বিচ ফুটবলও দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। এভাবেই এক এক করে নানারকম খেলাধুলা জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায় উৎসবে রূপ নিয়েছে। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও উৎসবে মাতছেন সবাই। তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করাই হচ্ছে এ উৎসবের মূল লক্ষ্য। গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এ উৎসব আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদযাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।

অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগ: সিলেটের গোয়াইনঘাটে প্রদর্শনী ফুটবল আর কক্সবাজারে বিচ ফুটবলের পর এবার তারুণ্যের উৎসব ইউসিবি বাফুফে অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগ ২৫ জানুয়ারি থেকে মাঠে গড়িয়েছে। শুরুতে সিলেট বিভাগের চার জেলা সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার অংশগ্রহণ করছে। সিলেট পর্ব শেষে অবশিষ্ট বিভাগগুলোয় ধারাবাহিকভাবে এ লিগ অনুষ্ঠিত হবে। কিশোর ফুটবলারদের নিয়ে চলমান জাতীয় লিগ মাঠে গড়ানোর আগে ১৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ভবন প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভিডিও ডিসপ্লের মাধ্যমে লোগো উন্মোচন ও ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম, এনডিসি, পৃষ্ঠপোষক ইউসিবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান শরীফ জহির, অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় ফুটবল লিগ কমিটির চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল করিম।

অনূর্ধ্ব-১৭ বালক ও বালিকা গোল্ডকাপ ফুটবল: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে দেশব্যাপী জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৭ বালক ও বালিকা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। শুরুতে জেলা পর্যায়, এরপর বিভাগীয় পর্যায় এবং পরবর্তীতে চূড়ান্ত পর্বের মধ্য দিয়ে এ আসর শেষ হবে। এ টুর্নামেন্টে ৬৪ জেলার ৪৯৫টি উপজেলা অংশগ্রহণ করছে।

অ্যামপিউটি ফুটবল: বাফুফে ভবন সংলগ্ন আর্টিফিসিয়াল টার্ফে ২১ জানুয়ারি 'বাফুফে অ্যামপিউটি ফুটবল উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। অ্যামপিউটি খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এ বিশেষ উৎসবে শহীদ মুগ্ধ একাদশ টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে শহীদ সাফায়েত একাদশকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

আর্চারি: বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ৯টি ভেন্যুতে প্রদর্শনী আর্চারি, আনন্দর‌্যালি, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, শীতের পিঠাপুলি ও দেশীয় সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে নীলফামারী, ফরিদপুর, গাজীপুর, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল ও রাজশাহী জেলায় সম্পন্ন করেছে।

বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় এবং খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় আন্তজেলা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অ্যাথলেটিকস: বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৮ জানুয়ারি খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় আন্তজেলা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। নড়াইল জেলা দলগত চ্যাম্পিয়ন এবং খুলনা জেলা দলগত রানার্সআপ হয়েছে। দিনব্যাপী এ উৎসবে খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার ২৫০জন পুরুষ ও নারী অ্যাথলেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

কিশোর ফুটবলারদের নিয়ে চলমান জাতীয় লিগ মাঠে গড়ানোর আগে বাফুফে ভবন লোগো উন্মোচন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম, এনডিসি প্রমুখ।

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ধানমন্ডিতে র‍্যালির আয়োজন করে।

বাফুফে ভবন সংলগ্ন আর্টিফিসিয়াল টার্ফে অনুষ্ঠিত হয় 'বাফুফে অ্যামপিউটি ফুটবল উৎসব'।

জিমন্যাস্টিকস: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জিমনেসিয়ামে তারুণ্যের উৎসব উদযাপন করেছে বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন। গত ২২ জানুয়ারি থেকে দুইদিনব্যাপী এ উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), ঢাকা, দিনাজপুর, পটুয়াখালী ও কোয়ান্টাম। বিভিন্ন ইভেন্টে পুরুষ ও নারী জিমন্যাস্টসহ ১২০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সাইক্লিং: পঞ্চগড় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও পঞ্চগড় সম্মিলিত স্বেচ্ছাসেবী ফোরামের ব্যবস্থাপনায় ১৮ জানুয়ারি শহরের প্রাণকেন্দ্রে সাইক্লিং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের অংশ হিসেবে মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন বৃদ্ধিতে এতে শত শত সাইক্লিষ্ট অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া পরিবেশ পরিচ্ছন্নতায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে আমার স্কুল পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমও জেলা শহরে অনুষ্ঠিত হয়।

সেপাক টাকরো: বাংলাদেশ সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় এবং নীলফামারী জেলা প্রশাসক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ক্রীড়া অফিসের সহযোগিতায় ১৬ জানুয়ারি নীলফামারী জেলায় দিনব্যাপী সেপাক টাকরোর নানা আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে জেলা প্রশাসনের কার্যালয় চত্বর থেকে সেপাক টাকরো খেলোয়াড়দের একটি বর্ণাঢ্য আনন্দর‍্যালি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে হাইস্কুল মাঠে এসে শেষ হয়। এছাড়া ৬টি উপজেলার ৬টি করে বালক ও বালিকা দল সেপাক টাকরো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

মহিলা ক্রীড়া সংস্থা: বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ১৭ জানুয়ারি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স থেকে ধানমন্ডি ৮নং ব্রিজ, রবীন্দ্রসরোবর হয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

কক্সবাজার হাফ ম্যারাথন: পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত পর্যটননগরী কক্সবাজারে তারুণ্যের অন্যরকম উৎসব হয়েছে। যা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। 'কক্সবাজার হাফ ম্যারাথন: রান ফর আওয়ার হিরোজ' অনুষ্ঠিত হয়। এ ম্যারাথনে ৪ জন বিদেশীসহ বিভিন্ন জেলার মোট ৩৯৮ জন অ্যাথলেট ২১.১০ কিলোমিটার ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ ম্যারাথন সফল করতে ভলান্টিয়ারিং ফর ট্যুরিজম কার্যক্রমের আওতায় ১১২ জন ভলান্টিয়ার দায়িত্ব পালন করেন।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ: তারুণ্যের উৎসবে মাতছেন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও। তারই ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্যবাহী ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ তারুণ্যের উৎসব ঘিরে নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ২২ জানুয়ারি এ উৎসবের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদযাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।

কাবাডি: তারুণ্যের উৎসবে শামিল হয়েছে জাতীয় খেলা কাবাডিও। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এ উপলক্ষে দেশব্যাপী অনূর্ধ্ব-১৮ বালক ও বালিকা জাতীয় যুব কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

রাগবি: রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ১১টি স্কুল নিয়ে বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন এ উৎসব করছে। এরই মধ্যে ২৪ জানুয়ারি ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিতালী বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়, ৩১ জানুয়ারি বসুন্ধরা সানিডেইল স্কুল, জয়পুর হাট তরুণ-তরুণী রাগবি অ্যাকাডেমি, নরসিংদি শিবপুর সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে রাগবির কর্মসূচি শেষ হয়েছে।

'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' মূলত প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর ধারণা থেকে এ আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উৎসব দেশব্যাপী তো বটেই, এমন কি বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহে সমান গুরুত্ব দিয়ে উদযাপন করা হচ্ছে। এ উৎসবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণদের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, পারস্পারিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উদযাপন করা।

পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত পর্যটননগরী কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয় 'কক্সবাজার হাফ ম্যারাথন: রান ফর আওয়ার হিরোজ'।

পঞ্চগড় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও পঞ্চগড় সম্মিলিত স্বেচ্ছাসেবী ফোরামের ব্যবস্থাপনায় শহরের প্রাণকেন্দ্রে সাইক্লিং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ঋতুপর্ণা চাকমাদের খোঁজে বাফুফে

ওমর ফারুক রুবেল

দেশের আমজনতার খেলা ফুটবল। একসময় জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিল। কিন্তু সেই জনপ্রিয়তায় চির ধরেছে। সাফল্য নেই পুরুষ ফুটবলে। বছরে পর বছর গেলেও সাফে আর চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন না জামাল ভূঁইয়ারা। সেই দিক দিয়ে সফল বলা যায় নারী ফুটবলারদের। বয়সভিত্তিক দলের মেয়েরা ও জাতীয় নারী দলের মেয়েরা আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে একের পর সাফল্য কুড়িয়ে আনছেন। ২০২২ ও ২০২৪ সালে টানা দুটি সাফে শিরোপা জিতেছেন দেশের নারী ফুটবলাররা। এমন সাফল্য নেই পুরুষ ফুটবলে। তবে মেয়েদের সেই সাফল্যের অন্যতম উৎস পাহাড়ি মেয়েরা। তাঁদের স্টামিনা বেশি হয় বলেই মাঠে দম পান। গতিও চমৎকার। ঋতুপর্ণা চাকমা ও মনিকা চাকমার ড্রিবলিং দেখে চোখ জুড়ান দর্শকরা। তাঁদের নৈপুণ্যনির্ভর খেলার সুনাম দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও সমান। তাইতো সম্প্রতি ক'বছর ধরেই বিদেশের লিগেও খেলছেন অনেক পাহাড়িকন্যা। ২০২২ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা গোলকিপার হয়েছিলেন রাঙামাটির রুপনা চাকমা। গত বছরও নেপালে অনুষ্ঠিত শিরোপা জেতা সাফের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন রাঙামাটির ঋতুপর্ণা চাকমা এবং সেরা গোলকিপারের পুরস্কার জেতেন একই জেলার রুপনা চাকমা। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এবার নতুন নতুন ঋতুপর্ণা চাকমাদের খোঁজে পাহাড়ে ছুটে গেছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)-এর কর্মকর্তারা। গত ২২ থেকে ২৫ জানুয়ারি এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)-এর 'এমপাওয়ারিং হিল ওমেন পার্সুই ফুটবল ক্যারিয়ার্স' শীর্ষক সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নিয়েছে বাফুফে। তিন পার্বত্য জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির সুবিধাবঞ্চিত ৪৫ জন নারী ফুটবলার নিয়ে রাঙামাটির চিং হ্লা মং চৌধুরী মারি স্টেডিয়ামে চার দিনব্যাপী আবাসিক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি দুই দিনব্যাপী চাইল্ড সেফগার্ডিং ট্রেনিং প্রোগ্রামও অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা প্রশাসক এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন এএফসি'র সামাজিক দায়বদ্ধতা ইউনিটের প্রধান নেইল স্টা মারিয়া।

বাছাইকৃত ১২ নারী ফুটবলার

আবাসিক ক্যাম্প শেষে ৪৫ জন নারী খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজিত হয়। সবাইকেই শিক্ষা উপকরণ স্কুল ব্যাগ, খাতা, কলম, ব্যক্তিগত হাইজিম প্রোডাক্ট, সাবান, শ্যাম্পু, টুথ ব্রাশ ও টুথ নেট উপহার দেওয়া হয়। তবে তাঁদের থেকে বাছাইকৃত ১২জন ফুটবলার আগামী এক বছর মাসিক দুই হাজার টাকা করে ২৪ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি পাচ্ছেন। বাছাইকৃত ১২ জন ফুটবলার হলেন ইশিতা ত্রিপুরা (খাগড়াছড়ি), লিশা ত্রিপুরা (খাগড়াছড়ি), চম্পা চাকমা (খাগড়াছড়ি), ঐশি চাকমা (রাঙামাটি), মেথুইচিং মারমা-২ (রাঙামাটি), সুভাস্তি চাকমা (রাঙামাটি), সচিমিতা ত্রিপুরা (খাগড়াছড়ি), হ্যাপি ত্রিপুরা (খাগড়াছড়ি), মামুনি চাকমা (রাঙামাটি), মেথুইচিং মারমা-১ (রাঙামাটি), বিনোধ বালা চাকমা (রাঙামাটি) ও মেয়ই প্রু মারমা (বান্দরবান)। তাঁদের হাতে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দেন এএফসি ও বাফুফের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মাহফুজা আক্তার কিরন। এ সময় রাঙামাটি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি

বরুন বিকাশ দেওয়ানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, বাছাইকৃত ফুটবলারদের এক বছরের আবাসিক ক্যাম্পে রাখা হবে এবং বিভিন্ন বয়সভিত্তিক ও জাতীয় নারী দলে খেলানোর সম্ভাবনা যাচাই করা হবে।

সম্ভাবনা দেখছেন কোচ ছোটন

এ কর্মশালা পার্বত্য অঞ্চল থেকে নতুন নারী ফুটবলার তুলে আনবে বলে বিশ্বাস বাফুফের ডেভেলপমেন্ট হেড গোলাম রব্বানী ছোটনের। নারী জাতীয় দলের সাবেক এ কোচ জানান, ‘দেশে নারী ফুটবলের সূচনালগ্ন থেকেই পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। পাহাড়ি মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল দুটি সাফ শিরোপা জয়ের পথেও’। এ কার্যক্রম ও পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েদের অবদান নিয়ে ছোটন বলেন, ‘নারী ফুটবলের সূচনা থেকে পার্বত্য অঞ্চলের তিন জেলা অবদান রেখে আসছে। আমরা দুইবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, পার্বত্য অঞ্চল থেকে রুপনা, ঋতুপর্ণা চাকমা, আনাই মগিনি, আনুচিং মগিনি অসধারণ ভূমিকা রেখেছেন’।

বর্তমান প্রজন্মের ফুটবলারদের পথ দেখিয়ে গেছেন পার্বত্য অঞ্চলের এক দল নারী ফুটবলার। এ সম্পর্কে ছোটন বলেন, ‘সুইনো প্রু মারমা, মাইনো প্রু মারমা, অস্রাচিং মারমা, তৃষ্ণা চাকমা বিগত দিনে নারী ফুটবলে অবদান রেখেছেন। এখানকার উন্নয়ন কার্যক্রম পার্বত্য অঞ্চলের নারী ফুটবল এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। এ কার্যক্রম দেখে অন্য মেয়েরাও অনুপ্রাণিত হবে’। চার দিনের এ আয়োজনকে অপর্যাপ্ত বলছেন স্থানীয় নারী ফুটবলাররা। তাঁদের সঙ্গে একমত ছোটনও। সাবেক এ ফুটবলারের কথায়, ‘নানা প্রতিকূলতার মাঝেও ট্রেনিং করে যাচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েরা। তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ দিতে পারলে এখান থেকে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় বের হয়ে আসবেন’।

ক্যাবরেরা-বাটলারেই আস্থা বাফুফের

মো. সামীম সরদার

তিন বছর আগে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) যখন জাতীয় দলের প্রধান কোচ হিসেবে হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরাকে নিয়োগ দিয়েছিল তখন নানা প্রশ্ন উঠেছিল ফুটবল অঙ্গনে। আগে কখনো জাতীয় দল পরিচালনার অভিজ্ঞতা না থাকা এই স্প্যানিশকে কেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলো সেটাই ছিল প্রশ্নের মূল কারণ। তখন ক্যাবরেরার ক্যারিয়ার ছিল সাদামাটা। কাজের অভিজ্ঞতা বলতে ছিল নিজ দেশের দুটি ক্লাবের একাডেমি এবং ভারতের আই লিগের ক্লাব স্পোর্টিং গোয়ার দায়িত্ব পালন। জামাল-তপুদের ডাগআউটে প্রথম বছর পারফরম্যান্সও ভালো ছিল না। তাই এক বছর রেখেই বাফুফে তাকে বিদায়ের কথা ভেবেও শেষ পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেছিল।

তিন বছর দায়িত্ব পালন করা ক্যাবরেরার ওপর বাফুফের আস্থাও হয়তো বাড়ছে। তাই তো আরও একবার ৪০ বছর বয়সী এই স্প্যানিশের কাঁধেই জাতীয় দলের দায়িত্ব দিয়েছে দেশের ফুটবলের অভিভাবক সংস্থাটি। আগে তিনি নিয়োগ পেয়েছিলেন বাফুফের তৎকালীন সভাপতি কাজী মো. সালাউদ্দিনের আমলে, এবার তাবিথ আউয়ালের সময়ে। কাজী মো. সালাউদ্দিনের সময় কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্তটা নিতেন ন্যাশনাল টিমস কমিটির ওই সময়ের চেয়ারম্যান কাজি নাবিল আহমেদ। এবার বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল নিজেই ওই কমিটির চেয়ারম্যান।

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্যাবরেরা দায়িত্ব দিতে বাফুফেকে অনেক চিন্তা করতে হলেও তৃতীয় মেয়াদে চুক্তি নবায়নের সম্ভাবনা এগিয়ে দিয়েছিল পারফরম্যান্স। দ্বিতীয় বছরটায় ক্যাবরেরার অধীনে আশা জাগানিয়া পারফরম্যান্স করেছিল জাতীয় দল। তাই তো তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বেশি ভাবতে হয়নি বাফুফেকে। বরং ক্যাবরেরার বিশাল চাহিদার অনেকটা মিটিয়ে সাড়ে ১৩ হাজার মার্কিন ডলার বেতনে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল আরেক বছরের জন্য। নবায়ন করা ওই চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আরেক দফা চুক্তি নবায়ন করে হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। নতুন চুক্তিতে দায়িত্বকাল শুরু হয়েছে ১৫ জানুয়ারি ২০২৫। অর্থাৎ সাড়ে ১৫ মাসের জন্য আবার বাংলাদেশের কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা।

সাড়ে ১৫ মাস কেন? এক বছর বা দুই বছর কেনো নয়? এর কারণ দুটি। এক. ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ ক্যাবরেরার মেয়াদ শেষ হলেও চুক্তি নবায়ন করতে কেটে গেছে পনের দিন। ওই সময় কোচও ছুটিতে ছিলেন। তাই নতুন করে দায়িত্বটা শুরু হয়েছে ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে। ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দায়িত্ব দেওয়ার কারণ হলো এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ড। এ বছর ২৫ মার্চ শুরু হয়ে বাংলাদেশের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ চলবে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। গুরুত্বপূর্ণ এই ৬ ম্যাচের জন্যই ক্যাবরেরাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে উঠতে পারলে কোচের বিষয়টি নতুন করে ভাববে বাফুফে।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ইংলিশ কোচ জেমি ডেকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দুইজন অন্তর্বর্তী কোচ দিয়ে জামাল ভূঁইয়াদের ৭ ম্যাচে ডাগআউট সামলিয়েছিল বাফুফে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের ওই সময়ের স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজন ও আবাহনীর ওই সময়ের পর্তুগিজ কোচ মারিও লেমসকে দিয়ে ঠেকা কাজ চালিয়ে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরাকে নিয়োগ দেয় বাফুফে।

প্রথমবার দায়িত্ব নিয়ে লাল-সবুজের ডাগআউটে অভিষেক হতে প্রায় ৩ মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরাকে। ওই বছর মার্চের শেষ সপ্তাহে মালদ্বীপ সফরে গিয়ে একটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের কাছে ২-০ গোলে হেরে জামাল ভূঁইয়াদের ডাগআউটে অভিষেক হয়েছিল ক্যাবরেরা। ওই মাসেই মঙ্গোলিয়াকে আতিথেয়তা দিয়ে সিলেটে প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করেছিল বাফুফে। ঘরের মাঠেও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। গোলশূন্য ড্র হয় ক্যাবরেরার কোচিংয়ে দ্বিতীয় ম্যাচ।

প্রথম বছরে ক্যাবরেরার বড় পরীক্ষা ছিল এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তিনটি ম্যাচ। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে হওয়া তিন ম্যাচই হেরেছিল বাংলাদেশ। বাহরাইনের কাছে ২-০, তুর্কমেনিস্তানের কাছে ২-১ ও মালয়েশিয়ার কাছে ৪-১ গোলে হেরে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের মিশন শেষ করে বাংলাদেশ। মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে জাতীয় ফুটবল দল ইন্দোনেশিয়া সফর করে। ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। ওই বছর সেপ্টেম্বরে দুটি প্রীতিম্যাচ খেলে বছর শেষ করে বাংলাদেশ। নমপেনে কম্বোডিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে বছরের ও ক্যাবরেরার অধীনে প্রথম জয় পায় বাংলাদেশ। কাঠমান্ডুতে বছরের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ ৩-১ গোলে হেরে যায় নেপালের কাছে।

৮ ম্যাচে মাত্র একটি জয়, দুটি ড্র। এমন পারফরম্যান্সের পর ক্যাবরেরার সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করায় বাফুফে আবার সমালোচিত হয়েছিল। অথচ সেই ক্যাবরেরা দ্বিতীয় বছরে বাংলাদেশ দলটিকেই বদলে দিয়েছিলেন। বিশ্বকাপ বাছাই, সাফ

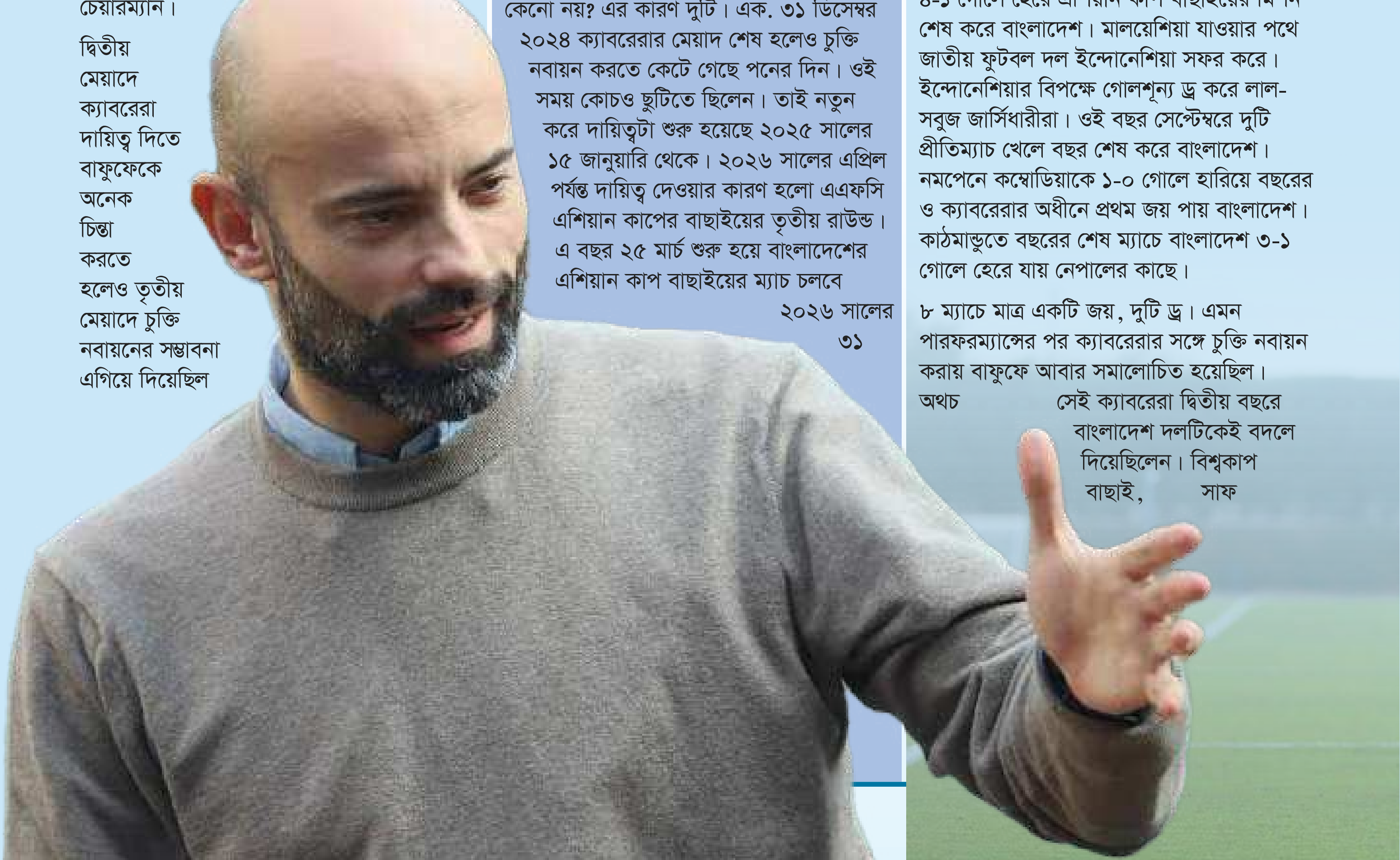

চ্যাম্পিয়নশিপ ও প্রীতি ম্যাচ মিলিয়ে বাংলাদেশ ১৫টি ম্যাচ খেলেছিল ২০২৩ সালে। জিতেছিল ৬টি। পাঁচটি ড্র করে হেরেছিল চারটিতে। ১৪ বছর পর বাংলাদেশকে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালেও তুলেছিলেন। সেই ফলাফলগুলোই বাংলাদেশের সঙ্গে ক্যাবরেরার সম্পর্ক লম্বা করার রসদ জুগিয়েছিল এবং চুক্তি নবায়ন হয়েছিল ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

দ্বিতীয়বার যখন ক্যাবরেরার চুক্তি নবায়ন করে বাফুফে, তখন কেবল জয় পরাজয়ের হিসাবই বিবেচনায় আসেনি। বাংলাদেশের ফুটবলারদের মানসিকতার যে পরিবর্তন করেছেন এই স্প্যানিশ তাও বিবেচনা করেছে বাফুফে। সমশক্তির দলের বিপক্ষে খেলে কীভাবে ম্যাচ বের করতে হয় এবং বড় দলের বিপক্ষে কীভাবে লড়াই করতে হয় বাংলাদেশের ফুটবলারদের তা শিখিয়েছেন ক্যাবরেরা। তার অধীনে হওয়া ম্যাচগুলো বিশ্লেষণ করলেই পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা যায়।

এক সময় দেখা যেত বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে নামার আগেই মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকতো। যেন খেলার আগেই হেরে যেত বাংলাদেশ। সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়েছে বাংলাদেশের। এখন মাঠে নামার আগেই হেরে বসে না। যত শক্তিশালী দলই হোক বুক চিতিয়ে লড়াই করে। আরেকটি সমস্যা ছিল শেষ দিকে গোল খেয়ে ম্যাচ হেরে যাওয়া কিংবা ড্র করা। তার অধীনের ম্যাচগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাংলাদেশ এখন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াইয়ে থাকে। গোল খেয়ে পিছিয়ে গেলেও হাল ছাড়ে না। এখন বাংলাদেশ শেষ দিকে গোল করে পয়েন্ট ছিনিয়ে আনে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় পর্বের ৬ ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুটি হয়েছিল ২০২৩ সালে। বাকি চার ম্যাচ হয়েছে ২০২৪ সালে। বিদায়ী বছরে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ম্যাচ খেলেছিল ১০টি। এর মধ্যে চারটি ছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ, দুটি ছিল আনঅফিসিয়াল প্রীতি ম্যাচ এবং চারটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ। বাংলাদেশ জিতেছিল দুটি ম্যাচে। তাও দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশ ভুটান ও মালদ্বীপের বিপক্ষে। বাকি ম্যাচগুলোতে জয়ের দেখা পায়নি। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে ফিলিস্তিনকে ১ ও অস্ট্রেলিয়াকে ২ গোলে আটকিয়ে রাখাই ছিল বড় সাফল্য। ঘরের দুই ম্যাচে বাংলাদেশ আগের চেয়ে বেশি লড়াই করবে বলেই প্রত্যাশা করেছিলেন সবাই। ১-০ ও ২-০ গোলের হার দুটি সেই প্রত্যাশার পক্ষেই কথা বলেছিল।

ক্যাবরেরার অধীনে ২০২৪ সালে ভুটান ও মালদ্বীপের বিপক্ষে যে দুইটি ম্যাচ জিতেছে ওই সিরিজে বাংলাদেশের ব্যর্থতাও ছিল চরমে। বাংলাদেশ দুই ম্যাচের সিরিজ খেলেছিল ভুটানের থিম্পুতে। প্রথম ম্যাচ জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচ হেরেছে। ভুটানের কাছে যেটি ছিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় হার। ২০১৬ সালে ওই থিম্পুতেই বাংলাদেশকে প্রথমবার হারিয়েছিল ভুটান। ৮ বছর পর সেই থিম্পুতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় হার। ভুটানের সাথে ২ ম্যাচ সিরিজ ড্র করা ব্যর্থতারই সামিল।

বছরের সর্বশেষ সিরিজ ছিল নভেম্বরে। মালদ্বীপকে আতিথেয়তা দিয়েছিল বাংলাদেশ। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় হয়েছিল ম্যাচ দুটি। প্রথম ম্যাচ মালদ্বীপ জিতেছিল ১-০ গোলে, দ্বিতীয় ম্যাচ ২-১ গোলে জিতে সিরিজ ড্র করতে সক্ষম হয়েছিল বাংলাদেশ। সিরিজ হার এড়ানো গেলেও সমালোচনা এড়াতে পারেননি কোচ ও জাতীয় দলের ফুটবলাররা। এর কারণ ছিল মালদ্বীপ দলটি এক বছর ফুটবলের বাইরে থাকার পরও কীভাবে বাংলাদেশকে হারিয়ে দেয়। ফেডারেশনের দ্বন্দ্বের কারণে জাতীয় দল ফুটবল খেলেনি এক বছর। এমন কি মালদ্বীপের ঘরোয়া লিগও হয়নি। ফুটবলারার খেলাটা চালিয়ে নিয়েছিলেন নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে। সেই ফুটবলাররাই বাংলাদেশের মাটি থেকে সিরিজ ড্র করে ফিরেছিল।

বাংলাদেশের জন্য আরও একটি ব্যর্থতা ছিল। নিজেদের মাঠে না হারার যে রেকর্ড ছিল মালদ্বীপের বিপক্ষে সেটাই ভেঙে গেছে ক্যাবরেরার অধীনে ২০২৪ সালের নভেম্বরে। বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশকে না হারাতে পারার আক্ষেপ মালদ্বীপের দূর হয়েছে গত বছর। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার অধীনে বাংলাদেশ ম্যাচ খেলেছে ২৭টি। বাংলাদেশের ডাগআউটে সবচেয়ে বেশি থাকা কোচের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ক্যাবরেরা। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ডের জেমি ডে'র অধীনে ২৯টি। ২০১৮ সালের মে মাস থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ জিতেছিল ৯ ম্যাচ, ৩১.০৩ ভাগ জয়। ক্যাবরেরার জয়ের হার আরো কম। ২৭ ম্যাচে জয় ৭টি। জয়ের হার ২৫.৯৩। বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হিসেবে তিন মেয়াদ কাজের অভিজ্ঞতাই আরো সাড়ে ১৫ মাসের জন্য চুক্তি নবায়নের বিষয়টি এগিয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এই প্রথম পুরুষ ও নারী দুটি জাতীয় দলের কোচের সাথে একই সময় থেকে চুক্তি করেছে। নারী ফুটবলের জন্য ইংল্যান্ডের বিপটার বাটলারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাড়ে ২৩ মাসের জন্য। ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে তিনি সাবিনা-মারিয়াদের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করবেন ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

পিটার বাটলার ২০২৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশে এসেছিলেন বাফুফের এলিট একাডেমির প্রধান হয়ে। ২০২২ সালে মেয়েরা প্রথমবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরের বছর মে মাসে বাফুফের চাকরি ছেড়ে দেন ওই সময়ের প্রধান কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন। পরে বাফুফে দেশের অভিজ্ঞ কোচ সাইফুল বারী টিটুকে অস্থায়ীভাবে মেয়েদের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিল বাফুফে।

পিটার বাটলারের অধীনে বাংলাদেশ ২০২৪ সালের সবগুলো ম্যাচ খেলে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অক্টোবরে নেপালে হওয়া সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। বাটলারের অধীনে বাংলাদেশ শিরোপা ধরে রাখতে সামর্থ্য হয়। বাটলারের অধীনে বাংলাদেশের মেয়েরা ৮ ম্যাচ খেলে ৫টি জিতেছে গত বছরে। দুটি ম্যাচ হেরেছে এবং একটি ম্যাচ ড্র করেছে। পিটার বাটলারকে দুই বছরের জন্য কোচ নিয়োগ দেওয়ার কারণ ২০২৬ সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ আছে। বাংলাদেশের সামনে হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হাতছানি। নতুন ইতিহাস গড়ার লক্ষ্য নিয়ে বাফুফে আস্থা রেখেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ওয়েস্টহাম ইউনাইটেডের সাবেক এই মিডফিল্ডারের ওপরই আস্থা রেখেছে বাফুফে।

এবারের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের ভালো কিছু করার সম্ভাব্য চিত্রটা ধূসর...

বাংলাদেশের সম্ভাবনা কতটুকু?

মো. মুলতানুর রহমান

অনেক দিন ধরেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দিকে 'পাখির চোখ' করে আছে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপের পর আইসিসির এই দ্বিতীয় সেরা বৈশ্বিক আসরের ব্যাপারে দারুণ মনোযোগী টাইগাররা। ওয়ানডের সেরা আট দলকে নিয়ে 'হাইব্রিড মডেল'-এ পাকিস্তান ও দুবাইয়ে অনুষ্ঠেয় এবারের টুর্নামেন্ট ঘিরে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের পরিকল্পনা, বিসিবির মাতামাতি ও সমর্থকদের প্রচুর আগ্রহ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে অন্যরকম উন্মাদনা। কারণও আছে। এই চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেই যে রচিত হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের সেরা সাফল্য। ২০১৭ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ আসরে চমক দেখিয়ে সেমিফাইনাল খেলেছিল লাল-সবুজ বাহিনী। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কোনো বিশ্ব আসরে বাংলাদেশের শেষ চারে খেলার কীর্তি সেই প্রথম, সেই শেষ! এবারও কি তেমন কিছুর পুনরাবৃত্তি করতে সমর্থ হবেন টাইগাররা? পছন্দের সংস্করণ ওয়ানডেতে যে করুণ দিনকাল যাচ্ছে মুশফিক-তাসকিনদের, তাতে আশার চেয়ে বোধহয় আশঙ্কাই বেশি!

সমর্থকরা ধরে নিয়েছিলেন, এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেই হবে বাংলাদেশের 'চার পাণ্ডব'-এর শেষ সম্মিলন! অনুমিত ছিল যে, লাল-সবুজ জার্সি গায়ে একত্রে মাঠে দেখা যাবে সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের উপস্থিতি। কিন্তু না, তা হচ্ছে না এবং আর কোনো দিন হবেও না। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে ফেরানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করা হয়েছিল তামিম ইকবালকে। কিন্তু বাঁহাতি এই অভিজ্ঞ ওপেনার ধোঁয়াশার চাদর তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে একেবারে স্পষ্ট করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেই বিদায় বলে দিয়েছেন। তার মানে বাংলাদেশের ক্রিকেটে তামিম চ্যাপ্টার ক্লোজড। সাকিব-অধ্যায়ও সম্ভবতঃ শেষ কিংবা শেষের পথে। নানান ঘটনার ঘনঘটায় বিশ্বসেরা এই স্পিন অলরাউন্ডারকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পুনরায় দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিতর্ক যার নিত্যসঙ্গী, সেই সাকিবের বিরুদ্ধে সর্বশেষ চেক ডিজঅনারের মামলায় জারি হয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা। তারও আগে বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠায় দু'বার পরীক্ষা দিয়েও উৎরাতে পারেননি। বোলিং নিষিদ্ধ হওয়ায় চোখে সমস্যাগ্রস্থ কেবল ব্যাটসম্যান সাকিবকে দলে নেওয়ার আগ্রহ দেখাননি নির্বাচকরা। ফলে পরবর্তীতে তাঁর ফের বাংলাদেশের হয়ে খেলার সম্ভাবনা শূন্যের কোটায় বলাই যায়। তা ছাড়া সাকিব ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন আগেই।

মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ অবশ্য স্পষ্ট করে কোনো কিছু বলেননি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর তাঁরা আর ওয়ানডে সংস্করণ খেলবেন না। যদি তা-ই হয়, তবে এই আসর হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে মাহমুদউল্লাহর বিদায়ী মঞ্চ। কারণ, কাগজে-কলমে ৩৯ বছর বয়সী এই 'সাইলেন্ট কিলার' টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন আগেই। এখন তিনি খেলেন একটা ফরম্যাটে, ওয়ানডে। যদিও ফর্ম বেশ ভালো যাচ্ছে, তারপরও মনে হয় না মাহমুদউল্লাহ আরও চালিয়ে যেতে চাইবেন। প্রায় ৩৮ ছুঁই ছুঁই মুশফিকুর রহিমও চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর ওয়ানডেকে 'গুডবাই' জানিয়ে দিতে পারেন। যিনি ২০২২ সালেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে ৯৪ টেস্ট খেলা মুশফিক বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সাদা পোশাকে 'অন্যরকম সেঞ্চুরি' করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন অবশ্যই। অভিজ্ঞতা বিবেচনায় টেস্ট দলে তাঁর আরও কিছুদিন থাকার দরকারও আছে।

সবমিলিয়ে মনে হচ্ছে, আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি বাংলাদেশ দলে নেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো তামিম ইকবাল ও সম্প্রতি বোলিং নিষিদ্ধ হওয়া সাকিব আল হাসান

দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহর ব্যাটের দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে থাকবে বাংলাদেশ

হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের 'বাঁক-বদলের' টুর্নামেন্ট। প্রশ্ন হলো, ওয়ানডেতে সম্ভাব্য শেষটা রাঙাতে পারবেন তো মুশফিক-রিয়াদ? যদি পারেন, সেক্ষেত্রে টাইগারদের ভালো কিছুর সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য এত বড় একটা আসরে তামিম-সাকিবের মতো অভিজ্ঞ দুই পারফরমারের অভাব অনুভূত হবেই। এরইমধ্যে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বে বাংলাদেশ দলও ঘোষিত হয়ে গেছে। যেহেতু অদল-বদলের সুযোগ আছে, শেষ মুহূর্তে হয়তো-বা দু'একটি পরিবর্তন আসতেও পারে। সেক্ষেত্রে ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনের জায়গায় লিটন কুমার দাস এবং পেসার তানজিম হাসান সাকিবের পরিবর্তে হাসান মাহমুদের ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা জোরেসোরে শোনা যাচ্ছে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের ভালো করার সম্ভাবনা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গেছে আইসিসির কারসাজিতে! গত কয়েক বছরের বাস্তবতা হচ্ছে, ক্রিকেটের বৈশ্বিক যে কোনো আসরে ভারত-পাকিস্তানের একই গ্রুপে থাকা! চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এই দু'দলের মোকাবেলায় যত বেশি টাকা পাওয়া যায় স্পন্সরদের কাছ থেকে, অন্য কোনো ম্যাচে তা পাওয়া যায় না। ফলে যে কোনো আসরে পাক-ভারত দ্বৈরথ আয়োজন করে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ কামানোর লোভ থেকেই মূলত দু'দলকে একই গ্রুপে রাখা হয়। তাতেও সমস্যা ছিল না। সমস্যা হলো, পাকিস্তান-ভারতের ওই একই গ্রুপে কেন মহাদেশীয় আরেকটি দলও রাখতে হবে? এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে যেমন ভারত ও পাকিস্তানের 'এ' গ্রুপে রাখা হয়েছে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডকে। আর 'বি' গ্রুপে আছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান। গ্রুপ পর্বের দলগুলো একবার করে পরস্পরের মোকাবেলার পর দুই গ্রুপের সেরা দুই দল খেলবে সেমিফাইনালে। আচ্ছা, দুই গ্রুপে এশিয়ার দুটি করে দলকে সমান ভাগ করে দিলে কী এমন সমস্যা ছিল?

একে তো টুর্নামেন্ট এশিয়ায়, তার উপর এশিয়ার দুই প্রধান প্রতিপক্ষ পাকিস্তান ও ভারত গ্রুপ সঙ্গী; সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের সমীকরণ মেলানোর পথ তো এখানেই প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল। 'প্রায়' শব্দটা আসলে ক্রিকেটের গৌরবময় অনিশ্চয়তার প্রতি সম্মান জানিয়ে বলা। গত আসরে অর্থাৎ ২০১৭ সালে ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপ এড়াতে পেরেছিল বলেই হয়তো বাংলাদেশের পক্ষে সেমিফাইনাল খেলা সম্ভব হয়েছিল। কী আর করা! এবার কঠিন গ্রুপের নিয়তি মেনেই যথাসম্ভব ভালো কিছুর চেষ্টা করতে হবে নাজমুল হোসেন শান্তর দলের।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নকআউট পর্ব তথা সেমিফাইনালের টিকিট কাটতে হলে অন্তত ২টি ম্যাচ তো জিততেই হবে বাংলাদেশকে। তা কি সম্ভব? এক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে আশাবাদী হওয়ার অনুষঙ্গ কম। তিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে তুলনামূলকভাবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সাফল্যের হার বেশি বাংলাদেশের। কিউইদের সঙ্গে এ পর্যন্ত ৪৫ ওয়ানডেতে মোকাবেলা করে ৩৩ হারের বিপরীতে ১১ জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে টাইগাররা এবং একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। শেষ আসরে এই নিউজিল্যান্ডকেই ৫ উইকেটে হারিয়ে সেমিতে পা রেখেছিল বাংলাদেশ। ওয়েলসের কার্ডিফে ব্ল্যাক ক্যাপসদের দেওয়া ২৬৬ রান তাড়া করতে নেমে ৩৪ রানের মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে মহাবিপর্যয়ে পড়া বাংলাদেশকে সেদিন জোড়া সেঞ্চুরি করে উদ্ধার করেছিলেন সাকিব আল হাসান (১১৫ বলে ১১৪) মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (১০৭ বলে অপরাজিত ১০২)। পঞ্চম উইকেটে তাঁদের মধ্যকার ২২৪ রানের জুটিতে প্রায় হারতে বসা ম্যাচে স্মরণীয় এক জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। তারপর এই সংস্করণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টানা ১২ ম্যাচ হারা বাংলাদেশ সর্বশেষ সাক্ষাতে অবশ্য জয়ের মুখ দেখেছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ড সফরে নেপিয়ারে তৃতীয় ওয়ানডেতে কিউইদের মাত্র ৯৮ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৯ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দল। প্রায় চৌদ্দ মাস পর আবারও মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড, ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি, ২৪ ফেব্রুয়ারি।

ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ ৪১টি ওয়ানডে খেলে জিতেছে ৮টিতে এবং হেরেছে ৩২টিতে, বাকি একটি ম্যাচ ফলহীন থেকেছে। গত কয়েক বছরে বিশেষ করে পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে ভারতীয়দের সঙ্গে টাইগারদের লড়াই বেশ উত্তেজনার পারদ ছড়াতে শুরু করেছে এবং মাঠের দ্বৈরথ ছাপিয়ে নানান বিতর্কিত ঘটনারও দেখা মিলছে। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে পুনে স্টেডিয়ামে সর্বশেষ ভারতের মোকাবেলা করেছে বাংলাদেশ, যেখানে টাইগারদের কপালে জুটেছে ৭ উইকেটের পরাজয়। অবশ্য তার আগে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে কলম্বোয় ভারতের সঙ্গে ৬ রানের নাটকীয় এক জয় তুলে নিয়েছিল বাংলাদেশ। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে বাংলাদেশের এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অভিযান।

৩৯ ম্যাচে ৫ জয় ও ৩৪ পরাজয়- এই হলো পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ওয়ানডে পরিসংখ্যান। এই সংস্করণে পাকদের হারানোর স্মৃতিতে টাইগারদের প্রায় সাড়ে ছয় বছরের ধুলোর আস্তরণ পড়তে বসেছে। বাংলাদেশ শেষবার পাকিস্তানকে পরাজয় উপহার দিয়েছে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের সুপার ফোরে আবুধাবিতে মাশরাফি বাহিনী প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ৭ বল আগে ২৩৯ রানে অলআউট হওয়ার পর বোলারদের নৈপুণ্যে পাকিস্তানকে ৯ উইকেটে ২০২ রানে আটকে রেখে তুলে নিয়েছিল ৩৭ রানের জয়। এরপর বাংলাদেশের সঙ্গে তিন সাক্ষাতেই শেষ হাসি হেসেছে পাকরা। এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ২৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচটি খেলবে বাংলাদেশ। যেটি হয়তো বা হতে পারে নাজমুল হোসেন শান্তর দলের টুর্নামেন্টের বিদায়ী ম্যাচও!

ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান- তিন প্রতিপক্ষই কঠিন; ওয়ানডেতে সময়টাও বাংলাদেশের প্রতিকূলে। সম্ভাব্যতার বিচারে টাইগারদের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি মিশন হতে যাচ্ছে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু আগাম হতাশ হওয়া যাবে না, খেলাটার নাম যে ক্রিকেট! তবু আশায় বাঁধি খেলাঘর...

ফেডারেশন কাপের শিরোপা উদ্ধারে মরিয়া আবাহনী

মো. সামীম সরদার

আবাহনীর ঘরে ফুটবলের অনেক ট্রফি। তারপরও কয়েক মৌসুম ধরে এই ট্রফির জন্য হাহাকার আকাশি-নীল শিবিরে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বশেষ শিরোপা জিতেছে ২০১৭-২০১৮ মৌসুমে, স্বাধীনতা কাপ জিতেছে সর্বশেষ ২০২১ সালে এবং ২০২২ সালে জিতেছে ফেডারেশন কাপ। মাঝে দুই বছর কোনো ট্রফিই যায়নি আবাহনীর ঘরে। দেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির সমর্থকদের কাছে যা পুরোপুরি হতাশার। এভাবে আর কতদিন?

গত মৌসুম শেষ হওয়ার পর আবাহনী শক্তিশালী দল গঠনের জন্য কোমর বেঁধে নেমেছিল। তবে আগস্টে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ঝড় বয়ে যায় ক্লাবটির ওপর দিয়ে। ক্লাবে হামলা-ভাংচুর এবং শীর্ষ কর্মকর্তারা জেলে ও পলাতক। এই মৌসুমে আবাহনীর ফুটবল দল তৈরিই হয়ে পড়েছিল অনিশ্চিত। শেষ মুহূর্তে তারা দল গঠন করেছে। তবে বিদেশি ছাড়া। আবাহনীর এমন দিন আগে আসেনি কখনো। বিদেশি ছাড়াই দলটি তুলে দিয়েছে দেশের অভিজ্ঞ কোচ মারুফুল হকের হাতে। বিদেশি ছাড়া দল নিয়ে ভালোই এগিয়ে যাচ্ছে আবাহনী। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে আছে দ্বিতীয় স্থানে এবং ফেডারেশন কাপে উঠেছে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে। এ মৌসুমে দুটি ট্রফি জয়ের লড়াইয়ে ভালোভাবেই টিকে আছে মারুফুল হকের দল।

ফেডারেশন কাপে সবচেয়ে বেশি ১২ বার চ্যাম্পিয়ন আবাহনী। ১১ ট্রফি নিয়ে তাদের পেছনে থাকা মোহামেডানের এই মৌসুমে আর ট্রফি জয়ের সুযোগ নেই। এরই মধ্যে তারা বিদায় নিয়েছে ফেডারেশন কাপ থেকে। আবাহনী ফেডারেশন কাপের শিরোপার সংখ্যাটা ১৩ করতে বদ্ধপরিকর। চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে মোহামেডানকে আরেক ধাপ পেছনে ফেলতে পারবে তারা। এ প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত ফেডারেশন কাপের কোনো গ্রুপেরই শীর্ষ দল নির্ধারণ হয়নি। আবাহনী ও রহমতগঞ্জের মুখোমুখি লড়াইয়ের ফল ফয়সালা করবে 'খ' গ্রুপের সমীকরণ। ৩১ জানুয়ারি শেষ হয়েছে 'এ' গ্রুপের নাটকীয়তা।

এ মৌসুমে আবাহনীর বিশেষ দিক হলো তাদের জমাট রক্ষণ। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ৮ ম্যাচে দলটি গোল হজম করেছে মাত্র একটি। ফেডারেশন কাপের তিন ম্যাচে গোলই খায়নি তারা। পোস্টের নিচে দুর্দান্ত খেলছেন মিতুল মারমা। প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডদের গোলবঞ্চিত করছেন প্রতি ম্যাচে। জাতীয় দলের এই গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় আবাহনীও উতরিয়ে যাচ্ছে ম্যাচের পর ম্যাচ। আবাহনী সমর্থকরা আশায় বুক বেঁধে আছেন।

ফেডারেশনের কাপের ট্রফি আবাহনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল মোহামেডান। গত মৌসুমে মোহামেডানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বসুন্ধরা কিংস। এবার মোহামেডান রেসে নেই। আবাহনীর সাথে কিংসের টক্কর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দুই দল সর্বশেষ ফেডারেশন কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ২০১৮ সালে। ৭ বছর পর আবার দুই দলের ফাইনালে লড়াই হবে, তা দেখতে অপেক্ষা করতে হবে আরও। যদি ফাইনালে দেখা হয়েই যায়, তাহলে সেই ফাইনালে ৩-১ গোলে হারের শোধ নেওয়ার সুযোগ আসবে কিংসের সামনে।

গ্রুপ পর্বে আবাহনীর কঠিন ম্যাচ ছিল মোহামেডানের বিপক্ষে। ওই ম্যাচ জিতেই দুই খেলা হাতে রেখে আবাহনী নিশ্চিত করেছিল কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ওঠা। যে ম্যাচ বিদায় করে দিয়েছে মোহামেডানকে। বিদেশি ফুটবলার ছাড়া আবাহনী এ পর্যন্ত দুটি বড় ম্যাচ জিতেছে। লিগে হারিয়েছে বসুন্ধরা কিংসকে ও ফেডারেশন কাপে হারিয়েছে মোহামেডানকে। আবাহনী যে অন্যতম ফেবারিট তা প্রমাণ করে চলেছেন অভিজ্ঞ কোচ মারুফুল হক। ট্রফি জেতাতে পারলে মারুফুল হককে অনেক দিন মনে রাখবেন আবাহনীর সমর্থকরা। মারফুল হকও সেই ইতিহাস তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছেন দল নিয়ে।

চট্টগ্রাম আবাহনীকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ফেডারেশন কাপ শুরু করেছিল আবাহনী। দ্বিতীয় ম্যাচেই তারা ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় মোহামেডানকে। তৃতীয় ম্যাচে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে। ৩ জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে রহমতগঞ্জের সাথে যৌথ ভাবে তারা আছে টেবিলের শীর্ষে। তবে গোলগড়ে এগিয়ে থাকা রহমতগঞ্জের অবস্থান গ্রুপের শীর্ষে, দুইয়ে আছে আবাহনী।

পুরান ঢাকার ক্লাব রহমতগঞ্জ এবার দারুণ পারফরম্যান্স করছে মাঠে। প্রিমিয়ার লিগের অষ্টম রাউন্ড শেষে দলটি আছে টেবিলের তিনে। ফেডারেশন কাপে আবাহনীর সাথে তুমুল লড়াই করছে গ্রুপসেরা হতে। শেষ ম্যাচে না হারলেই কামাল বাবুর দল গ্রুপসেরা হয়ে উঠতে পারবে কোয়ালিফাইং রাউন্ডে। সমীকরণটা এমন যে, আবাহনীকে ওই ম্যাচ জিততেই হবে।

দুই দলই নিশ্চিত করেছে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে খেলা। তাহলে গ্রুপসেরা হওয়ার লড়াইটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? এর কারণ, ফেডারেশন কাপের নতুন ফরম্যাট। চিরাচরিত সেমিফাইনালের বদলে এবার দুই গ্রুপের সেরা চার দল খেলবে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড। ক্রিকেটের বিপিএল এভাবে হয়ে থাকে। গ্রুপসেরা হতে পারলে বড় সুবিধা হলো প্রথম ম্যাচ হেরে গেলেও সুযোগ থাকবে। দুই গ্রুপের সেরা দুই দল একটা ম্যাচ খেলবে। দ্বিতীয় হওয়া দল খেলবে আরেক ম্যাচ। দুই চ্যাম্পিয়নের লড়াইয়ে জিতেতে

যাওয়া দলটি উঠে যাবে ফাইনালে। হেরে যাওয়া দলটিকে খেলতে হবে দুই রানার্সআপের লড়াইয়ে বিজয়ীদের সঙ্গে। ওই ম্যাচের জয়ী দল ফাইনাল খেলবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে লড়াইয়ে বিজয়ী দলের সাথে। এই সমীকরণের জন্যই গ্রুপসেরা হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। আবাহনী ও রহমতগঞ্জ সেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ৪ ফেব্রুয়ারি।

ফেডারেশন কাপের সর্বশেষ ৫ আসরে রহমতগঞ্জ দুইবার ফাইনালে খেলেছে। যদিও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। রহমতগঞ্জ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে, সেটা সময়ই বলে দেবে। আপাতত পুরান ঢাকার ক্লাবটি দুর্দান্ত দাপটেই টিকে আছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে। সাম্প্রতিক মৌসুমগুলোতে ভালো করা এই দলটি আরেকবার ফাইনালে খেললেও অবাক হওয়ার থাকবে না। এই প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত 'এ' গ্রুপ থেকে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ওঠার সম্ভাবনায় টিকে ছিল চার দল। সে হিসেবে চুকে গেছে ৩১ জানুয়ারির দুই ম্যাচের পর।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের মতো ফেডারেশন কাপেও স্থানীয় ফরোয়ার্ডরা গোলের রাস্তায় আছেন। গোলদাতাদের তালিকায় প্রাধান্য বেশি স্থানীয়দেরই। ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফিরে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপে স্থানীয়দের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের স্প্যানিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। মার্চে জাতীয় দলের খেলা আছে। তার আগে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করতে খেলোয়াড়দের নিয়ে সৌদি আরব যেতে পারেন কোচ। ফেডারেশন কাপে যারা গোল করছেন, তাদের জন্য খুলে যেতে পারে জাতীয় দলের প্রাথমিক ক্যাম্পের দরজা।

গোলদাতাদের লড়াইয়ে যারা এগিয়ে তাদের মধ্যে তিনজনের নামের পাশে আছে ৩টি করে গোল। সেখানে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রই দুইজন। একজন রহমতগঞ্জের নাবিব নেওয়াজ জীবন, অন্যতম ব্রাদার্সের সাজ্জাদ হোসেন। এ ছাড়া গোলের দুই অংকে পৌঁছানো ৮ জনের মধ্যে ৭ জনই স্থানীয়। তারা হলেন- বসুন্ধরা কিংসের তপু বর্মন, পুলিশ এফসির আল আমিন, ফর্টিস এফসির জয় কুমার, আবাহনীর ইয়াসিন খান ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম এবং রহমতগঞ্জের মো. তোহা।

এ প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত ফেডারেশন কাপে হ্যাটট্রিক হয়েছে তিনটি। ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে ব্রাদার্সের ৮-০ গোলের জয়ের ম্যাচে হয়েছে দুই হ্যাটট্রিক। কমলা জার্সিধারী সাজ্জাদ হোসেন ও মোস্তফা দামেহ করেছেন হ্যাটট্রিক। অন্য হ্যাটট্রিক রহমতগঞ্জের নাবিব নেওয়াজ জীবনের। ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের বিপক্ষে ৬ গোলের জয়ে তিনটি আবাহনী থেকে এবার রহমতগঞ্জে নাম লেখানো নাবিব নেওয়াজ জীবনের। গত মৌসুমে আবাহনীতে বেশি খেলার সুযোগ পাননি জাতীয় দলের এক সময়ের এই ফরোয়ার্ড। এবার আবাহনী থেকে পুরান ঢাকার ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন। রহমতগঞ্জের কোচ কামাল বাবু তাঁকে খেলার সুযোগ দিচ্ছেন এবং জীবনও তার প্রতিদান দিচ্ছেন গোল করে। প্রিমিয়ার লিগের ৮ রাউন্ড শেষে জীবনের গোল ৫টি। ফেডারেশন কাপের তিন ম্যাচে গোল তিনটি। বলা যায় কক্ষপথেই আছেন নাবিব নেওয়াজ জীবন।

বাকি ম্যাচগুলোয় স্থানীয়রা কেমন পারফরম্যান্স দেখান তার ওপর নির্ভর করবে ক্যাবরেরার নোটবুকে ঢুকে যাওয়ার বিষয়টি। লিগ ও ফেডারেশন কাপে স্থানীয়রা যেভাবে বিদেশিদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছেন, সে ধারা অব্যাহত থাকলে কোচের মুখের হাসিটা আরও বড়ই হবে। যদিও ফেডারেশন কাপের মাঝপথেই খেলোয়াড় বাছাই করতে হবে কোচকে। কারণ, মৌসুমের দ্বিতীয় এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে মে মাসে। ফিকশ্চারের কোনো পরিবর্তন না এলে ৫মে হবে এই ফেডারেশন কাপের ফাইনাল। সেই ফাইনাল মঞ্চে কোন দুই দল লড়াইয়ে নামবে, তা নিশ্চত হতে অপেক্ষা করতে হবে ১৫ এপ্রিল কোয়ালিফিকেশনের তৃতীয় ম্যাচ পর্যন্ত।

এক নজরে ফলাফল

'এ' গ্রুপ

০৩.১২.২০২৪ : বসুন্ধরা কিংস-১ (তপু বর্মন) : ব্রাদার্স ইউনিয়ন-০

০৩.১২.২০২৪ : পুলিশ এফসি-০ : ফর্টিস এফসি-০

১৭.১২.২০২৪ : ফর্টিস এফসি-২ (জাসুর জুমায়েভ, আব্দুল্লাহ) : বসুন্ধরা কিংস-০

১৭.১২.২০২৪ : ব্রাদার্স-৮ (মুস্তাফা-৩, সাজ্জাদ-৩, কাওসার রাব্বি, কিংসলে) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-০

৩১.১২.২০২৪ : ফর্টিস এফসি-৩ (জয় কুমার-২, নোভা) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-০

৩১.১২.২০২৪ : বসুন্ধরা কিংস-৩ (তপু বর্মন, মিগুয়েল, ফার্নান্দেজ) : পুলিশ এফসি-২ (আল-আমিন-২)

১৪.০১.২০২৫ : পুলিশ এফসি-২ (মান্নাফ রাব্বী, এসানুর) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-১ (ইমন)

১৪.০১.২০২৫ : ব্রাদার্স-১ (ফজলে রাব্বী) : ফর্টিস এফসি-০

'বি' গ্রুপ

১০.১২.২০২৪ : রহমতগঞ্জ-১ (রাজন) : মোহামেডান-০

১০.১২.২০২৪ : আবাহনী-৩ (সুমন রেজা, ইব্রাহিম, ইয়াসিন) : চট্ট. আবাহনী-০

২৪.১২.২০২৪ : মোহামেডান-৬ (মোজাফফর, দিয়াবাতে, আরিফ, রাজু, সৌরভ, জুয়েল) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০

২৪.১২.২০২৪ : রহমতগঞ্জ-৬ (জীবন-৩, স্যামুয়েল, মারাজ, তোহা) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০

০৭.০১.২০২৫ : চট্ট. আবাহনী-২ (সাইফুল, সবুজ) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-২ (তুরায়েভ, শান্ত টুডো)

০৭.০১.২০২৫ : আবাহনী-১ (ইব্রাহিম) : মোহামেডান-০

২১.০১.২০২৫ : আবাহনী-৩ (ইয়াসিন, মুরাদ, মাহদি ইউসুফ) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০

২১.০১.২০২৫ : রহমতগঞ্জ-৩ (মোস্তাফা, বোয়েটেং, তোহা) : চট্ট. আবাহনী-০।

মোস্তাফিজের উইকেটের সেঞ্চুরি

মো. মনির উদ্দিন

এবারের বিপিএলে নিজেদের প্রথম ছয় ম্যাচেই টানা পরাজয়ে প্লে-অফ থেকে কার্যত তখনই ছিটকে পড়ে ঢাকা ক্যাপিটালস। সপ্তম ম্যাচে প্রথম জয়ের দেখা পাওয়ার পর শেষ দিকে আরও কিছু ম্যাচ জিতলেও ততদিনে অনেকটাই দেরি হয়ে যায় ঢাকার। নতুন মালিকানায় আসা রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজির এমন করুণ দশার পেছনে বিশেষ করে দলের তারকা খেলোয়াড়দের ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের অভাবই দায়ী। সেক্ষেত্রে বড় দায়টা এসে পড়ে লিটন দাস ও মোস্তাফিজুর রহমানের ওপর। ব্যাটিংয়ে ও বোলিংয়ে এই দু'জন টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে চরম হতাশ করার কারণেই মূলত দলের বারোটা বেজে যায়! যদিও পরের দিকে দু'জনই স্বমহিমায় আবির্ভূত হয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত ঢাকা ক্যাপিটালসের অবস্থা যেমনই হোক না কেন, এরইমধ্যে দারুণ এক মাইলফলক স্পর্শ করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। এক যুগ পেরুনো বিপিএলের ইতিহাসে মাত্র চতুর্থ বোলার হিসেবে 'উইকেটের সেঞ্চুরি' পূর্ণ করেছেন এই কাটার মাস্টার। ৮০ ম্যাচে মোস্তাফিজের নামের পাশে লেখা হয়েছে ১০১ উইকেট, গড় ২০.৪৯, সেরা ফিগার ৫/২৭। তাঁর আগে বাংলাদেশের এই টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে একশ' উইকেটের এলিট ক্লাবে নাম লেখানো অন্য তিন বোলার হলেন- বাঁহাতি স্পিনার সাকিব আল হাসান (১১৩ ম্যাচে ১৮.২৬ গড়ে ১৪৯ উইকেট, সেরা ফিগার ৫/১৬) এবং দুই পেসার তাসকিন আহমেদ (৮৭ ম্যাচের ৮৬ ইনিংসে ২০.১৮ গড়ে ১২২ উইকেট, সেরা ফিগার ৭/১৯) ও রুবেল হোসেন (৮৯ ম্যাচে ২১.৭৮ গড়ে ১১০ উইকেট, সেরা ফিগার ৪/২৩)। উইকেটের সংখ্যা তিন অঙ্কের কোটা ছোঁয়ার একেবারে দ্বারপ্রান্তে রয়েছে আরাফাত সানির (১০০ ম্যাচের ৯৭ ইনিংসে ২২.৩১ গড়ে ৯৫ উইকেট, সেরা ফিগার ৪/১৪)। চিটাগং কিংসের হয়ে খেলা ৩৮ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ বাঁহাতি স্পিনারের পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে এবারের আসরেই 'সেঞ্চুরি ক্লাবে' নাম লেখানোর দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে ফিটনেসের কারণে এবার খেলতে না পারা মাশরাফি মর্তুজা ১১০ ম্যাচের ১০৪ ইনিংসে শিকার করেছেন ২৫.৯৫ গড়ে ৯৮ উইকেট।

এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত পরিসংখ্যান ঢাকায় শেষ পর্ব শুরুর আগ পর্যন্ত।

নামের পাশে ৯২ উইকেট নিয়ে এবারের বিপিএল শুরু করা মোস্তাফিজুর রহমান প্রথম সাত ম্যাচেই পেয়েছেন ১টি করে উইকেট। ৯৯ উইকেট থেকে শত উইকেট পূরণের আশায় অষ্টম ম্যাচে ফরচুন বরিশালের বিপক্ষে খেলতে নেমে ছিলেন উইকেটশূন্য! ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক থিসারা পেরেরা মোস্তাফিজকে দিয়ে ২ ওভারের বেশি বল করাতে পারেননি, বরিশাল ১৬ ওভারেই ম্যাচ জিতে যাওয়ায়। ফলে সাকিব, তাসকিন ও মোস্তাফিজের পাশে নাম লেখানোর ক্ষেত্রে তাঁর অপেক্ষার প্রহর খানিকটা লম্বা হয়।

নিজেদের নবম ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালস মোকাবেলা করে সিলেট স্ট্রাইকার্সের। চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে মোস্তাফিজ প্রথম বল হাতে পান পাওয়ার প্লে'র পঞ্চম ওভারে। নিজের তৃতীয় বলেই ওয়ানডাউনে নামা সিলেটের ব্যাটসম্যান জাকির হাসানকে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের তালুবন্দী করে আউটের মাধ্যমে একশ' উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন এই বাঁহাতি পেসার। পরে ম্যাচের শেষ ওভারে আরিফুল হককে কট অ্যান্ড বোল্ড করে ফিরিয়ে দলকে ৬ রানের নাটকীয় এক জয়ও এনে দেন মোস্তাফিজ। যদিও ছিলেন বেশ খরুচে, ৪-০-৪৬-২। এরপরের ম্যাচে চিটাগং কিংসের বিপক্ষে দারুণ বল করে ৪ ওভারে এক মেডেনসহ কেবল ১৮ রান দিলেও কোনো উইকেট পাননি মোস্তাফিজ। ওই ম্যাচ পর্যন্ত এবারের আসরের ১০ ম্যাচে তাঁর উইকেট ছিল ৯টি।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, মোস্তাফিজুর রহমান প্রথম বিপিএল খেলেন ২০১৫ আসরে। সেবার ঢাকা ডায়নামাইটসের হয়ে ১০ ম্যাচে ১৫.২৮ গড়ে ১৪ উইকেট দখল করে দুর্দান্তভাবে আগমনীবার্তা জানান দেন। চোটের কারণে ২০১৬ বিপিএল খেলা হয়নি তাঁর। ২০১৭ আসরে রাজশাহী কিংসের জার্সিতে সব মিলিয়ে ৫ ম্যাচে নেন ৪ উইকেট। ২০১৯ বিপিএলে একই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ১২ ম্যাচে ২৫.০৮ গড়ে পকেটে পুরেন ১২ উইকেট। বিসিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত পরের আসরে (২০১৯-২০) দলবদল করে মোস্তাফিজ পাড়ি জমান রংপুর রেঞ্জার্সে এবং ১২ ম্যাচে ২০ উইকেট (গড় ১৫.৬০) নিয়ে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক বোলার হন। ২০২২ বিপিএলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসে যোগদান করে প্রথম শিরোপার দেখা পান ফিজ এবং ১১ ম্যাচে ১৩.৪৭ গড়ে এককভাবে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক ১৯ উইকেট দখল করেন। সবশেষ দুই বিপিএলেও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে খেলা মোস্তাফিজ ২০২৩ আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে ১০ ম্যাচে ২৫.০০ গড়ে ১০ উইকেট এবং ২০২৪ আসরে রানার্সআপের স্বাদ পাওয়ার পথে ১০ ম্যাচে ২২.৬১ গড়ে ১০ উইকেট তুলে নেন। এবার হতশ্রী ঢাকা ক্যাপিটালসের জার্সিতে মোস্তাফিজের উইকেটের সেঞ্চুরি করা এবং সাফল্য-ব্যর্থতার সাতকাহন তো সবার চোখের সামনেই এখনো জ্বলজ্বল করছে।

দুই হকি খেলোয়াড়ের যুগলবন্দী

মোরসালিন আহমেদ

এক সঙ্গে খেলার মাঠ থেকে বেড়ে উঠা তারকা ক্রীড়াবিদদের যুগলবন্দী ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে নতুন নয়। যেমন ফুটবলে লিটু-অনন্যা, আর্চারিতে রোমান সানা- দিয়া সিদ্দিকী, সাঁতারে শিলা-রনি, ব্যাডমিন্টনে এলিনা-এনায়েত, শুটিংয়ে সাবরিনা-রিংকু, অ্যাথলেটিকসে রেহেনা-মিলজার সবশেষ সেই তালিকায় যোগ হয়েছেন হকির সবুজ-মিম। সবুজ-মিমের এই একটু আধটু করে চেনা-জানা, প্রেম-ভালবাসা, মন দেওয়া-নেওয়া আর জীবনসঙ্গী হয়ে উঠা যেকোনো নাটক-সিনেমার গল্পকে হার মানাবে। বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের অপরিহার্য তারকা সোহানুর রহমান সবুজ বলেন, তাসনিম আক্তার মিমকে খেলার মাঠেই প্রথম দেখি। সেটি ২০১৯ সালের কথা। সেসময় এএইচএফ কাপ টুর্নামেন্টের জন্য পুরুষ ও নারী অনূর্ধ্ব-২১ দলের ক্যাম্প চলছিল বিকেএসপিতে। পাশাপাশি মাঠে আমাদের প্র্যাকটিস হতো। বলতে গেলে প্রতিদিনই ও'কে দেখতাম, কিন্তু কখনো কথা বলার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। পরে দলের সঙ্গে ও' সিঙ্গাপুরে খেলতে চলে গেল। টুর্নামেন্ট শেষে দেশে ফিরে ঠাকুরগাঁও চলে যায়। দুই তিন মাস পর হঠাৎ একদিন ফেসবুকে মিমের আইডি দেখে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠালাম। এদিকে

সবুজের ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পেয়ে মিম রীতিমতো অবাক হলেন। কল্পনাও করতে পারেননি হকির এ তারকা তাঁকে এমন সারপ্রাইজ দেবেন। ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাবার সঙ্গে সঙ্গে এক্সসেপ্টও করলেন। এ প্রসঙ্গে মিম বলেন, উনার নাম পত্র-পত্রিকায় দেখেছি। বিকেএসপিতে ঠিক সেভাবে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি। কখনো কথা বলাও হয়নি। ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে শুরুটা উনিই করেছিলেন। সেখানে একটু আধটু করে নিজেদের চেনা-জানা হয়, মাঝে মাঝে ম্যাসেজ আদান-প্রদান হতো, কথাবার্তা চলত। এভাবে আমাদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারপর মনের অজান্তেই আমরা এক অপরের ভালোলাগা অনুভব করি। এরই মাঝে একদিন সবুজ আমাকে তাঁর মনের কথা জানান। এক প্রশ্নে সবুজ বলেন, আমি আমার ফ্যামিলিকে জানালাম। ও' ওর ফ্যামিলিকে জানাল। তারপর দুই ফ্যামিলির সম্মতিক্রমে বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু একটা জায়গায় এসে আমাদের অপেক্ষার প্রহর গুনতে হলো তিন বছর! বর্তমানে আমি বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে কর্মরত। সেখানকার কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর

মধ্যে অন্যতম হলো ২৪'র আগে বিয়ে নয়, এবং চাকুরির বয়স কমপক্ষে চার বছর হতে হয়। এটি যখন ফুলফিল হয়ে গেল তখন আর বাধা থাকল না। আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ জানুয়ারি দুই ফ্যামিলি আমাদের দু' হাত চার করে দিলেন।

এক প্রশ্নে সবুজ বলেন, ২০১৭ সাল থেকে জাতীয় দলের হয়ে খেলে আসছি। এরমধ্যে একবার এএইচএফ কাপ হকি টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন স্কোয়াডে ছিলাম। প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে ঢাকা মেরিনার ইয়াংস ক্লাবের হয়ে টানা দু' মৌসুম শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছি। বাবার চাকরির সুবাদে বিকেএসপিতে বেড়ে ওঠেছি। সবুজ জানান, তাঁর আইডল বড় ভাই রোকনুজ্জামান সোহাগ। ২০১৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ইঞ্চন এশিয়ান গেমসে হকি দলে খেলেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হকি দলে খেলছেন। মূলত বড় ভাইকে হকিতে দেখেই আমি এ আঙিনায় এসেছি। অন্যদিকে জাতীয় অনূর্ধ্ব-২১ নারী হকি দলে খেলা মিম জানান, হকিতে আমার হাতেখড়ি ২০১৬ সালে। জেলা পর্যায় ঠাকুরগাঁয়ের হয়ে খেলেছি। সম্প্রতি ২১ পেরিয়ে যাওয়ায় এখন বয়সভিত্তিক দলে নেই। এ মুহূর্তে জাতীয় দলে ডাক পাবার অপেক্ষায় আছি। এ প্রসঙ্গে সবুজ বলেন, ও' যদি ন্যাশনাল টিমে ডাক পায় তাহলে আমার কিংবা আমার পরিবারের দিকে থেকে কোনো বাধা নেই। আমি চাই ও' জাতীয় দলে খেলুক। ইন্টার কমপ্লিট করেছে। খেলাধুলার কারণে মাঝে পড়াশোনার বাইরে ছিল। ও' চাইলে আবার পড়াশোনাটাও শুরু করতে পারে। মিম এক প্রশ্নে বলেন, আমার শশুড়বাড়ির লোকজনও চান, আমি খেলি, আমাকে তারা ফুল সাপোর্ট দেবেন।

উল্লেখ্য বর-কনে উভয় হকি খেলোয়াড় হওয়ায় তাদের বৌ-ভাতের আনুষ্ঠানিকতাও হয়েছে বিকেএসপির হকি টার্ফে। যা এশিয়ান হকি ফেডারেশনের অফিসিয়াল পেজে গুরুত্বসহকারে স্থান পেয়েছে। ছবিতে দু'জন বল-স্টিক নিয়ে এমনভাবে পোজ দিয়েছেন, যা নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হতে সময় লাগেনি।

বিপিএলে সেঞ্চুরির গল্পকথা

পরাগ আরমান

উসমান খান

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সাথে সেঞ্চুরির রয়েছে নান্দনিক এক শৈল্পিক সম্পর্ক। এক একটি সেঞ্চুরি যেন অপরূপ শিল্পের সমাহার। চলতি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ-বিপিএল শুরুর আগের দশ আসরে ত্রিশটি সেঞ্চুরি হয়েছে। সেই সেঞ্চুরি করেছেন ২৪জন খেলোয়াড়। বিপিএলের প্রথম সেঞ্চুরিটি করেছিলেন ক্রিস গেইল। বলের দিক থেকে দ্রুততম সেঞ্চুরিটিও ক্রিস গেইলের। রংপুর রাইডার্সের হয়ে ৫১ বলে অপরাজিত ১২৬ রান করেছিলেন এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান মারকুটে ব্যাটসম্যান। আর সবচেয়ে ধীরগতির সেঞ্চুরিটি খুলনা রয়েল বেঙ্গলের হয়ে ডোয়াইন স্মিথ করেন ৭০ বলে, সিলেট রয়্যালসের বিপক্ষে। শেষ পর্যন্ত তিনি ৭৩ বলে ১০৩ রানে অপরাজিত থাকেন। এ পর্যন্ত বিপিএলে সবচেয়ে বেশি পাঁচটি সেঞ্চুরি করেন ইউনিভার্সাল বস ক্রিস গেইল। আর এই সেঞ্চুরির মধ্যে ১০টি করেন স্বাগতিক বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা। আর বাকী ২৭টি করেন বিদেশী ক্রিকেটাররা। তাদের মধ্যে ১২ জন খেলোয়াড়ই ওয়েস্ট ইন্ডিজের। মোহাম্মদ আশরাফুল, শাহরিয়ার নাফীস এবং ফাফ ডু প্লেসিস অধিনায়ক হিসেবে সেঞ্চুরি করেন। ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের অধিনায়ক হিসেবে আশরাফুল, খুলনা রয়েলসের অধিনায়ক হিসেবে শাহরিয়ার নাফিস এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের অধিনায়ক হিসেবে ফাফ ডু প্লেসিস সেঞ্চুরি করেছিলেন।

নতুন দিনের নতুন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ-বিপিএল যেন সবকিছুতে অভিনবত্ব নিয়ে এসেছে। রান বন্যায় ভাসছে এবারের এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। পাল্টে গেছে পিচের চরিত্র। তবে বোলাররা যে শুধু মার খাচ্ছেন তেমনটা নয়, বঞ্চিত হচ্ছেন না তারাও। কব্জির মোচড়ে তারাও তুলে নিচ্ছেন উইকেটের পর উইকেট। অর্থাৎ বোর্ড সভাপতি এবং ক্রীড়ামোদীদের চাওয়ার মতোই স্পোর্টিং উইকেটে হচ্ছে খেলা। তাতে বিসিবি যেমন খুশি তেমনি খুশি ক্রিকেটপ্রেমীরাও। এবারের বিপিএলে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৪০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান তানজিদ হাসান তামিম। ২২ জানুয়ারি চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে চিটাগং কিংসের বিপক্ষে অপরাজিত ৯০ রানের ইনিংস খেলার পথে ৪০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। আর এই রান তাঁকে বিপিএলের সর্বাধিক রান সংগ্রাহকের কাতারের শীর্ষে নিয়ে যায়।

সেই সময় পর্যন্ত ১০ ম্যাচে ১০ ইনিংস ব্যাট করে তানজিদ হাসান তামিমের পুঁজিতে ৪২০ রান। এর দুই ম্যাচ আগেই অবশ্য চায়ের রাজধানী সিলেটে দুর্বার রাজশাহীর বিপক্ষে ১০৮ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেন এই বাঁহাতি ওপেনার। সেটাই চলতি বিপিএলে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। রান তোলায় তিনি নিজ দলের লিটন দাস (৩৪৮) এবং দুর্বার রাজশাহীর এনামুল হক বিজয়কে (৩৪৫) পেছনে ফেলেন। রান তোলায় সবার শীর্ষে জায়গা করে নেওয়াই শুধু নয়, এখনও পর্যন্ত চলতি বিপিএলে সবচেয়ে বেশি ২৯ ছক্কাও মেরেছেন তানজিদ হাসান তামিম। এবার তাঁর সামনে ৫০০ রান করার হাতছানি। বিপিএলের এক আসরে ৫০০ বা তারচেয়ে বেশি রান করার কীর্তি আছে মাত্র দুজনের। ২০১৯ মৌসুমে ৫৫৮ রান করে ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার রাইলি রুশো। আর ২০২২-২৩ আসরে নাজমুল হোসেন শান্ত করে ছিলেন ৫১৬ রান। তানজিদ হাসান তামিমকে ইতিহাস গড়তে হলে করতে হবে ৫৫৯ রান। আর দরকার ১৩৯ রান। তবে সমস্যা হলো ঢাকা ক্যাপিটালসের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। ঢাকা পর্বের বাকী দুই ম্যাচ জিতলেও নকআউট পর্বে উঠা নিয়ে সন্দেহ রয়েই গেছে। সে যাই হোক, বলা যায়, এবারের বিপিএলে বাংলাদেশিদের জয়জয়কার।

থিসারা পেরেরা

গ্রাহাম ক্লার্ক

সেঞ্চুরির হিসেবে এবারই ছাড়িয়ে গেছে সব বিপিএলের হিসেব-নিকেষ। ২০১২ বিপিএলের উদ্বোধনী টুর্নামেন্টে সেঞ্চুরি হয়েছিলো মোট ৪টি। তিনটি দল এই সেঞ্চুরিগুলি করে ছিল। সেবার অবশ্য ৬টি দল অংশ নিয়েছিল দেশের প্রথম এই টি-টোয়েন্টি আসরে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে হয়েছিল খেলা। তবে আসরের প্রথম সেঞ্চুরিটি এসেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান তারকা ক্রিস গেইলের ব্যাটে। বরিশাল বার্নসের গেইল, সিলেট রয়েলসের বিপক্ষে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন। ৪৪ বলে ১০১ রানে অপরাজিত ছিলেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইউনিভার্সাল বস। ইনিংসে ছিল ৭টি চার আর ১০টি ছক্কার মার। বলাই বাহুল্য, ক্রিস গেইলের ঝড় তোলা ম্যাচে ১০ উইকেটে জিতেছিল বরিশাল। বিপিএল সেবারই দেখে প্রথম সেঞ্চুরি। সেটা ২০১২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির কথা। এরপর বিপিএলের নদীতে অনেক জল গড়িয়েছে। জনপ্রিয়তার পাশাপাশি বুকি অর্থাৎ ক্রিকেট জুয়ারিদের নজরেও এসেছে বিপিএল আসর। ভিনদেশি ক্রিকেট জুয়াড়িরা বহুভাবে বিপিএলকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে। কখনো সফল হয়েছে, কখনো ব্যর্থ হয়েছে তারা। ধরাও খেয়েছে কেউ কেউ। তবে বিপিএল ছুটে চলেছে আপন গতিতে। এক দুই করে ১১তম আসর চলে এখন বিপিএলের।

পরের বছর ১৮ জানুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হয় দ্বিতীয় বিপিএল আসর। প্রথমবার এই আসরেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স। সেই আসরে দলের সংখ্যা বাড়িয়ে ৭টি করা হয়। ভেন্যুও বাড়ানো হয়েছিল একটি। ঢাকা ও চট্টগ্রামের পাশাপাশি খুলনাও আয়োজন করা হয়ে ছিল বিপিএলের ম্যাচ। সেবার সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ করে ছিলেন সিলেট রয়েলসের মুশফিকুর রহিম, ৪৪০ রান। আর টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। সেই আসরে তিনটি দল ৩টি সেঞ্চুরি করে ছিল। প্রথম সেঞ্চুরি করে ছিলেন খুলনা রয়েল বেঙ্গলসের শাহরিয়ার নাফিস। ৬৯ বলে ১২ চার আর ২ ছক্কায় ১০২ রানে ঝলমলে এক ইনিংস উপহার দেন তিনি। তাতে দুরন্ত রাজশাহীকে ৬৮ রানে হারায় খুলনা।

২০১৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত হয় বিপিএলের তৃতীয় আসর। এবার কমে যায় একটি করে দল ও ভেন্যু। দল ও ভেন্যুর তালিকা থেকে বাদ

পড়ে খুলনা। ৬ দলের এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে বরিশাল বুলসকে ৩ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস। টুর্নামেন্ট সেরা হয়ে ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের আসার জাইদী। সর্বাধিক ৩৪৯ করে ছিলেন ঢাকা ডায়নামাইটসের কুমার সাঙ্গাকারা। আর বরিশাল বুলসের কেভিন কুপার সর্বাধিক ২২টি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। সেই টুর্নামেন্টে একমাত্র সেঞ্চুরিটি করেছিলেন বরিশাল বুলসের ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটার এভিন লুইস। ৬৫ বলে ৭ চার আর ৬ ছক্কায় ১০১ রানে অপরাজিত ছিলেন ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগোর এই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান। তাঁর সেঞ্চুরির কারণেই ঢাকা ডায়নামাইটসকে ৯ উইকেটে হারিয়েছিল বরিশাল বুলস।

২০১৬ সালে চতুর্থ বিপিএলেও একটি সেঞ্চুরি হয়েছিল। করেছিলেন রাজশাহী কিংসের সাব্বির রহমান। এই টুর্নামেন্টে আবার ফেরে খুলনা, খুলনা টাইটান্স নামে। ৭ দলের এই টুর্নামেন্টের দশম ম্যাচে সেঞ্চুরিটি করেন সাব্বির। ৬১ বলে ১২২ রানের ইনিংসটি সাজান তিনি ৯টি বাউন্ডারি আর ৯টি ওভার বাউন্ডারিতে। ম্যাচ সেরার পুরস্কারও জিতে ছিলেন। কিন্তু দলকে জেতাতে পারেননি সাব্বির রহমান। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৯২ রান তুলেছিল বরিশাল বুলস। জবাবে সাব্বির রহমানের ১২২ রানও ৬ উইকেট হারানো রাজশাহী কিংসকে ১৮৮ রানের বেশি পুঁজি এনে দিতে পারেনি। ফাইনালে রাজশাহী কিংসকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় ঢাকা ডায়নামাইটস।

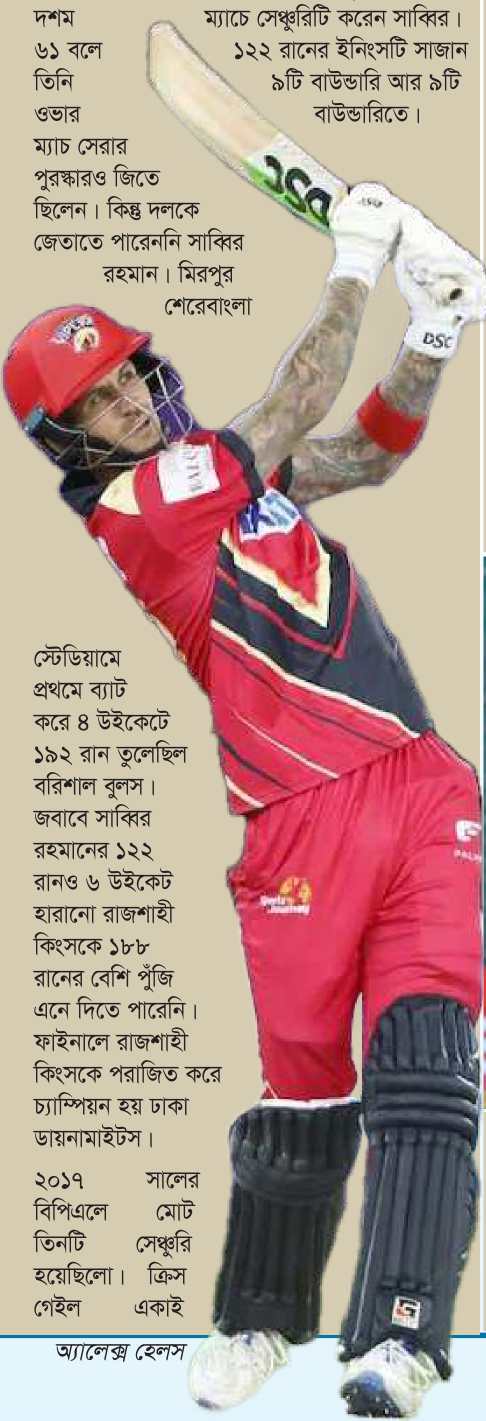

অ্যালেক্স হেলস

২০১৭ সালের বিপিএলে মোট তিনটি সেঞ্চুরি হয়েছিলো। ক্রিস গেইল একাই করেছিলেন দুটি সেঞ্চুরি। প্রথমটি রংপুর রাইডার্সের হয়ে ৫১ বলে ১২৬ রান করেন খুলনা টাইটানসের বিপক্ষে। দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি করেন গেইল, ঢাকা ডায়নামাইটসের বিপক্ষে। ৬৯ বলে ১৪৬ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। অন্য সেঞ্চুরিটি করেন রংপুর রাইডার্সের আরেক ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ওপেনার জনসন চার্লস। ৬৩ বলে তিনি ১০৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

লিটন দাস

২০১৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হওয়ার কথা ছিল বিপিএলের ষষ্ঠ আসরের। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে ডামাডোলে পিছিয়ে দেওয়া হয়। আয়োজন করা হয় ২০১৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। সেই আসরে ৬টি সেঞ্চুরি হয়। সেঞ্চুরিগুলো করেন- দুই ইংলিশ ক্রিকেটার লরি ইভান্স (১০৪*) ও অ্যালেক্স হেলস (১০০)। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ক্রিকেটার রাইলি রুশো (১০০*) ও এবি ডি ভিলিয়ার্স (১০০*)। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার এভিন লুইস (১০৯) এবং স্বাগতিক বাংলাদেশের তামিম ইকবাল (১৪১*)। ফাইনালে ঢাকা ডায়নামাইটসকে ১৭ রানে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিপিএলের শিরোপা জেতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। কুমিল্লার ওপেনার তামিম ইকবাল ৬১ বলে ১০ চার আর ১১ ছক্কায় ১৪১ রানের দারুণ ইনিংসে দলকে চ্যাম্পিয়ন করান।

এনামুল হক বিজয়

২০২০ সালের বিপিএল ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ভেন্যুতে। ৭ দল নিয়ে হয় খেলা। সেই আসরে তিনটি সেঞ্চুরি হয়। সিলেট থান্ডারের আন্দ্রে ফ্লেচার খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে ৫৭ বলে ১০৩ রানে অপরাজিত থাকেন। কুমিল্লা ওয়ারিয়র্সের ডেভিড মালান, রাজশাহী রয়েলসের বিপক্ষে ৫৪ বলে ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন। আর খুলনা টাইগার্সের নাজমুল হোসেন শান্ত, ঢাকা প্লাটুনের বিপক্ষে ৫৭ বলে ১১৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

২০২২ সালে জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারিতে আয়োজন করা হয়েছিল বিপিএল আসর। ছয় দলের এই টুর্নামেন্টে ৩৬ ম্যাচে দুটি সেঞ্চুরি হয়েছিল। মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা আর সিলেট সানরাইজার্সের ম্যাচে হয়েছিল সেঞ্চুরি দুটি। প্রথমে ব্যাট করে লেন্ডল সিমন্সের ৬৫ বলে ১১৬ রানের ঝড়ে ৫ উইকেটে ১৭৫ রান সংগ্রহ করে সিলেট। জবাবে ম্যাচ সেরা তামিম ইকবালের ৬৪ বলে হার না মানা ১১১ রানে ১ উইকেটে ১৭৭ রান তুলে ৯ উইকেটে জয় পায় মিনিস্টার গ্রুপ ঢাকা। বিপিএলের নবম আসর বসেছিল ২০২৩ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। ৭ দলের এই টুর্নামেন্টের ৪৬ ম্যাচে সেঞ্চুরি হয়েছিল ৪টি। তিন পাকিস্তানি আজম খান, উসমান খান এবং ইফতেখার আহমেদ নিজ নিজ দলের হয়ে সেঞ্চুরি করেন। তবে সেঞ্চুরি পেলেও আজম খান তাঁর দল খুলনা টাইগার্সকে জেতাতে পারেননি। অন্য সেঞ্চুরিটি করেন ৪র্থ বার শিরোপা জয়ী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের জনসন চার্লস। ২০২৪ সালে ৭ দলের ৪৬ ম্যাচে সেঞ্চুরির দেখা পান তিনজন। তাঁরা হলেন- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের দুই ক্রিকেটার তৌহিদ হৃদয় ও উইল জ্যাকবস এবং চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের তানজিদ হাসান তামিম।

তানজিদ হাসান তামিম

চলতি বিপিএল আসরে এখনও পর্যন্ত ৭টি সেঞ্চুরি হয়েছে। বিপিএলের যেকোনো আসরের চেয়ে বেশি শতরানের ফুল ফুটেছে এবারের টুর্নামেন্টে। একটি করে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন উসমান খান (১২৩), থিসারা পেরেরা (১০৩*), অ্যালেক্স হেলস (১১৩*), লিটন দাস (১২৫*), তানজিদ হাসান তামিম (১০৮), গ্রাহাম ক্লার্ক (১০১) এবং এনামুল হক বিজয় (১০০*)। তবে এখানেই শেষ নয়। সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে।

শৈল্পিক কসরত দেখিয়ে মন জয় করছেন ওয়ে ওয়ে

মোরসালিন আহমেদ

শৈল্পিক কলাকৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটির ছেলে ওয়ে ওয়ে সাই মার্মা জিমন্যাস্টিকসে সবার নজর কেড়ে চলেছেন। কৈশোরের চপলতা চাপিয়ে এরই মধ্যে জিমন্যাস্টিকসের সবকয়টি ইভেন্টে নিজের সম্ভাবনা মেলে ধরছেন। পঞ্চম জাতীয় বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকস টুর্নামেন্টে ৫টি স্বর্ণ আর ২টি রৌপ্যপদক জিতে সবার মন জয় করেছেন। বিশেষ করে ফ্লোর, পমেল হর্স, রিং, ভল্ট, প্যারালাল বারস ও হাইবার ইভেন্টে যেভাবে পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন, তাতে পরিণত বয়সে জাতীয় পর্যায় ও আন্তর্জাতিক আঙিনায় ওঁর মধ্য ভালো কিছুর সম্ভাবনা দেখছেন জিমন্যাস্টিকসের সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল।

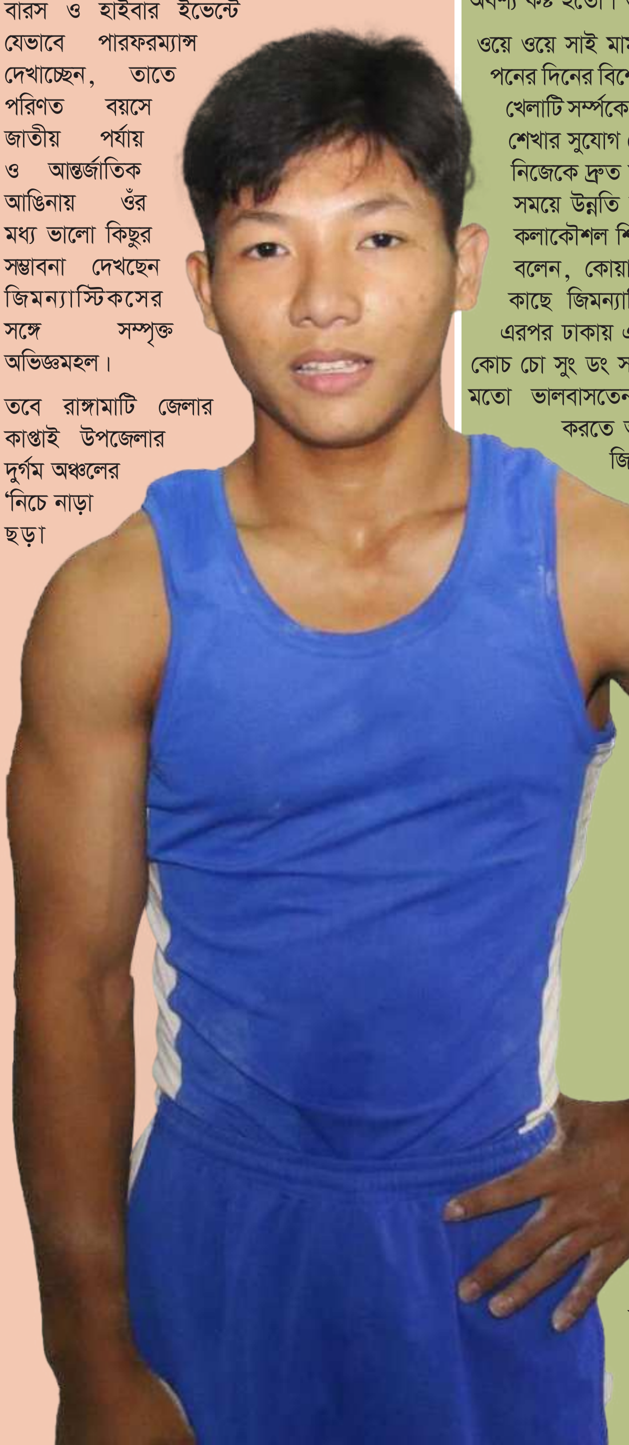

তবে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার দুর্গম অঞ্চলের 'নিচে নাড়া ছড়া পাড়া' গ্রামে বেড়ে উঠা ওয়ে ওয়ে সাই মার্মা ছোট্টবেলায় পাহাড়-পর্বতের পাদদেশে ফুটবল খেলে খেলে বড় ফুটবলারই হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কে-ই-বা জানতেন ওঁর প্রতিভা যে জিমন্যাস্টিকসে লুকিয়ে আছে! এ প্রসঙ্গে চৌদ্দ পেরিয়ে পনের ছুঁইছুঁই এ উদীয়মান জিমন্যাস্ট বলেন, আমার প্রিয় খেলা ফুটবলই। কিন্তু হঠাৎ করে জিমন্যাস্টিকস মনে ধরে গেল। বিশেষ করে এ খেলাটির বিভিন্ন ইভেন্টে যেরকম দৃষ্টিনন্দন কসরত রয়েছে সেটি দেখেই মূলত এর প্রতি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম। শুরুতে একটু একটু অবশ্য কষ্ট হতো। তবে এখন বেশ এনজয় করছি।

ওয়ে ওয়ে সাই মার্মা দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০২৩ সালে পনের দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণে গিয়েছিলেন। সেখানে খেলাটি সর্ম্পকে আরও বিশদভাবে চেনা, জানা আর শেখার সুযোগ পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, কীভাবে নিজেকে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া যায়, কীভাবে দ্রুত সময়ে উন্নতি করা যায়- এমন অনেক আধুনিক কলাকৌশল শিখেছেন সেখানে। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, কোয়ান্টামে রাশেদুল ইসলাম স্যারের কাছে জিমন্যাস্টিকসে আমার হাতেখড়ি হয়। এরপর ঢাকায় এসে পেয়েছিলাম দক্ষিণ কোরিয়ার কোচ চো সুং ডং স্যারকে। উনি আমাদের সন্তানদের মতো ভালবাসতেন। সবসময় ভাল পারফরম্যান্স করতে অনুপ্রেরণা জোগাতেন। বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের স্যাররাও নানারকম সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে আমাদের প্রতিনিয়ত উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছেন।

পরিবার সর্ম্পকে ওয়ে ওয়ে সাই মার্মা বলেন, পরিবার বলতে আমি আর মা। বাবা অনেক আগে মারা গেছেন। আমার একটা বোন ছিল, সেও বেশি দিন বাঁচেনি। স্থানীয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল অ্যান্ড কলেজে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছি। মায়ের আয়ের ওপর নির্ভর করে আমাদের পরিবার চালাতে অনেক কষ্ট হয়। খেলাধুলার জন্য একটা যদি স্পন্সর থাকত, তাহলে খুবই ভাল হত। তবুও আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতে ভালো মানের জিমন্যাস্ট হয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বপরিসরে তুলে ধরতে চাই। পড়াশোনা শেষ করে ভালো একটা চাকুরি করে পরিবারের দু:খ ঘুঁচাতে চাই।

এদিকে বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান জামিল বলেন, ওয়ে ওয়ে সাই মার্মা জাতীয় পর্যায় বেশ নজর কাড়তে শুরু করেছে। ও খুবই পরিশ্রমী ছেলে। জিমন্যাস্টিকসের যেকোনো কলাকৌশল খুব দ্রুত রপ্ত করতে শিখেছে। দিন দিন ওঁর উন্নতি চোখে পড়ছে। ওঁর বয়স কম, জুনিয়র লেবেলে খেলছে। আমার বিশ্বাস, নিয়মিত চর্চা করে যেতে পারলে ভাল করবে। এমনকি, অল্প সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায় নিজেকে মেলে ধরার সম্ভাবনা রয়েছে। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, এ মুহূর্তে যে কয়জন উদীয়মান জিমন্যাস্ট রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ওয়ে ওয়ে সাই মার্মা অন্যতম। আমরা আশাবাদী ও জিমন্যাস্টিকসের অনেক দূর পৌঁছুতে পারবে।

একনজরে...

নাম	: ওয়ে ওয়ে সাই মার্মা
ডাক নাম	: ওয়ে ওয়ে
পিতা	: উসাই চিং মার্মা
মাতা	: ঞেয়ই চিং মার্মা
জন্ম তারিখ	: ৩০.১২.২০১০
জন্মস্থান	: নিচে নাড়া ছড়া পাড়া
জেলা	: রাঙামাটি
নিজ অবস্থান	: একমাত্র সন্তান
উচ্চতা	: ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি
ওজন	: ৫২ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: কোয়ান্টাম কসমো স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ক্রীড়ায় পরিচিতি	: জিমন্যাস্ট
জিমন্যাস্টিকসে না এলে	: ফুটবলার হতাম
খেলা শুরু	: ২০১৭
জাতীয় পর্যায়	: ২০২৩
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: অপেক্ষায় করছি
হাতেখড়ি	: রাশেদুল ইসলাম
বর্তমান দল	: কোয়ান্টাম
প্রিয় খেলোয়াড়	: লিওনেল মেসি
অন্য প্রিয় খেলা	: ফুটবল
প্রিয় খাবার	: বাঁশ কোরল
প্রিয় রং	: নীল
প্রিয় শখ	: ভ্রমণ
পছন্দ	: গান গাওয়া
অপছন্দ	: মিথ্যা বলা
অবসরে	: ছবি আঁকা
আদর্শ	: বাবা-মা
জাতীয় পর্যায় সাফল্য	: ৫টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	: আন্তর্জাতিক পদক জয়।